

KAZI NAZRUL ISLAM

SANCHITA

সব ধরনের ই-বুক, উপন্যাস, ইসলামী বই

অডিও, ভিডিও, ওয়াজ, গজল, সংগীত

*MyMahbub.com*

## সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

বিত্রোহী	১১
আজ সন্ধ্যা-সুখের উল্লাসে	১৫
পূজারিণী	১৭
পথহারা	৩০
অকেলার ডাক	৩১
অভিশাপ	৩২
পিছু-ডাক	৩৩
বিজয়িনী	৩৬
কমল-কঁটা	৩৬
কবি-রাণী	৪০
পটিল	৪০
চৈতন্য হাওয়া	৪১
শায়ক-বেঁধা পাখী	৪৪
গলাতকা	৪৫
উল্লসিত	৪৬
বিস্ময়-বেলায়	৪৬
নূরের বহু	৪৭
সন্ধ্যাতারা	৪৮
হাওয়া-নিশীথ	৪৮
আশা	৪৯
অপন-পিয়াসী	৫০
অ-কেজোর গান	৫০
কাণ্ডারী হুঁশিয়ার	৫১
হাজরতের গান	৫২
৬৬ মা (বিরজাসুন্দরী দেবী)-র শ্রীচরণাবলি—	৫৪
সর্বহারা	৫৫
সাম্যবাদী	৫৭
ইঞ্জর	৫৭
মানুষ	৫৭
পাপ	৬১
বাগ্মন	৬৬
নারী	৬৬
কুলি-মজুর	৬৬
করিয়াস	৬৭
আমার কৈফিয়ৎ	৮০

	পৃষ্ঠা
গোবুল নাগ	৭৩
সব্যসাচী	৭৭
ঈপাত্তরের বন্দিদী	৭৯
সত্য-কবি	৮১
সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ-গীতি	৮৪
অস্তুর-ন্যাশনাল সঙ্গীত	৮৫
পথের দিশা	৮৬
হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ	৮৭
সিদ্ধু	৮৯
গোপন-প্রিয়া	৯৭
অ-নামিকা	৯৯
বিদায়-স্বরণে	১০২
দারিদ্র্য	১০৩
ফাগুনী	১০৬
বধু-বরণ	১০৮
রাধীবন্ধন	১০৯
চান্দনীরাতে	১১০
সাম্বন্ধ	১১১
ইন্দ্র-পতন	১১২
রাজ-ভিখারী	১১৮
ঝিঙে ফুল	১১৯
খুকী ও কাঠবেয়ালি	১২০
খাদু-দাদু	১২১
প্রভাতী	১২২
লিচু-চোর	১২৩
অস্ত্রাণের সওগাত	১৩০
মিসেস এম্ ব্রহ্মান	১৩১
ঈদ মোবারক	১৩৪
আয় বেহেশতে কে যাবি আয়	১৩৬
নগরোজ	১৩৮
অগ্র-পথিক	১৪১
চিরঞ্জীব জগন্মূল	১৪৬
জীক	১৫০
বাতায়ন-পাশে ডবাক-তরঙ্গ সারি	১৫২
পথচারী	১৫৫
গানের আড়াল	১৫৭
✓ঐ মোর অহঙ্কার	১৫৮
বর্ষা-বিদায়	১৬০
আমি গাই তারি গান	১৬১
জীবন-বন্ধনা	১৬২
চল চল চল	১৬৩
যৌবন-জল-তরঙ্গ	১৬৫
অন্ধ স্বদেশ-দেবতা	১৬৬
ওমর খৈয়াম গীতি	১৭৫

পান	পৃষ্ঠা
জাগিলে 'পারুল' কিংবা 'সাত ভাই চম্পা' ডাকে	১২৪
বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস্নে আজি দোল	১২৫
আমারে চোখ-ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী	১২৫
বসিয়া বিজনে কেন একা মনে	১২৬
ভুলি কেমনে অজ্ঞো যে মনে বেদনা-সনে রহিল আঁকা	১২৭
কেন কাঁদে পরান কী বেদনায় কারে কহি	১২৮
মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে	১২৮
কে বিদেশী বন-উদাসী	১২৯
আমার কোন কূলে আত ভিড়ুল তরী	১৬৭
মোর ঘুমঘোরে কে এলে মনোহর	১৬৮
কেউ ভোলে না কেউ ভোলে	১৬৯
আমার পাইন ফালের নদী	১৬৯
আমার সাপ্পান যাত্রী না লয়	১৭০
পরজনমে দেখা হবে প্রিয়	১৭১
বদনা-গাড়িতে গলাগলি হবে, নব প্যাক্টের আস্নাই	১৭১
খাঙিতে চরণ মরণে কি ভয়, নিমেঘে যোজন ফরসা	১৭২
সে গল্পর গা গুইয়ে	১৭৪

## বিদ্রোহী

কল বীর—  
কল উন্নত মম শির!  
শির নেহারি' আমরা নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির!  
কল বীর—  
কল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'  
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'  
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,  
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া  
উঠিয়াছি চির-বিশ্বয় আমি বিশ্ব-বিধাতর!  
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটাকা দীপ্ত জয়শ্রীর!  
বল বীর—  
আমি চির-উন্নত শির!  
আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,  
মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস!  
আমি মহাভয়, আমি অভিলাপ পৃথ্বীর,  
আমি দুর্বীর,  
আমি ভেঙে করি সব চুরমার!  
আমি অনিয়ম উল্ফসল,  
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!  
আমি মানি নাকো কোনো আইন,  
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ডীম ভাসমান মাইন!  
আমি ধূজটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর!  
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সূত বিশ্ব-বিধাতর!  
বল বীর—  
চির-উন্নত মম শির!

আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,  
পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি।  
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,  
আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ।  
আমি হাঙ্গীর, আমি ছায়াশয়, আমি হিন্দোল,  
আমি চল-চঞ্চল, ঠমকি' ছমকি'  
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি'  
ফিং দিয়া দিই তিন দোল;  
আমি চপলা-চপল হিন্দোল।

আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা',  
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পঞ্জা,  
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা!  
আমি মহামারী, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর;  
আমি শাসন-দ্রাসন, সংহার আমি উচ্চ চির-অধীর।  
বল বীর—  
আমি চির-উন্নত শির।

আমি চির-দুরন্ত দুর্মদ,  
আমি দুর্মদ মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম্ হ্যায় হর্দম্ ভরপুর-মদ।  
আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,  
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি।  
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,  
আমি অবসান, নিশাবসান।  
আমি ইন্দ্রাবী-সূত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য,  
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তুর্য;  
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মম্বন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির।  
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর,  
বল বীর—  
চির-উন্নত মম শির।

আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক,  
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান-গৈরিক।  
আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,  
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।  
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,

আমি ইস্রাফিলের শিসার মহা-হুকার,  
আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,  
আমি চক্র ও মহা শঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড!  
আমি ক্ষাপা দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র-শিষ্য,  
আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব!  
আমি প্রাণ-খোলা হাসি উল্লাস,—আমি সৃষ্টি-বৈদী মহাত্মাস,  
আমি মহা-প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু-গ্রাস!  
আমি কভু প্রশান্ত,—কভু অশান্ত দাক্ষণ বেঙ্গাচারী,  
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্পহারী!  
আমি প্রভঞ্নের উল্লাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল,  
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,  
আমি উজ্জল জল-ছল-ছল, চল-উর্মির হিন্দোল-দোল!—

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্ত্রী-নয়নে বহি,  
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ শ্রেম উদ্দাম, আমি ধনি!  
আমি উন্মত্ত মন উদাসীর,  
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হা-হতাশ আমি হুতাহীর।  
আমি বঙ্কিত ব্যাধা পথবাসী চির-গৃহহারা যত পথিকের,  
আমি অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয়-লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের!  
আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যাধা সুনিবিড়,  
চিহ্ন-চোর কম্পন আমি ধর-ধর-ধর প্রথম পরশ কুমারীর!  
আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল-ক'রে দেখা অনুখন,  
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাকন-চুড়ির কন্-কন্।

আমি চির-শিশু, চির-কিশোর,  
আমি যৌবন-ভীত পত্নীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর!  
আমি উত্তর-বায়ু, মলয়-অনিল, উদাস পূর্বী হাওয়া,  
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া।  
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াসা, আমি রৌদ্র-রুদ্ধ রবি,  
আমি মরু-নির্ঝর ঝর-ঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি!  
আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি, এ কি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!  
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!  
আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিত্তে চেতন,  
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন।  
আমি ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া  
স্বর্ণ মর্ত্য করতলে,

তাজী\* বোরবাক\* আর উকৈশ্রবা বাহন আমার  
হিম্মত-হেমা হেঁকে চলে।  
আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াগ্নি, বাড়ব-বহি, কালানল,  
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল।  
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া, দিয়া লক্ষ,  
আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চারি\* ভূমিকম্প।  
ধরি বাসুকির ফণা জাপটি'—  
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখ; সাপটি'।  
আমি দেব-শিশু, আমি চঞ্চল,  
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্ব-মায়ের অঞ্চল।

আমি অর্কিয়ারের বাঁশরী  
মহা- সিন্ধু উতলা ঘুম ঘুম  
ঘুম ঘুম দিয়ে করি নিখিল বিশ্বে নিম্নতম  
মম বাঁশরীর তানে পাশরি'।  
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।  
আমি রুষে উঠি' যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,  
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ\* নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া।  
আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া।

আমি শ্রাবণ-প্রাবণ-বন্যা,  
কভু ধরণীয়ে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা—  
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা।  
আমি অন্যায়, আমি উজ্জা, আমি শনি,  
আমি ধূমকেতু-জালা, বিষধর কাল-ফণী!  
আমি হিন্মন্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,  
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি।

আমি মৃনায়, আমি চিন্ময়,  
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়।  
আমি মানব দানব দেবতার ভয়,  
বিশ্বের আমি চির-দুর্জয়,  
জগদীশ্বর ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,

\* তাজী—ঘোড়া।

\* বোরবাক—স্বর্গের পক্ষ্মীরাজ।

\* হাবিয়া দোজখ—সপ্ত নরক, এই নরকই ভীষণতম।

আমি তাখিয়া তাখিয়া মখিয়া ফিরি স্বর্গ-পাতাল মর্ত্য।  
আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!!  
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!!

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,  
নিঃস্ক্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার।  
আমি হল বলরাম-কক্ষে,  
আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে  
মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্রান্ত,  
আমি সেই দিন হব শান্ত,  
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,  
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—  
বিদ্রোহী রণ-ক্রান্ত  
আমি সেই দিন হব শান্ত।

আমি বিদ্রোহী ভূত, ভগবান-বুকে ঐকে দিই পদ-চিহ্ন,  
আমি স্রষ্টা-সৃদন, শোক-তাপ-হান্না খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।  
আমি বিদ্রোহী ভূত, ভগবান-বুকে ঐকে দেবো পদ-চিহ্ন।  
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।

আমি চির-বিদ্রোহী বীর—  
বিশ্ব ছাড়িয়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির।  
। অগ্নি-বীণা ।

## আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে—  
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে  
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আজকে আমার কৃষ্ণ প্রাণের পঙ্খলে  
বাধ ভেকে ঐ জাপলা জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে।  
আসল হাসি, আসল কাদন,  
মুক্তি এলো, আসল বাঁধন,  
মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে মোর তিত্ত দুখের সুখ আসে।

ঐ রিক্ত বকের দুখ আসে—  
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আসল উদাস, স্বপ্ন হতাশ,  
সৃষ্টি-ছাড়া বুক-ফাটা স্বাস,  
ফুল্লো সাগর দুগ্ধলো আকাশ ছুটলো বাতাস,  
গগন ফেটে চক্রে ছোটো, পিনাক-পাবির শূল আসে।

ঐ ধূমকেতু আর উজ্জ্বল  
চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে,  
আজ তাই দেখি আর বন্ধে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে  
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আজ হাসল আশুন, স্বপ্নল ফাশুন,  
মদন মারে খুন-মাখা তুণ  
পলাশ অশোক শিমুল ঘায়েল  
ফাগ লাগে ঐ দিক-বাসে  
গো দিগ্‌বালিকার পীতবাসে ;  
আজ রক্তন এলো রক্তপ্রাণের অঙ্গনে মোর চারপাশে  
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আজ কপট কোণের তুণ ধরি,  
ঐ আসল যত সুন্দরী,  
কাকুর পায়ে বুক-ডলা খুন, কেউ বা আশুন,  
কেউ মানিনী চোখের জলে বুক ভাসে।  
তাদের প্রাণের 'বুক-ফাটে-তাও-মুখ ফোটে-না' বাণীর বীণা মোর পাশে,  
ঐ তাদের কথা শোনাই তাদের  
আমার চোখে জল আসে  
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আজ আসল উষা, সন্ধ্যা, দুপুর,  
আসল নিকট, আসল সুদূর  
আসল বাধা-বন্ধ-হারা ছন্দ-মাতন  
পাগলা-গাজন-উজ্জ্বল!

ঐ আসল আশিন লিউলি শিখিল  
হাসল শিশির দুর্ধ্বাসে।  
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আজ জাগল সাগর, হাসল মরু  
কাঁপল ভূধর, কানন-তরু

বিশ্ব-ভুবান্ আসল ভুফান, উজ্জ্বল উজান  
ভৈরবীদের গান ভাসে,  
মোর ডাইনে শিত সদ্যোজাত জরায়-মরা বাম পাশে।  
মন ছুটছে গো আজ বলা-হারা অশ্ব যেন পাগলা সে,  
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!  
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

[ সোলন-চাঁপ ]

এত দিনে অবেলায়—  
প্রিয়তম!  
ধূলি-অক্ষ চূর্ণি সম  
দিবায়ামী  
যবে আমি  
নেচে ফিরি কুধিরাজ মরণ-খেলায়—  
এত দিনে অ-বেলায়  
জানিলাম, আমি তোমা' জন্মে জন্মে চিনি।  
পূজারিণী।

ঐ কঠ, ও-কপোত-কাদানো রাগিণী,  
ঐ আঁধি, ঐ মুখ,  
ঐ ভুরু, ললাট, চিবুক,  
ঐ তব অপরূপ রূপ,  
ঐ তব দোলো-দোলো গতি-নৃত্য দৃষ্ট দুল রাজহংসী জিনি'—  
চিনি সব চিনি।

তাই আমি এতদিনে  
জীবনের আশাহত ক্রান্ত শুষ্ক বিদগ্ধ পুলিনে  
মূর্ছাতুর সারা প্রাণ ভ'রে  
ডাকি শুধু ডাকি তোমা'  
প্রিয়তমা!

ইষ্ট মম জপ-মালা ঐ তব সব চেয়ে মিষ্ট নাম ধ'রে!  
তারি সাথে কাঁদি আমি—  
ছিন্ন-কণ্ঠে কাঁদি আমি, চিনি তোমা', চিনি চিনি চিনি,  
বিজয়িনী নহ তুমি—নহ তিথারিণী,  
তুমি দেবী চির-শুদ্ধ তাপস-কুমারী, তুমি মম চির-পূজারিণী।



যুগে যুগে এ পাষাণে বাসিয়াছ ভালো,  
 আপনারে দাহ করি' মোর বুক জ্বালায়েছ আলো,  
 বারে বারে করিয়াছ তব পূজা-খণী।  
 চিনি প্রিয়া চিনি তোমা' জন্মে জন্মে চিনি চিনি চিনি।  
 চিনি তোমা' বারে বারে জীবনের অন্ত-ঘাটে, মরণ-বেলায়,  
 তারপর চেনা-শেষে  
 তুমি-হারা পরদেশে  
 ফেলে যাও একা শূন্য বিদায়-ভেলায়!...

দিনান্তের প্রান্তে বসি' আঁখি-নীরে তিতি'  
 আপনার মনে আনি তারি দূর-দূরান্তের স্মৃতি—  
 মনে পড়ে—বসন্তের শেষ-আশা-স্নান মৌন মোর আগমনী সেই নিশি,  
 যেদিন আমার আঁখি ধন্য হ'ল তব আঁখি-চাওয়া সনে মিশি।  
 তখনো সরল সুখী আমি—ফোটেনি যৌবন মম,  
 উনুখ বেদনা-মুখী আসি আমি উষা-সম  
 আধ-ঘুমে আধ-জেগে তখনো কৈশোর,  
 জীবনের ফোটো-ফোটো রাস্তা নিশি-ভোর,  
 বাধা বন্ধ-হারা  
 অহেতুক নেচে-চলা ঘূর্ণিঝড়-পারা  
 দূরন্ত গানের বেগ অফুরন্ত হাসি  
 নিয়ে এনু পথ-ভোলা আমি অতি দূর পরবাসী।  
 সাথে তারি  
 এনেছিল গৃহ-হারা বেদনার আঁখি-ভরা বারি।  
 এসে রাতে—ভোরে জেগে গেয়েছিলু জাগরণী সুর—  
 ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিলে তুমি কাছে এসেছিলে,  
 মুখ-পানে চেয়ে মোর সঙ্করণ হাসি হেসেছিলে,—  
 হাসি হেরে কেঁদেছিলু—'তুমি কার পোষাপাখী কান্তার বিধুর?'  
 চোখে তব সে কী চাওয়া! মনে হ'ল যেন  
 তুমি মোর ঐ কণ্ঠ ঐ সুর—  
 বিরহের কান্না-ভারাতুর  
 বনানী-দুলাহো,  
 দখিনা সমীরে ডাকা কুসুম-ফোটানো বন-হরিণী-ভুলানো  
 আদি জন্মদিন হ'তে কেন তুমি চেনা।  
 তারপর—অনাদরে বিদায়ের অভিমান-রাস্তা  
 অশ্রু-ভাঙা-ভাঙা  
 ব্যথা-গীত গেয়েছিলু সেই আধ-রাতে,

বুঝি নাই আমি সেই গান-গাওয়া ছলে  
 কারে পেতে চেয়েছিলু চিরশূন্য মম হিয়া-তলে—  
 শুধু জানি, কাঁচা-ঘুমে জাগা তব রাগ-অরুণ-আঁখি-ছায়া  
 লেগেছিল মম আঁখি-পাতে।  
 আরো দেখেছিলু, ঐ আঁখির পলকে  
 বিশ্বয়-পুলক-দীপ্তি ঝলকে ঝলকে  
 ঝ'লেছিল, গ'লেছিল গাঢ় ঘন বেদনার মায়া,—  
 করুণায় কেঁপে কেঁপে উঠেছিল বিরহিণী  
 অন্ধকার-নিশীথিনী-কায়া।

তৃষাতুর চোখে মোর বড় যেন লেগেছিল ভালো  
 পূজারিণী! আঁখি-দীপ-জ্বালা তব সেই স্নিগ্ধ সঙ্করণ আলো।

তারপর—গান গাওয়া শেষে  
 নাম ধ'রে কাছে বুঝি ডেকেছিলু হেসে।  
 অমনি কী গ'র্জে-উঠা রুদ্ধ অভিমানে  
 ( কেন কে সে জানে )  
 দুলি' উঠেছিল তব তুর-বাঁধা স্থির আঁখি-ভরী,  
 ফুলে উঠেছিল জল, ব্যথা-উৎস-মুখে তাহা ঝরঝর  
 প'ড়েছিল বরি'।

একটু আদরে এত অভিমানে ফুলে-ওঠা, এত আঁখি-জল,  
 কোথা পেলি ওরে কা'র অনাদৃত্য ওরে মোর তিথারিণী  
 বল্ মোরে বল্।

এই ভাঙা বুক  
 ঐ কান্না-রাস্তা মুখ ধুয়ে লাজ-সুখে  
 বল্ মোরে বল্—

মোরে হেরি' কেন এত অভিমান?  
 মোর ডাকে কেন এত উৎলায় চোখে তব জল?  
 অ-চেনা অ-জানা আমি পথের পথিক  
 মোরে হেরে জলে পুরে ওঠে কেন তব ঐ বালিকার আঁখি অনিমিত্ত?  
 মোর পানে চেয়ে সবে হাসে,  
 বাঁধা-নীড় গুড়ে যায় অভিশপ্ত তত্ত্ব মোর স্বাসে;  
 মণি ভেবে কত জনে তুলে পরে গলে,  
 মণি যবে ফণী হয়ে বিষ-দঙ্ক-মুখে  
 দংশে তার বুক,

অমনি সে দলে পদতলে!  
বিশ্ব যারে করে ভয় ঘৃণা অবহেলা,  
ভিখারিনী! তারে নিয়ে এ কি তব অকরণ খেলা?  
তারে নিয়ে এ কি গৃঢ় অভিমান? কোন্ অধিকারে  
নাম ধ'রে ডাকটুকু তা'ও হানে বেদনা তোমা'রে?  
কেউ ভালোবাসে নাই? কেউ তোমা' করেনি আদর?  
জন্ম-ভিখারিনী তুমি? তাই এত চোখে জল, অভিমানী করুণা-কাতর!

নহে তা'ও নহে—  
বুকে থেকে রিক্ত-কণ্ঠে কোন্ রিক্ত অভিমানী কহে—  
'নহে তা'ও নহে।'  
দেখিয়াছি শতজন আসে এই ঘরে,  
কতজন না চাহিতে এসে বুকে করে,  
তবু তব চোখে-মুখে এ অতৃপ্তি, এ কী স্নেহ-ক্ষুধা!  
মোরে হেরে উছলায় কেন তব বুক-ছাপা এত প্রীতি-সুধা?  
সে রহস্য, রাণী!  
কেহ নাহি জানে—  
তুমি নাহি জান—  
আমি নাহি জানি।  
চেনে তা প্রেম, জানে শুধু প্রাণ—  
কোথা হ'তে আসে এত অকারণে প্রাণে প্রাণে বেদনার টান!...

নাহি বুঝিয়াও আমি সেদিন বুঝিনু তাই, হে অপরিচিতা!  
চির-পরিচিতা তুমি, জন্ম জন্ম ধ'রে অনাদৃতা সীতা!  
কানন-কাদানো তুমি তাপস-বালিকা  
অনন্ত কুমারী সতী, তব দেব-পূজার থালিকা  
ভাঙিয়াছি যুগে যুগে, ছিড়িয়াছি মালা  
খেলা-ছলে; চির-মৌনা শাপদ্রষ্টা ওগো দেববালা!  
নীরবে স'য়েছ সবি—  
সহজিয়া! সহজে জেনেছ তুমি, তুমি মোর জয়লক্ষ্মী, আমি তব কবি।

তারপর—নিশি-শেষে পাশে ব'সে ভনেছিনু তব গীত-সুর  
লাজে-আধ-বাধ-বাধ শঙ্কিত বিধুর,  
সুর শুনে হ'ল মনে—কণে কণে  
মনে-পড়ে-পড়ে না হারা কণ্ঠ যেন  
কেন্দে কেন্দে সাধে, 'ওগো চেন মোরো জনো জনো চেন।'

মথুরায় গিয়া শ্যাম, রাধিকায় ভুলেছিল যবে,  
মনে লাগে—এই সুর গীত-রবে কেন্দেছিল রাধা,  
অবহেলা-বেঁধা-বুক নিয়ে এ যেন রে অতি-অন্তরালে ললিতার কাদা  
বন-মাঝে একাকিনী দময়ন্তী ঘুরে ঘুরে বুঝে  
ফেলে-যাওয়া নাথে তার ডেকেছিল ক্রান্ত-কণ্ঠে এই গীত-সুরে।  
কান্তে প'ড়ে মনে  
বনলতা সনে  
বিষাদিনী শকুন্তলা কেন্দেছিল এই সুরে বনে সঙ্গোপনে।  
হেম-গিরি-শিরে  
হারা-সতী উমা হ'য়ে ফিরে  
ডেকেছিল ভালানাথে এমনি সে চেনা-কণ্ঠে হায়,  
কেন্দেছিল চির-সতী পতি-প্রিয়া শ্রিয়ে তার পেতে পুনরায়!—  
চিনিলাম বুঝিলাম সবি—  
যৌবন সে জাগিল না, লাগিল না মর্মে তাই গাঢ় হ'য়ে তব মুখ-ছবি।

তবু তব চেনা-কণ্ঠে মম কণ্ঠ-সুর  
রেখে আমি চ'লে গেলুম কবে কোন্ পন্থী-পথে দূর!...  
দু'দিন না যেতে যেতে এ কি সেই পুণ্য গোমতীর কূলে  
প্রথম উঠিল কাদি' অপরূপ ব্যথা-গন্ধ নাভি-পদ্ম-মূলে!

খুঁজে ফিরি কোথা হ'তে এই ব্যথা-ভারাতুর মদ-গন্ধ আসে—  
আকাশ বাতাস ধরা কেঁপে কেঁপে ওঠে শুধু মোর তপ্ত ঘন দীর্ঘশ্বাসে।  
কেন্দে ওঠে লতা-পাতা,  
ফুল পাখি নদীজল  
মেঘ বায়ু কাদে সবি অবিরল,  
কাদে বুক উগ্রসুখে যৌবন-জ্বালায়-জাগা অতৃপ্ত বিধাতা!  
পোড়া প্রাণ জালিল না কারে চাই,  
চীৎকারিয়া ফেরে তাই—'কোথা যাই,  
কোথা গেলে ভালোবাসাবাসি পাই?'  
হ-হ ক'রে ওঠে প্রাণ, মন করে উদাস-উদাস,  
মনে হয়—এ নিখিল যৌবন-আতুর কোনো প্রেমিকের ব্যথিত হতাশ!  
চোখ পুরে' লাল নীল কত রাজা, আবছায়া ভাসে, আসে—আসে—  
কার বন্ধ টুটে  
মম প্রাণ-পুটে  
কোথা হ'তে কেন এই মৃগ-মদ-গন্ধ-ব্যথা আসে?  
মন-মৃগ ছুটে ফেরে; দিগন্তের দুলি' ওঠে মোর ক্ষিণ হাহাকার-ব্রাসে!

## সকিতা

কপ্তুরী হরিণ-সম  
আমারি নাভির গন্ধ বুজে ফেরে গন্ধ-অন্ধ মন-মৃগ মম!  
আপনারই ভালোবাসা  
আপনি পিইয়া চাহে মিটাইতে আপনার আশা!  
অনন্ত অগন্ত্য-তৃষ্ণাকুল বিশ্ব-মাগা যৌবন আমার  
এক সিদ্ধ গুণি' বিন্দু-সম, মাগে সিদ্ধ আর!  
ভগবান! ভগবান! এ কি তৃষ্ণা অনন্ত অপার!  
কোথা তৃপ্তি? তৃপ্তি কোথা? কোথা মোর তৃষ্ণা-হরা প্রেম-সিদ্ধ  
অনাদি পাথার!

মোর চেয়ে স্বৈচ্ছাচারী দুরন্ত দুর্বীর!  
কোথা গেলে তারে পাই,  
যার লাগি' এত বড় বিশ্বে মোর নাই শান্তি নাই।

ভাবি আর চলি শুধু, শুধু পথ চলি,  
পথে কত পথ-বালা যায়,  
তারি পাছে হায় অন্ধ-বেগে ধায়  
ভালোবাসা-ক্ষুধাতুর মন,  
পিছু ফিরে কেহ যদি চায়—অভিमानে জলে ভেসে যায় দু'নয়ন!  
দেখে তারা হাসে,  
না চাহিয়া কেহ চ'লে যায়, 'ভিক্ষা লহ' ব'লে কেহ আসে দ্বার-পাশে।  
প্রাণ আরো কেঁদে ওঠে তাতে,  
গুমরিয়া ওঠে কাঙালের লজ্জাহীন গুরু বেদনাতে।  
প্রলয়-পয়োধি-নীরে গর্জে-ওঠা হৃদয়-সম  
বেদনা ও অভিमानে ফুলে' ফুলে' দু'লে' ওঠে ধূ-ধূ  
ক্ষোভ-ক্ষিপ্ত প্রাণ-শিখা মম!  
পথ-বালা আসে ভিক্ষা-হাতে,  
লাথি মেয়ে চূর্ণ করি গর্ব তার ভিক্ষা-পাত্র সাথে।  
কেঁদে তারা ফিরে যায়, ভয়ে কেহ নাহি আসে কাছে;  
'অনাথপিণ্ড'-সম  
মহাভিক্ষু প্রাণ মম  
প্রেম-বুদ্ধ লাগি' হায় দ্বারে দ্বারে মহাভিক্ষা চাচে,  
'ভিক্ষা দাও, পুরবাসি!  
বুদ্ধ লাগি' ভিক্ষা মাগি, দ্বার হ'তে প্রভু ফিরে যায় উপবাসী!"

কত এল কত গেল ফিরে,—  
কেহ ভয়ে কেহ-বা বিশ্বয়ে।

## পূজারিণী

ভাঙা-বুকে কেহ,  
কেহ অশ্রু-নীরে—  
কত এল কত গেল ফিরে!  
আমি যাচি পূর্ণ সমর্পণ,  
বুঝিতে পারে না তাহা গৃহ-সুখী পুরনারীগণ।  
ভারা আসে হেসে;  
শেষে হাসি-শেষে  
কেঁদে তারা ফিরে যায়  
আপনার গৃহ-স্নেহজ্বায়ে।  
বলে তারা, "হে পথিক! বল বল তব প্রাণ কোন ধন মাগে?  
সূরে তব এত কান্না, বুকে তব কা'র লাগি এত ক্ষুধা জাগে?"  
কি যে চাই বুঝে না ক' কেহ,  
কেহ আনে প্রাণ মম কেহ-বা যৌবন ধন,  
কেহ রূপ দেহ।

গর্বিতা ধনিকা আসে মদমত্তা আপনার ধনে  
আমারে বাঁধিতে চাহে রূপ-ফাঁদে যৌবনের বনে।...  
সব ব্যর্থ, ফিরে চলে নিরাশায় প্রাণ  
পথে পথে গেয়ে গেয়ে গান—  
"কোথা মোর ভিখারিনী পূজারিণী কই?  
যে বলিবে—'ভালোবেসে সন্ন্যাসিনী আমি  
ওগো মোর স্বামী!  
রিক্তা আমি, আমি তব গরবিনী, বিজয়িনী নই!"

মরু মাঝে ছুটে ফিরি বৃথা,  
হ হ ক'রে জ্ব'লে ওঠে তৃষা—  
তারি মাঝে তৃষ্ণা-দগ্ধ প্রাণ  
ক্ষণেকের তরে কবে হারাইল দিশা।  
দূরে কার দেখা গেল হাতছানি যেন—  
ডেকে ডেকে সে-ও কাঁদে—  
'আমি নাথ তব ভিখারিনী,  
আমি তোমা' চিনি,  
তুমি মোরে চেন।'  
বুঝিনু না, ডাকিনীর ডাক এ যে,  
এ যে মিথ্যা মায়া,  
জল নহে, এ যে খল, এ যে ছল মরীচিকা ছায়া!  
'ভিক্ষা দাও' ব'লে আমি এনু তার দ্বারে,  
কোথা ভিখারিনী? ওগো এ যে মিথ্যা মায়াবিনী,  
ঘরে ডেকে মারে।

এ যে জ্বর নিষাদের ফাঁদ,  
এ যে ছলে জিনে নিতে চাহে ভিখারীর কুলির প্রসাদ।  
হ'ল না সে জয়ী,  
আপনার জালে প'ড়ে আপনি মরিল মিথ্যাময়ী।

কাঁটা-বেঁধা রক্ত মাথা প্রাণ নিয়ে এনু তব পুরে,  
জানি নাই ব্যথাহত আমার ব্যথায়  
তখনো তোমার প্রাণ পুড়ে।  
তব কেন কতবার মনে যেন হ'ত,  
তব স্নিগ্ধ মন্দির পরশ মুছে নিতে পারে মোর  
সব জ্বালা সব দঙ্ক ক্ষত।  
মনে হ'ত প্রাণ তব প্রাণে যেন কঁাদে অহরহ—  
'হে পথিক! ঐ কাঁটা মোরে দাও, কোথা তব ব্যথা বাজে  
কহ মোরে কহ!'  
নীরব গোপন তুমি যৌন তাপসিনী,  
তাই তব চির-মৌন ভাষা  
গুনিয়াও গুনি নাই, বুঝিয়াও বুঝি নাই ঐ ক্ষুদ্র চাপা-বুকে  
কঁাদে কত ভালোবাসা আশা!

এরি মাঝে কোথা হ'তে ভেসে এল মুক্তধারা মা আমার  
সে ঝড়ের রাতে,  
কোলে তুলে নিল মোরে, শত শত চুমা দিল সিক্ত আঁখি-পাতে।  
কোথা গেল পথ—  
কোথা গেল রথ—  
ডুবে গেল সব শোক-জ্বালা,  
জননীর ভালোবাসা এ ভাঙা দেউলে যেন দুলাইল দেয়ালীর আলা!  
গত-কথা গত-জন্ম হেন  
হারা-মায়ে পেয়ে আমি ভুলে গেলু যেন।  
গৃহহারা গৃহ পেলু, অতি শান্ত সুখে  
কত জন্ম পরে আমি প্রাণ ভ'রে ঘুমাইনু মুখ থুয়ে জননীর বুকে।  
শেষ হ'ল পথ-গান গাওয়া,  
ডেকে ডেকে ফিরে গেল হা-হা স্বরে পথসাথী ডুফানের হাওয়া।

আবার আবার বুঝি ভুলিলাম পথ—  
বুঝি কোন্ বিজয়িনী-দ্বার-প্রান্তে আসি' বাধা গেল পার্থ-পথ-রথ।

ভুলে গেলু কারে মোর পথে পথে খোঁজা,—  
ভুলে গেলু প্রাণ মোর নিত্যকাল ধ'রে অভিসারী  
মাগে কোন্ পূজা,  
ভুলে গেলু যত ব্যথা শোক,—  
নব সুখ-অশ্রুধারে গ'লে গেল হিয়া, ভিজে গেল অশ্রুহীন চোখ।  
যেন কোন্ রূপ-কমলেতে মোর ডুবে গেল আঁখি,  
সুরভিতে মেতে উঠে বুক,  
উলসিয়া বিলসিয়া উথলিল প্রাণে  
এ কী ব্যর্থ উগ্র ব্যথা-সুখ।  
বাঁচিয়া নতন ক'রে মরিল আবার  
সীধু-লোভী বাণ-বেঁধা পাখী। ...  
... ভেসে গেল রক্তে মোর মন্দিরের বেদী—  
জাগিল না পাষণ-প্রতিমা,  
অপমানে দাবানল-সম তেজে  
রুখিয়া উঠিল এইবার যত মোর ব্যথা-অরুণিমা।  
হৃদ্ধারিয়া ছুটিলাম বিদ্রোহের রক্ত-অশ্বে চড়ি'  
বেদনার আদি-হেতু স্রষ্টা পানে মেঘ অস্ত্রভেদী,  
ধুমধ্বজ প্রলয়ের ধূমকেতু-ধূমে  
হিংসা হোমশিখা জ্বালি' সৃজিলাম বিভীষিকা স্নেহ-মরা শুষ্ক মরুভূমে।

... এ কি মায়া! তার মাঝে মাঝে  
মনে হ'ত কতদূর হ'তে, প্রিয় মোর নাম ধ'রে যেন তব বীণা বাজে!  
সে সুদূর গোপন পথের পানে চেয়ে  
হিংসা-রক্ত-আঁখি মোর অশ্রুস্রাজা বেদনার রসে যেত ছেয়ে।  
সেই সুর সেই ডাক 'স্মরি' 'স্মরি'  
ভুলিলাম অতীতের জ্বালা,  
বুঝিলাম তুমি সত্য—তুমি আছ,  
অনাদৃত তুমি মোর, তুমি মোরে মনে প্রাণে যাচ',  
একা তুমি বনবালা  
মোর তরে গাঁথিতেছ মালা  
আপনার মনে  
লাজে সন্মোপনে।  
জন্ম জন্ম ধ'রে চাওয়া তুমি মোর সেই ভিখারিনী।  
অন্তরের অগ্নি-সিঁদু ফুল হ'য়ে হেসে উঠে কহে—'চিনি, চিনি।  
বঁচে ওই মরা প্রাণ! ডাকে তোরে দূর হ'তে সেই—  
যার তরে এত বড় বিদ্রোহ তোর সুখ-শান্তি নেই!'

তারি মাঝে  
কাহার ক্রন্দন-ধ্বনি বাজে ?  
কে যেন রে পিছু ডেকে চীৎকারিয়া কয়—  
'বন্ধু এ যে অবেলায়! হতভাগ্য, এ যে অসময়!'  
তিনি নু না মানা, মানি নু না বাধা,  
প্রাণে শুধু ভেসে আসে জন্মান্তর হ'তে যেন বিরহিণী ললিতার কাঁদা!  
ছুটে এনু তব পাশে  
উর্ধ্বশ্বাসে,  
মৃত্যু-পথ অগ্নি-রথ কোথা প'ড়ে কাঁদে, রক্ত-কেতু গেল উড়ে পুড়ে,  
তোমার গোপন পূজা বিশ্বের আরাম নিয়া এলো বুক জুড়ে।

তারপর যা বলিব হারিয়েছি আজ তার ভাষা;  
আজ মোর প্রাণ নাই, অশ্রু নাই, নাই শক্তি আশা।  
যা বলিব আজ ইহা গান নহে, ইহা শুধু রক্ত-ঝরা প্রাণ-রাঙা  
অশ্রু-ভাঙা ভাষা।

ভাবিতেছ, লজ্জাহীন ভিখারীর প্রাণ—  
সে-ও চাহে দেওয়ার সম্মান।  
সত্য প্রিয়া, সত্য ইহা; আমিও তা স্মরি'  
আজ শুধু হেসে হেসে মরি!  
তবু শুধু এইটুকু জেনে রাখো প্রিয়তমা, দ্বার হ'তে দ্বারান্তরে  
ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে  
এসেছি তব পাশে, জীবনের শেষ চাওয়া চেয়েছি তোমা',  
প্রাণের সকল আশা সব প্রেম ভালোবাসা দিয়া  
তোমারে পূজিয়াছি, ওগো মোর বে-দরদী পূজারিণী প্রিয়া!  
ভেবেছি, বিশ্ব যারে পারে নাই তুমি নেবে তার ভার হেসে,  
বিশ্ব-বিদ্রোহীকে তুমি করিবে শাসন

অবহেলে শুধু ভালোবেসে।  
ভেবেছি, দুর্বিনীত দুর্জয়ীকে জয়ের গরবে  
তব প্রাণে উদ্ভাসিবে অপরূপ জ্যোতি, তারপর একদিন  
তুমি মোর এ বাহুতে মহাশক্তি সঞ্চারিয়া  
বিদ্রোহীর জয়লক্ষী হবে।

ছিল আশা, ছিল শক্তি, বিশ্বটারে টেনে  
ছিড়ে তব রাঙা পদতলে ছিন্ন রাঙা পদ্মসম পূজা দেব এনে!  
কিন্তু হায়! কোথা সেই তুমি? কোথা সেই প্রাণ?  
কোথা সেই নাড়ী-হেঁড়া প্রাণে প্রাণে টান?

এ-তুমি আজ সে-তুমি তো নহ;  
আজ হেরি—তুমিও ছলনাময়ী,  
তুমিও হইতে চাও মিথ্যা দিয়া জয়ী!  
কিছু মোরে দিতে চাও, অন্য ভরে রাখ কিছু বাকী,—  
দুর্ভাগিনী! দেখে হেসে মরি! কারে তুমি দিতে চাও ফাঁকি?  
মোর বুক জাগিছেন অহরহ সত্য ভগবান,  
তার দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ, এ দৃষ্টি যাহারে দেখে,  
তন্ন তন্ন ক'রে বুঁজে দেখে তার ধ্বংস!  
লোভে আজ তব পূজা কলুষিত, প্রিয়া,  
আজ তারে ভুলাইতে চাহ,  
যারে তুমি পূজাছিলে পূর্ণ মন-প্রাণ সমর্পিয়া।

তাই আমি ভাবি, কার দোষে—  
অকলঙ্ক তব হৃদি-পুরে  
জ্বলিল এ মরণের আলো কবে প'শে?  
তবু ভাবি, এ কি সত্য? তুমিও ছলনাময়ী?

যদি তাই হয়, তবে মায়াবিনী অয়ি!  
ওরে দুই, তাই সত্য হোক।  
জ্বালো তবে ভালো ক'রে জ্বালো মিথ্যালোক।  
আমি তুমি সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা  
সব মিথ্যা হোক;  
জ্বালো ওরে মিথ্যাময়ী, জ্বালো তবে ভালো ক'রে  
জ্বালো মিথ্যালোক।

তব মুখপানে চেয়ে আজ  
বাজ-সম বাজে মর্মে লাজ;  
তব অনাদর অবহেলা স্মরি' স্মরি'  
তারি সাথে স্মরি' মোর নির্লজ্জতা  
আমি আজ প্রাণে প্রাণে মরি।

মনে হয়—ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠি, 'মা বসুধা ধিমা হও!  
ঘৃণাহত মাটিমাখা ছেলের তোমার  
এ নির্লজ্জ মুখ-দেখা আলো হ'তে অন্ধকারে টেনে লও!  
তবু বারে বারে আসি আশা-পথ বাহি',  
কিন্তু হায়, যখনই ও-মুখ পানে চাহি—

মনে হয়,—হায়, হায়, কোথা সেই পূজারিণী,  
কোথা সেই রিক্ত সন্ধ্যাসিনী ?  
এ যে সেই চির-পরিচিত অবহেলা,  
এ যে সেই চির-ভাবহীন মুখ!  
পূর্ণা নয়, এ যে সেই প্রাণ নিয়ে ফাঁকি—  
অপমানে ফেটে যায় বুক!  
প্রাণ নিয়া এ কি নিদারুণ খেলা খেলে এরা, হায়!  
রক্ত-ঝরা রাজা বুক দ'লে অলঙ্কর পরে এরা পায়!

এরা দেবী, এরা লোভী, এরা চাহে সর্বজন-প্রীতি!  
ইহাদের তরে নহে প্রেমিকের পূর্ণ পূজা, পূজারীর পূর্ণ সমর্পণ,  
পূজা হেরি' ইহাদের তীর বুক তাই জাগে এত সত্য-ভীতি।  
নারী নাহি হ'তে চায় শুধু একা কারো,  
এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূজা পায় এরা চায় তত আরো!  
ইহাদের অতিলোভী মন  
একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়,  
যাচে বহু জন। ...  
যে-পূজা পূজিনি আমি স্রষ্টা ভগবানে,  
যারে দিনু সেই পূজা সে-ই আজি প্রতারণা হানে।

বুঝিয়াছি, শেষবার ঘিরে আসে সাথী মোর মৃত্যু-ঘন আঁখি,  
রিক্ত প্রাণ তিক্ত সুখে ছল্লারিয়া উঠে তাই,  
কার তরে ওরে মন, আর কেন পথে পথে কাঁদি ?  
জ্বলে' ওই এইবার মহাকাল ভৈরবের নেত্রজ্বালা সম ধ্বংস-ধ্বংস,  
হাহাকার-করতালি বাজা! জ্বালা তোর বিদ্রোহের রক্তশিখা অনন্ত পাবক।  
আনু তোর বহি-রথ, বাজা তোর সর্বনাশী তুরী!  
হানু তোর পরশ-ত্রিশূল! ধ্বংস কর এই মিথ্যাপুরী।  
রক্ত-সুখা-বিষ আনু মরণের ধরু টিপে টুটি!  
এ মিথ্যা জগৎ তোর অভিশপ্ত জগদল চাপে হোক কুটি-কুটি!

কণ্ঠে আজ এত বিষ, এত জ্বালা,  
তবু, বালা,  
থেকে থেকে মনে পড়ে—  
যতদিন বাসিনি তোমারে ভালো,  
যতদিন দেখিনি তোমার বুক-ঢাকা রাগ-রাঙা আলো,  
তুমি ততদিনই

যেচেছিলে প্রেম মোর, ততদিনই ছিলে ভিখারিণী।  
ততদিনই এতটুকু অনাদরে বিদ্রোহের তিক্ত অভিমানে  
তব চোখে উছলতো জ্বল, ব্যথা দিত তব কাঁচা প্রাণে;  
একটু আদর-কণা একটুকু সোহাগের লাগি'  
কত নিশি-দিন তুমি মনে কর, মোর পাশে রহিয়াছ জাগি',  
আমি চেয়ে দেখি নাই; তারই প্রতিশোধ  
নিলে বুকি এতদিনে! মিথ্যা দিয়ে মোরে জিনে  
অপমান ফাঁকি দিয়ে করিতেছ মোর শ্বাস-রোধ!  
আজ আমি মরণের বুক থেকে কাঁদি—  
অকরণ্য! প্রাণ নিয়ে এ কি মিথ্যা অকরণ্য খেলা!  
এত ভালোবেসে শেষে এত অবহেলা  
কেমনে হানিতে পার, নারী!  
এ আঘাত পুরুষের,  
হানিতে এ নির্মম আঘাত, জ্ঞানিতাম মোরা শুধু পুরুষেরা পারি।  
ভাবিতাম, দাগহীন অকলঙ্ক কুমারীর দান,  
একটি নিমেষ মাঝে চিরতরে আপনারে রিক্ত করি' দিয়া  
মন-প্রাণ লভে অবসান।

ভুল, তাহা ভুল  
বাঘু শুধু ফোটায় কলিকা, অলি এসে হ'রে নেয় ফুল!  
বাঘু বলী, তার তরে প্রেম নহে প্রিয়া!  
অলি শুধু জানে ভালো কেমনে দলিতে হয় ফুল-কলি-হিয়া!

পশ্চিক-দখিনা-বাঘু আমি চলিলাম বসন্তের শেষে  
মৃত্যুহীন চিররাত্রি নাহি-জানা দেশে!  
বিদায়ের বেলা মোর ক্ষণে ক্ষণে ওঠে বুকে আনন্দাশ্রু ভরি'  
কত সুখী আমি আজ সেই কথা স্মরি'!  
আমি না বাসিতে ভালো তুমি আগে বেসেছিলে ভালো,  
কুমারী-বুকের তব সব বিশ্ব রাগ-রাঙা আলো  
প্রথম পড়িয়াছিল মোর বুক-মুখে—  
ভুখারীর ভাঙা বুক পুলকের রাজ্য বান ডেকে যায় আজ সেই সুখে!  
সেই প্রীতি, সেই রাজ্য সুখ-স্মৃতি স্মরি'  
মনে হয় এ জীবন এ জনম ধন্য হ'ল—আমি আজ তৃপ্ত হ'য়ে মরি!  
না-চাহিতে বেসেছিলে ভালো মোরে তুমি—শুধু তুমি,  
সেই সুখে মৃত্যু-কৃষ্ণ অধর ভরিয়া  
আজ আমি শতবার ক'রে তব প্রিয় নাম চুমি'।

মোরে মনে প'ড়ে—  
 একদা নিশীথে যদি প্রিয়  
 ঘুমায়ে কাহারও বুকে অকারণে বুক ব্যথা করে,  
 মনে ক'রো, মরিয়াছে, গিয়াছে আপদ!  
 আর কত আসিবে না  
 উগ্র সুখে কেহ তব চুমিতে ও-পদ-কোকনদ!  
 মরিয়াছে—অশান্ত অতৃপ্ত চির-স্বার্থপর লোভী,—  
 অমর হইয়া আছে—র'বে চিরদিন  
 তব প্রেমে মৃত্যুঞ্জয়ী  
 ব্যথা-বিষে নীলকণ্ঠ কবি!

[ দোলন-চাঁপা ]

## পথহারা

বেলা-শেষে উদাস পথিক ভাবে,  
 সে যেন কোন্ অনেক দূরে যাবে—  
 উদাস পথিক ভাবে।

'ঘরে এস' সন্ধ্যা সবায় ডাকে,  
 'নয় তোরে নয়' বলে একা তাকে;  
 পথের পথিক পথেই ব'সে থাকে,  
 জানে না সে কে তাহারে চাবে!  
 উদাস পথিক ভাবে।

বনের ছায়া গভীর ভালোবেসে  
 আঁধার মাথায় দিগ্বধূদের কেশে,  
 ডাকতে বুঝি শ্যামল মেঘের দেশে  
 শৈলমূলে শৈলবালা নাবে—  
 উদাস পথিক ভাবে।

বাতি আনে রাতি আনার বীতি,  
 বধূর বুকে গোপন সুখের ভীতি,  
 বিজন ঘরে এখন সে গায় গীতি,  
 একলা থাকার গানখানি সে গাবে—  
 উদাস পথিক ভাবে।

হঠাৎ তাহার পথের রেখা হারায়  
 গহন ঝাঁধার আঁধার-বাঁধা কারায়,  
 পথ-চাওয়া তার কান্দে তারায় তারায়,  
 আর কি পুণের পথের দেখা পাবে—  
 উদাস পথিক ভাবে।

[ দোলন-চাঁপা ]

## অবেলায় ডাক

অনেক ক'রে বাসতে ভালো পারিনি মা তখন যারে,  
 আজ অবেলায় তারেই মনে পড়ছে কেন বারে বারে।

আজ মনে হয় রোজ রাতে সে ঘুম পাড়াত নয়ন চুমে,  
 চুমুর পরে চুম দিয়ে ফের হানত আঘাত ভোরের ঘুমে।  
 ভাবতুম তখন এ কোন্ বালাই!  
 করত এ প্রাণ পালাই পালাই।

আজ সে কথা মনে হ'য়ে ভাসি অঝোর নয়ন-ঝারে।  
 অভাগিনীর সে গরব আজ ধূলায় লুটায় ব্যথার তারে।

তরুণ তাহার ভরাট বুকের উপচে-পড়া আদর সোহাগ  
 হেলায় দু'পায় দ'লেছি মা, আজ কেন হয় তার অনুরাগ?  
 এই চরণ সে বক্ষে চেপে  
 চুমেছে, আর দু'চোখ ছেপে  
 জল ঝ'রেছে, তখনো মা কইনি কথা অহঙ্কারে,  
 এমনি দারুণ হতাদরে ক'রেছি মা, বিদায় তারে।

দেখেওছিলাম বুক-ভরা তার অনাদরের আঘাত-কাঁটা,  
 দ্বার হ'তে সে গেছে দ্বারে খেয়ে সবার লাখি-ঝাঁটা।  
 ভেবেছিলাম আমার কাছে  
 তার দরদের শান্তি আছে,  
 আমিও গো মা ফিরিয়ে দিলাম চিন্তে নেই দেবতারে।  
 তিক্ণবেশে এসেছিল রাজাধিরাজ দাসীর দ্বারে।

পথ ভুলে সে এসেছিল সে মোর সাধের রাজ-ভিখারী,  
 মাগো আমি ভিখারিনী, আমি কি তাঁয় চিন্তে পারি!  
 তাই মাগো তাঁর পূজার ডালা  
 নিইনি, নিইনি মণির মালা,

দেবতা আমার নিজে আমার পূজল ঘোড়শ-উপচারে ।  
পূজারীকে চিন্লাম না মা পূজা-ধূমের অঙ্ককারে ॥

আমায় চাওয়াই শেষ-চাওয়া তার মাগো আমি তা কি জানি ?  
ধরায় শুধু রইল ধরা রাজ-অতিথির বিদায়-বানী ।

ওরে আমার ভালোবাসা!

কোথায় বেঁধেছিলি বাসা  
যখন আমার রাজা এসে দাঁড়িয়েছিল এই দুয়ারে ?  
নিঃশ্বাসিয়া উঠছে ধরা, 'নেই রে সে নেই, খুঁজিস কারে!'

সে যে পথের চির-পথিক, তার কি সহ্যে ঘরের মায়া ?  
দূর হ'তে মা দূরান্তরে ডাকে ডাকে পথের ছায়া ।

মাঠের পারে বনের মাঝে

চপল তাহার নৃপূর বাজে,

ফুলের সাথে ফুটে বেড়ায়, মেঘের সাথে যায় পাহাড়ে,  
ধরা দিয়েও দেয় না ধরা জানি না সে চায় কাহারে?

মাগো আমার শক্তি কোথায় পথ-পাগলে ধ'রে রাখার ?  
তার তরে নয় ভালোবাসা সন্ধ্যা-প্রদীপ ঘরে ডাকার ।

তাই মা আমার বুকের কবাট

খুলতে নারল তার করাঘাত,

এ মন তখন কেমন যেন বাসত ভালো আর কাহারে,  
আমিই দূরে ঠেলে দিলাম অভিমানী ঘর-হারারে ॥

সোহাগে সে ধ'রতে যেত নিবিড় ক'রে বক্ষে চেপে,  
হতভাগী পালিয়ে যেতাম ভয়ে এ বুক উঠত কেঁপে ।

রাজ-ভিখারীর আঁখির কালো,

দূরে থেকেই লাগত ভালো,

আসলে কাছে ক্ষুধিত তার দীঘল চাওয়া অশ্রু-ভারে  
বাথায় কেমন মুখড়ে যেতাম, সুর হারাতাম মনের তারে ॥

আজ কেন মা তারই মতন আমারো এই বুকের ক্ষুধা  
চায় শুধু সেই হেলায় হারা আদর-সোহাগ পূরণ-সুধা,  
আজ মনে হয় তার সে বুক  
এ মুখ চেপে নিবিড় সুখে

গভীর দুখের কাদন কেঁদে শেষ ক'রে দিই এ আমারে!  
যায় না কি মা আমার কাদন তাঁহার দেশের কানন-পারে ?

আজ বুঝেছি এ-জনমের আমার নিখিল শান্তি-আরাম  
চুরি ক'রে পালিয়ে গেছে চোরের রাজা সেই প্রাণারাম ।

হে বসন্তের রাজা আমার!

নাও এসে মোর হার-মানা-হার!

আজ যে আমার বুক ফেটে যায় আত্ননাদের হাহাকারে,  
দেখে যাও আজ সেই পাষাণী কেমন ক'রে কাঁদতে পারে!

তোমার কথাই সত্য হ'ল পাষণ ফেটেও রক্ত বহে,  
দাবানলের দারুণ দাহ তুমার-গিরি আজকে দহে ।

জাগল বুক ভীষণ জোয়ার,

ভাঙল আগল ভাঙল দুয়ার,

মূকের বুক দেবতা এলেন মুখের মুখে ভীম পাথারে ।  
বুক ফেটেছে মুখ ফুটেছে—মাগো মানা ক'রছ কারে ?

স্বর্ণ আমার গেছে পুড়ে তারই চ'লে যাওয়ার সাথে,  
এখন আমার একার বাসর দোসরহীন এই দুঃখ-রাতে ।

ঘুম ভাঙতে আসবে না সে

ভোর না হ'তেই শিয়র-পাশে,

আসবে না আর গভীর রাতে চুম-চুরির অভিসারে,  
কাঁদবে ফিরে তাঁহার সাথী ঝড়ের রাতি বনের পারে ।

আজ পেলে তাঁয় হুমড়ি খেয়ে প'ড়তুম মাগো যুগল পদে,  
বুকে ধ'রে পদ-কোকনদ স্নান করাতাম আঁখির হ্রদে ।

ব'সতে দিতাম আধেক আঁচল,

সজল চোখের চোখ-ভরা জল—

ভেজা কাজল মুছাতাম তার চোখে মুখে অধর-ধারে,  
আকুল কেশে পা মুছাতাম বেঁধে বাহুর কারাগারে ।

দেখতে মাগো তখন তোমার রান্ধুসী এই সর্বনাশী,  
মুখ ধুয়ে তাঁর উদার বুক ব'লত, 'আমি ভালোবাসি!'

ব'লতে গিয়ে সুখ-শরমে

লাল হ'য়ে গাল উঠত যেমে,

বুক হ'তে মুখ আসত নেমে লুটিয়ে কখন কোল-কিনারে,  
দেখতুম মাগো তখন কেমন মান ক'রে সে থাকতে পারে!



এমনি এখন কতই আশা ভালোবাসার তৃষ্ণা জাগে  
তার ওপর মা অভিমানে, ব্যথায়, রাগে, অনুরাগে।

চোখের জলের ঝণী ক'রে,  
সে গেছে কোন্ দীপান্তরে ?

সে বুঝি মা সাত সমুদ্রের তের নদীর সুদূরপারে ?  
ঝড়ের হাওয়া সেও বুঝি মা সে দূর-দেশে যেতে পারে ?

তারে আমি ভালোবাসি সে যদি তা পায় মা খবর,  
চৌচির হ'য়ে প'ড়বে ফেটে আনন্দে মা তাহার কবর।

চাঁৎকারে তার উঠবে কেঁপে  
ধরার সাগর অশ্রু ছেপে,  
উঠবে কেঁপে অগ্নি-গিরি সেই পাগলের হুহুকারে,  
ভূধর সাগর আকাশ বাতাস ঘূর্ণি নেচে ঘিরবে তারে।

ছি, মা! তুমি ডুকরে কেন উঠছ কেঁদে অমন ক'রে ?  
তার চেয়ে মা তারই কোনো শোনা-কথা শুনাও মোরে।  
শুনতে শুনতে তোমার কোলে  
ঘুমিয়ে পড়ি।—ও কে খোলে  
দুয়ার ওমা ? ঝড় বুঝি মা তারই মতো ধাক্কা মারে ?  
ঝোড়ো হাওয়া! ঝোড়ো হাওয়া! বন্ধু তোমার সাগর-পারে।

সে কি হেথায় আসতে পারে আমি যেথায় আছি বেঁচে,  
যে দেশে নেই আমার ছায়া এবার সে সেই দেশে গেছে।

তবু কেন থাকি' থাকি',  
ইচ্ছা করে তারেই ডাকি।

যে কথা মোর রইল বাকী হায় সে কথা শুনাই কারে ?  
মাগো আমার প্রাণের কান্দন আছড়ে মরে বুকের ঘারে।

যাই তবে মা! দেখা হ'লে আমার কথা ব'লো তারে—  
রাজার পূজা—সে কি কতু ভিখারিনী ঠেলতে পারে ?

মাগো আমি জানি জানি,  
আসবে আবার অভিমানী  
খুঁজতে আমায় পড়ীর রাতে এই আমাদের কুটীর-দ্বারে,  
ব'লো তখন খুঁজতে তারেই হারিয়ে গেছি অন্ধকারে।

[ দোলন-চাঁপা ]

## অভিশাপ

যেদিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝবে সেদিন বুঝবে,  
অন্তপারের সঙ্ঘাতারায় আমার খবর পুছবে—

বুঝবে সেদিন বুঝবে।

ছবি আমার বুকে বেঁধে  
পাগল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে  
ফিরবে মরু কানন গিরি,  
সাগর আকাশ বাতাস চিরি'  
যেদিন আমায় খুঁজবে—  
বুঝবে সেদিন বুঝবে।

স্বপন ভেঙে নিভত রাতে জাগবে হঠাৎ চমকে,  
কাহার যেন চেনা-ছোঁওয়ায় উঠবে ও-বুক ছমকে,—

জাগবে হঠাৎ চমকে!

ভাববে বুঝি আমিই এসে  
ব'সন বুকের কোলটি ঘেঁষে,  
ধরতে গিয়ে দেখবে যখন  
শূন্য শয্যা! মিথ্যা স্বপন!  
বেদনাতে চোখ বুঁজবে—  
বুঝবে সেদিন বুঝবে।

গাইতে ব'সে কণ্ঠ ছিড়ে আসবে যখন কান্না,  
ব'লবে সবাই—“সেই যে পথিক তার শেখানো গান না ?”

আসবে ভেঙে কান্না!

প'ড়বে মনে আমার সোহাগ,  
কণ্ঠে তোমার কান্দবে বেহাগ।  
প'ড়বে মনে অনেক ফাঁকি  
অশ্রু-হার কঠিন আঁধি  
ঘন ঘন মুছবে—  
বুঝবে সেদিন বুঝবে।

আবার যেদিন শিউলি ফুটে ত'রবে তোমার অঙ্গন,  
তুলতে সে-ফুল গাধতে মালা কাঁপবে তোমার কঙ্কণ—

কাঁদবে কুটীর-অঙ্গন!

শিউলি ঢাকা মোর সমাধি  
প'ড়বে মনে, উঠবে কাঁদি'!

সখিতা

বুকের মালা ক'বে জ্বালা  
চোখের জলে সেদিন বালা  
মুখের হাসি ঘুচেবে—  
বুঝবে সেদিন বুঝবে!

আস্বে আবার আশিন-হাওয়া, শিশির-ছেঁচা রাত্রি,  
ধাক্বে সবাই—ধাক্বে না এই মরণ-পথের যাত্রী!  
আস্বে শিশির-রাত্রি!  
ধাক্বে পাশে বন্ধ স্বজন,  
ধাক্বে রাতে বাহর বাঁধন,  
বঁধুর বুকের পরশনে  
আমার পরশ আনবে মনে—  
বিধিয়ে ও-বুক উঠবে—  
বুঝবে সেদিন বুঝবে!

আস্বে আবার শীতের রাত্রি, আস্বে না ক' আর সে—  
তোমার সুখে প'ড়ত বাধা ধাক্কে যে-জন পার্শ্বে,  
আস্বে না ক' আর সে!  
প'ড়বে মনে, মোর বাহুতে  
মাথা পুয়ে যে-দিন শুভে,  
মুখ ফিরিয়ে ধাক্কে মৃণায়!  
সেই স্মৃতি তো ঐ বিছানায়  
কাঁটা হ'য়ে ফুটেবে—  
বুঝবে সেদিন বুঝবে!

আবার গাঙে আস্বে জোয়ার, দুর্লবে তরী রঙ্গে,  
সেই তরীতে হয়ত কেহ ধাক্কে তোমার সঙ্গে—  
দুর্লবে তরী রঙ্গে,  
প'ড়বে মনে সে কোন্ রাতে  
এক তরীতে ছিলেম সাথে,  
এমনি গাঙে ছিল জোয়ার,  
নদীর দু'ধার এমনি আধার,  
তেমনি তরী ছুটবে—  
বুঝবে সেদিন বুঝবে!

তোমার সখার আস্বে যেদিন এমনি কারা-বন্ধ,  
আমার মতন কেঁদে কেঁদে হয়ত হবে অন্ধ—

অভিশাপ

সখার কারা-বন্ধ!  
বন্ধ তোমার হান্বে হেলা,  
ভাঙবে তোমার সুখের মেলা;  
দীর্ঘ বেলা কাটবে না আর,  
বইতে প্রাণের শান্ত এ ভার  
মরণ-সনে ঘুঝবে—  
বুঝবে সেদিন বুঝবে!

ফুটেবে আবার দোলন-চাঁপা চৈতী-রাতের চাঁদনী,  
আকাশ-ছাওয়া তারায় তারায় বাজবে আমার কাদনী—  
চৈতী-রাতের চাঁদনী!  
ঋতুর পরে ফিরবে ঋতু,  
সেদিন—হে মোর সোহাগ-ভীতু!  
চাইবে কেঁদে নীল নভো গা'য়,  
আমার মতন চোখ ভ'রে চায়  
যে-তারা ভা'য় খুঁজবে—  
বুঝবে সেদিন বুঝবে!

আস্বে ঝড়, নাচবে তুফান, টুটবে সকল বন্ধন,  
কাঁপবে কুটীর সেদিন ত্রাসে, জাগবে বৃকে ক্রন্দন—  
টুটবে যবে বন্ধন!  
পড়বে মনে, নেই সে সাথে  
বাঁধবে বৃকে দুঃখ-রাতে—  
আপনি গালে যাচ্ছে চুমা,  
চাইবে আদর, মাগবে হোঁওয়া,  
আপনি যেচে চুমবে—  
বুঝবে সেদিন বুঝবে!

আমার বুকের যে কাঁটা-ঘা তোমায় বাধা হান্বে,  
সেই আঘাতই যাচ্ছে আবার হয়ত হ'য়ে শ্রান্ত—  
আস্বে তখন পাহা।  
হয়ত তখন আমার কোলে  
সোহাগ-লোভে প'ড়বে ঢ'লে,  
আপনি সেদিন সেধে কেঁদে  
চাপবে বৃকে বাহু বেঁধে,  
চরণ চুমে পূজবে—  
বুঝবে সেদিন বুঝবে!

[ দোলন-চাঁপা ]

## পিছু-ডাক

সখি! নতুন ঘরে গিয়ে আমায় প'ড়বে কি আর মনে ?  
সেথা তোমার নতুন পূজা নতুন আয়োজনে!  
প্রথম দেখা তোমায় আমায়  
যে গৃহ-ছায় যে আভিনায়,  
যেথায় প্রতি ধূলিকণায়,  
লতাপাতার সনে  
নিত্য চেনার বিস্ত রাজে চিত্ত-আরাধনে,  
শূন্য সে ঘর শূন্য এখন কাঁদছে নিরজনে ॥

সেথা তখন তুমি যখন ভুলতে আমায়, আস্ত অনেক কেহ,  
আমার হ'য়ে অভিমানে কাঁদত যে ঐ গেহ ।  
যেদিক পানে চাইতে সেথা  
বাজত আমার স্মৃতির ব্যাথা,  
সে গ্লানি আজ ভুলবে হেথা  
নতুন আলাপনে ।  
আমিই শুধু হারিয়ে গেলেম হারিয়ে-যাওয়ার বনে ॥

আমার ওগো এত দিনের দূর ছিল না সত্যিকারের দূর,  
আমার সুদূর ক'রত নিকট ঐ পুরাতন পুর ।  
এখন তোমার নতুন বাঁধন  
নতুন হাসি, নতুন কাঁদন,  
নতুন সাধন, গানের মাতন  
নতুন আবাহনে ।  
আমারই সুর হারিয়ে গেল সুদূর পুরাতনে ॥

সখি! আমার আশাই দুরাশা আজ, তোমার বিধির বর,  
আজ মোর সমাধির বুকে তোমার উঠবে বাসর-ঘর!  
শূন্য ভ'রে শুন্তে পেনু  
ধেনু-চরা বনের বেণু—  
হারিয়ে গেনু হারিয়ে গেনু  
অন্ত-দিগন্তে ।  
বিদায় সখি, খেলা-শেষ এই বেলা-শেষের বনে!  
এখন তুমি নতুন মানুষ নতুন গৃহকোণে ॥

[ দোলন-চাঁপা ]

## বিজয়িনী

হে মোর রাণি! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে ।  
আমার বিজয়-কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে ।  
আমার সমর-জয়ী অমর তরবারী  
দিনে দিনে ক্লান্তি আনে, হ'য়ে ওঠে ভারী,  
এখন এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি,  
এই হার-মানা-হার পরাই তোমার কেশে ॥

ওগো জীবন-দেবী ।  
আমায় দেখে কখন তুমি ফেললে চোখের জল,  
আজ বিশ্বজয়ীর বিপুল দেউল তাইতে টলমল!  
আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত-রথের চূড়ে,  
বিজয়িনী! নীলাশ্রীর আঁচল তোমার উড়ে,  
যত তুণ আমার আজ তোমার মালায় পূরে',  
আমি বিজয়ী আজ নয়ন-জলে ভেসে ॥

[ ছায়াপট ]

## কমল-কাঁটা

আজকে দেখি হিংসা-মদের মত্ত-বারণ-রণে  
জাগছে শুধু মৃণাল-কাঁটা আমার কমল-বনে ।  
উঠল কখন ভীম কোলাহল,  
আমার বুকের রক্ত-কমল  
কে ছিড়িল—বাঁধ-ভরা জল  
শুধায় ক্ষণে ক্ষণে ।  
চেউ-এর দোলায় মরাল-তরী নাচবে না আনমনে ॥

কাঁটাও আমার যায় না কেন, কমল গেল যদি!  
সিনান-বধূর শাপ শুধু আজ কুড়াই নিরবধি!  
আসবে কি আর পথিক-বালা ?  
প'রবে আমার মৃণাল-মালা ?  
আমার জলজ-কাঁটার জ্বালা  
জ্ব'লবে মোরই মনে ?  
ফুল না পেয়েও কমল-কাঁটা বাঁধবে কে কঙ্কণে ?

[ ছায়াপট ]

### কবি-রাণী

তুমি আমায় ভালোবাস তাই তো আমি কবি ।  
আমার এ রূপ—সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি ।  
আপন জেনে হাত বাড়ালো—  
আকাশ বাতাস প্রভাত-আলো,  
বিদায়-বেলার সন্ধ্যা-তারা  
পূবের অরুণ রবি,—  
তুমি ভালোবাস ব'লে ভালোবাসে সব ।

আমার আমি লুকিয়েছিল তোমার ভালোবাসায়,  
আমার আশা বাইরে এলো তোমার হঠাৎ আসায় ।  
তুমিই আমার মাঝে আসি'  
অসিতে মোর বাজাও বাঁশি,  
আমার পূজার যা আয়োজন  
তোমার প্রাণের হবি ।  
আমার বাণী জয়মাল্য, রাণি! তোমার সব ।

তুমি আমায় ভালোবাস তাই তো আমি কবি ।  
আমার এ রূপ—সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি ।  
[ দোলন-চাঁপা ]

### পউষ

পউষ এলো গো!  
পউষ এলো অশ্রু-পাথর হিম-পারাবার পারায়ে  
ঐ যে এলো গো—  
কুজকাটিকার ঘোমটা-পর্য দিগন্তরে দাঁড়িয়ে ।  
সে এলো আর পাতায় পাতায় হায়  
বিদায়-ব্যথা যায় গো কেঁদে যায়,  
অন্ত-বধু (আ-হা) মলিন চোখে চায়  
পথ-চাওয়া দীপ সন্ধ্যা-তারায় হারিয়ে ।

পউষ এলো গো—  
এক বছরের শ্রান্তি পথের, কালের আয়ু-ক্ষয়,  
পাকা ধানের বিদায়-ঋতু, নতুন আসার ভয় ।

### পউষ

পউষ এলো গো! পউষ এলো—  
তখনো নিশাস, কাদন-ভারাতুর  
বিদায়-ক্ষণের (আ-হা) ভাঙা গলার সুর—  
'ওঠ পথিক! যাবে অনেক দূর  
কালো চোখের করুণ চাওয়া ছাড়িয়ে' ।  
[ দোলন-চাঁপা ]

### চৈতী হাওয়া

হারিয়ে গেছ অন্ধকারে—পাইনি খুঁজে আর,  
আজকে তোমার আমার মাঝে সগু পারাবার!  
আজকে তোমার জন্মদিন—  
স্মরণ-বেলায় নিদ্রাহীন  
হাতড়ে ফিরি হারিয়ে-যাওয়ার অকূল অন্ধকার!  
এই-সে হেথাই হারিয়ে গেছে কুড়িয়ে-পাওয়া হার!

শূন্য ছিল নিতল দীঘির শীতল কালো জল,  
কেন তুমি ফুটলে সেখা ব্যথার নীলোৎপল ?  
আঁধার দীঘির রাঙলে মুখ,  
নিটোল ঢেউ-এর ভাঙলে বুক,—  
কোন পূজারী নিল ছিড়ে ? ছিন্ন তোমার দল  
ঢেকেছে আজ কোন দেবতার কোন সে পাষণ-ভল ?

অশ্রু-খেয়ার হারামণিক-বোঝাই-করা না'  
আসছে নিতুই ফিরিয়ে দেওয়ার উদয়-পারের গাঁ  
ঘাটে আমি রই ব'সে  
আমার মাণিক কই গো সে ?  
পারাবারের ঢেউ-দোলানী হান্ছে বুকে ঘা!  
আমি খুঁজি ভিড়ের মাঝে চেনা কমল-পা!

বইছে আবার চৈতী হাওয়া গুম্বরে ওঠে মন,  
পেয়েছিলাম এমনি হাওয়ায় তোমার পরশন ।  
তেমনি আবার মহুয়া-মউ  
মৌমাছিরের কৃষ্ণা-বউ  
পান ক'রে ওই ঢুলুছে নেশায়, দুলুছে মহল বন,  
ফুল-সৌখিন দখিন হাওয়ায় কানন উচাটন!

প'ড়েছে মনে টগর চাঁপা বেল চামেলি যুঁই,  
মধুপ দেখে যাদের শাখা আপুনি যেত নুই।  
হাসতে তুমি দুলিয়ে ডাল,  
গোলাপ হ'য়ে ফুটত গাল  
ধলুকমলী আঁড়রে যেত তপ্ত ও-গাল ছুঁই।  
বকুল-শাখা ব্যাকুল হ'ত, টলমলাত' ছুঁই।

চৈতী রাতের গাইত' গজল বুলবুলিয়ার রব,  
দুপুর বেলায় চবুতরায় কাঁদত কবুতর।  
ভুঁই-তারকা সুন্দরী  
সজনে ফুলের দল ঝরি'  
খোপা খোপা লাজ ছড়াত দোলন-খোপার 'পর।  
কাজাল হাওয়ায় বাজত উদাস মাছরাঙার স্বর।

পিয়ালবনায় পলাশ ফুলের গেলস-ভরা মউ  
খেত বঁধুর জড়িয়ে গলা সাঁওতালিয়া বউ।  
লুকিয়ে তুমি দেখতে তাই,  
বলতে, 'আমি অমনি চাই!'  
খোপায় দিতাম চাঁপা গুঁজে, ঠোঁটে দিতাম মউ।  
হিজল শাখায় ডাকত পাখি "বউ গো কথা কউ!"

ডাকত ডাহুক জল-পায়রা নাহত ভরা বিল,  
জোড়া ভুরু ওড়া যেন আস্মানে গাঙচিল।  
হঠাৎ জলে রাখতে পা,  
কাজলা দীঘির শিউরে গা—  
কাঁটা দিয়ে উঠত মৃণাল ফুটত কমল-ঝিল।  
ডাগর চোখে লাগত তোমার সাগর দীঘির নীল।

উদাস দুপুর কখন গেছে এখন বিকেল যায়,  
ঘুম জড়ানো ঘুমতী নদীর ঘুমুর-পরা পায়।  
শব্দ বাজে মন্দিরে,  
সন্ধ্যা আসে বন ঘিরে,  
ঝাঁউ-এর শাখায় ভেজা আঁধার কে পিঁজ়েছে হায়।  
মাঠের বাঁশী বন-উদাসী ভীমপলাশী গায়।  
বাউল আজি বাউল হ'ল আয়রা তফাতে।  
আম-মুঁকুলের গুঁজি-কাঠি দাও কি খোপাতে ?  
ডাবের শীতল জল দিয়ে  
মুখ মাজ' কি আর প্রিয়ে ।

প্রজাপতির ডানা-ঝরা সোনার টোপাতে  
ভাঙা ভুরু দাও কি জোড়া রাতুল শোভাতে ?

বউল ক'রে ফ'লেছে আজ থোলো থোলো আম,  
রসের পীড়ায় টস্টসে বুক খুরছে গোলাবজাম।  
কামরাজারা রাঙল ফের  
পীড়ন পেতে ঐ মুখের,  
স্বরণ ক'রে চিবুক তোমার, বুকের তোমার ঠাম—  
জামরুলে রস ফেটে পড়ে, হায়, কে দেবে দাম।

ক'রেছিলাম চাউনি চয়ন নয়ন হ'তে তোর,  
ভেবেছিলাম গাঁধব মালা পাইনে খুঁজে ডোর।  
সেই চাহনি নীল-কমল  
ভ'রল আমার মানস-জল,  
কমল-কাঁটার ঘা লেগেছে মর্মমূলে মোর।  
বকে আমার দুলে আঁখির সাতনরী-হার লোর।

তরী আমার কোন্ কিনারায় পাইনে খুঁজে কুল,  
স্বরণ-পারের গন্ধ পাঠায় কমলা নেবুর ফুল।  
পাহাড়তলীর শালবনায়  
বিষের মত নীল ঘনায়।  
সাঁঝ প'রেছে ঐ দ্বিতীয়ার-চাঁদ-ইছদী-দুল।  
হায় গো, আমার ভিন্ গোয়ে আজ পথ হ'য়েছে ভুল।

কোথায় তুমি কোথায় আমি চৈতে দেখা সেই,  
কঁদে ফিরে যায় যে চৈত—তোমার দেখা নেই।  
কণ্ঠে কঁদে একটি স্বর—  
কোথায় তুমি বাঁধলে ঘর ?  
তেমনি ক'রে জাগুছ কি রাত আমার আশাতেই ?  
কুড়িয়ে পাওয়া বেলায় খুঁজি হারিয়ে যাওয়া খেই।

পারাপারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না',  
এই তরীতে হয়ত তোমার প'ড়বে রাজা পা।  
আবার তোমার সুখ-ছোওয়ায়  
আকুল দোলা লাগবে না'য়,  
এক তরীতে যাব মোরা আর-না-হারা গাঁ,  
পারাপারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না' ।

[ ছায়াশব্দ ]

## শায়ক-বেঁধা পাখী

রে নীড়-হারা, কচি বুকে শায়ক-বেঁধা পাখী!  
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?  
কোথায় রে তোর কোথায় ব্যথা বাজে ?  
চোখের জলে অন্ধ আঁখি কিছুই দেখি না যে ?  
ওরে মাণিক! এ অভিমান আমায় নাহি সাজে—  
তোর জুড়াই ব্যথা আমার ডাঙা বক্ষপুটে ঢাকি'।  
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখী,  
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

বক্ষে বিধে বিষ-মাখানো শর,  
পথ-ভোলা রে! লুটিয়ে প'লি এ কা'র বুকের 'পর।  
কে চিনালে পথ তোরে হায় এই দুখিনীর ঘর ?  
তোর ব্যথার শান্তি লুকিয়ে আছে আমার ঘরে নাকি ?  
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখী!  
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

হায়, এ কোথায় শান্তি খুঁজিস্ তোর ?  
ডাকছে দেয়া, হাঁকছে হাওয়া, কাঁপছে কুটীর মোর!  
ঝঞ্ঝাবাতে নিবেছে দীপ, ভেঙেছে সব দোর,  
দূলে দুঃখ-রাতের অসীম রোদন বক্ষে থাকি' থাকি'।  
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখী!  
এমন দিনে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

মরণ যে বাপ বরণ করে তারে,  
'মা' 'মা' ডেকে যে দাঁড়ায় এই শক্তিহীনার দ্বারে!  
মাণিক আমি পেয়ে শুধু হারাই বারে বারে,  
ওরে তাই তো ভয়ে বক্ষ কাঁপে কখন দিবি ফাঁকি!  
ওরে আমার হারামণি! ওরে আমার পাখী!  
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?  
হারিয়ে পাওয়া ওরে আমার মাণিক!  
দেখেই তোরে চিনেছি, আয়, বক্ষে ধরি খানিক।  
বাপ-বেঁধা বুক দেখে তোরে কোলে কেহ না নিক,

ওরে হারার ভয়ে ফেলতে পারে চিরকালের মা কি ?  
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখী!  
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

এ যে রে তোর চির-চেনা স্নেহ,  
তুই তো আমার ন'স্ রে অতিথি অতীত কালের কেহ,  
বারে বারে নাম হারিয়ে এসেছিস্ এই গেহ,  
এই মায়ের বুকে থাক যাদু তোর য'দিন আছে বাকী!  
প্রাণের আড়াল ক'বুতে পারে সৃজন দিনের মা কি ?  
হারিয়ে যাওয়া ? ওরে পাগল, সে তো চোখের ফাঁকি!

[ ছায়ানট ]

## পলাতকা

কোন্ সুদূরের চেনা বাঁশীর ডাক শুনেছিস্ ওরে চখা ?  
ওরে আমার পলাতকা!  
তোর প'ড়লো মনে কোন্ হারা-ঘর,  
স্বপন-পারের কোন্ অলকা ?  
ওরে আমার পলাতকা!  
তোর জল ভ'রেছে চপল চোখে,  
বল্ কোন্ হারা-মা ডাকলো তোকে রে ?  
এ গগন-সীমায় সঁাকের ছায়ায়  
হাতছানি দেয় নিবিড় মায়ায়—  
উতল পাগল! চিনিস্ কি তুই চিনিস্ ওকে রে ?  
যেন বুক-ভরা ও গভীর স্নেহে ডাক দিয়ে যায়, "আয়,  
ওরে আয় আয় আয়,  
কেবল আয় রে আমার দুই খোঁকা!  
ওরে আমার পলাতকা!"

দখিন্ হাওয়ায় বনের কাঁপনে—  
দুলাল আমার! হাত-ইশারায় মা কি রে তোর  
ডাক দিয়েছে আজ ?  
এতকদিনে চিন্গি কি রে পর ও আপনে!  
নিশিভোরেই তাই কি আমার নামলো ঘরে সঁাক!

তুই ধানের শীষে, শ্যামার শিশে—  
 যাদুমণি! বল সে কিসে রে,  
 শিউরে চেয়ে ছিঁড়লি বাঁধন!  
 চোখ-ভরা তোর উছলে কাঁদন রে!  
 তোরে কে পিয়ালো সবুজ মেহের কাঁচা বিষে রে!  
 যেন আচম্কা কোন্ শশক-শিশু চ'ম্কে ডাকে হায়,  
 “ওরে আয় আয় আয়—  
 আয় রে খোকন আয়,  
 বনে আয় ফিরে আয় বনের চখা!  
 ওরে চপল পলাতকা” ॥

[ ছায়াশব্দ ]

## চিরশিশু

নাম-হারা তুই পথিক-শিশু এলি অচিন দেশ পারায়ে।  
 কোন্ নামের আজ প'রলি কাঁকন, বাঁধনহারার কোন্ কারা এ ॥  
 আবার মনের মতন ক'রে  
 কোন্ নামে বল ডাকব তোরে!  
 পথ-ভোলা তুই এই সে ঘরে  
 ছিলি ওরে এলি ওরে  
 বারে বারে নাম হারায়ে ॥

ওরে যাদু ওরে মণিক, আঁধার ঘরের রতন-মণি।  
 ক্ষুধিত ঘর ভ'রলি এনে ছোট্ট হাতের একটু ননী।  
 আজ যে শুধু নিবিড় সুখে  
 কান্না-সায়র উথলে বুকে,  
 নতুন নামে ডাকতে তোকে,  
 ওরে ও কে কণ্ঠ রুখে'  
 উঠছে কেন মন ভারায়ে।

অন্ত হ'তে এলে পথিক উদয় পানে পা বাড়ায়ে ॥

[ ছায়াশব্দ ]

## বিদায়-বেলায়

তুমি অমন ক'রে গো বারে বারে জল-ছল-ছল চোখে চেয়ে না,  
 জল-ছল-ছল চোখে চেয়ে না।

ঐ কাতর কণ্ঠে থেকে থেকে শুধু বিদায়ের গান গেয়ে না,  
 শুধু বিদায়ের গান গেয়ে না ॥

হাসি দিয়ে যদি লুকালে তোমার সারা জীবনের বেদনা,  
 আজো তবে শুধু হেসে যাও, আজ বিদায়ের দিনে কেঁদো না।  
 ঐ ব্যথাতুর আঁখি কাঁদো-কাঁদো মুখ  
 দেখি আর শুধু হ-হ করে বুক।  
 চলার তোমার বাকী পথটুকু—  
 পথিক! ওগো সুদূর পথের পথিক—  
 হায়, অমন ক'রে ও অকরণ গীতে আঁখির সলিলে ছেয়ে না,  
 ওগো আঁখির সলিলে ছেয়ে না ॥

দূরের পথিক! তুমি ভাব বুঝি  
 তব ব্যথা কেউ বোঝে না,  
 তোমার ব্যথার তুমিই দরদী একাকী,

পথে ফেরে যারা পথ-হারা,  
 কোন গৃহবাসী তারে খোঁজে না,  
 বুকে ক্ষত হ'য়ে জাগে আজো সেই ব্যথা-লেখা কি ?  
 দূর বাউলের গানে ব্যথা হানে বুঝি শুধু ধু-ধু মাঠে পথিকে ?  
 এ যে মিছে অভিমান পরবাসী! দেখে ঘর-বাসীদের ক্ষতিকে।  
 তবে জান কি তোমার বিদায়-কথায়  
 কত বুক-ভাঙা গোপন ব্যথায়  
 আজ কতগুলি প্রাণ কাঁদিয়ে কোথায়—  
 পথিক! ওগো অভিমানী দূর পথিক!  
 কেহ ভালোবাসিল না ভেবে যেন আজো  
 মিছে ব্যথা পেয়ে যেয়ে না,  
 ওগো যাবে যাও, তুমি বুকে ব্যথা নিয়ে যেয়ে না ॥

[ ছায়াশব্দ ]

## দূরের বন্ধু

বন্ধু আমার! থেকে থেকে কোন্ সুদূরের নিজান পুরে  
 ডাক দিয়ে যাও ব্যথার সুরে ?  
 আমার অনেক দূরের পথের বাসা বারে বারে ঝড়ে উড়ে  
 ঘর-ছাড়া তাই বেড়াই ঘুরে ॥

তোমার বাঁশীর উদাস কাঁদন  
 শিথিল করে সকল বাঁধন.

কাজ হ'ল তাই পথিক সাধন,  
খুঁজে ফেরা পথ-বঁধুরে,  
ঘুরে' ঘুরে' দূরে দূরে ॥

হে মোর প্রিয়! তোমার বুকে একটুকুতেই হিংসা জাগে,  
তাই তো পথে হয় না থামা—তোমার ব্যথা বন্ধে লাগে!

বাঁধতে বাসা পথের পাশে  
তোমার চোখে কান্না আসে,  
উত্তরী বায় ভেজা ঘাসে  
শ্বাস ওঠে আর নয়ন কুরে,  
বন্ধু, তোমার সুরে সুরে ॥

[ ছায়ানট ]

## সন্ধ্যাতারা

ঘোমটা-পরা কাদের ঘরের বৌ তুমি ভাই সন্ধ্যাতারা ?  
তোমার চোখে দৃষ্টি জাগে হারানো কোন্ মুখের পারা ॥  
সাঁঝের প্রদীপ আঁচল বেঁপে  
বঁধুর পথে চাইতে বেকে  
চাউনিটি কার উঠছে কেঁপে  
রোজ সাঁঝে ভাই এমনি ধারা ॥

কারা হারানো বধু তুমি অগুপথে মৌন মুখে  
ঘনাও সাঁঝে ঘরের মায়া গৃহহীনের শূন্য বুকে ।  
এই যে নিতুই আসা-যাওয়া,  
এমন করুণ মলিন চাওয়া,  
কার তরে হয় আকাশ-বধু  
তুমিও কি আজ প্রিয়-হারা ॥

[ ছায়ানট ]

## ব্যথা-নিশীথ

এই নীরব নিশীথ রাতে  
গুধু জল আসে আঁখিপাতে ।

কেন কি কথা স্মরণে রাজে ?  
বুকে কার হৃদায় বাজে ?  
কোন ক্রন্দন হিয়া-মাঝে  
ওঠে গুমরি' ব্যর্থতাতে  
আর জল ভরে আঁখি-পাতে ॥

মম ব্যর্থ জীবন-বেদনা  
এই নিশীথে লুকাতে নারি,  
তাই গোপনে একাকী শয়নে  
গুধু নয়নে উথলে বারি ।  
ছিল সেদিনো এমনি নিশা,  
বুকে জেগেছিল শত তৃষা,  
তারি ব্যর্থ নিশাস মিশা  
ওই শিথিল শেফালিকাতে  
আর পূর্ববীর বেদনাতে ॥

[ ছায়ানট ]

## আশা

হয়ত তোমার পাব দেখা,  
যেখানে ঐ নত আকাশ চুমুছে বনের সবুজ রেখা ॥

ঐ সুদূরের গাঁয়ের মাঠে,  
আ'লের পথে বিজ্ঞান ঘাটে;  
হয়ত এসে মুচকি হেসে  
ধ'রবে আমার হাতটি একা ॥

ঐ মীলের ঐ গহন-পারে ঘোমটা-হারা তোমার চাওয়া,  
আনলে খবর গোপন দূতী দিকপারের ঐ দখিন হাওয়া ॥

বনের ফাঁকে দুই তুমি  
আঙুলে যাবে নয়না চুমি',  
সেই সে কথা লিখেছে হেথা  
দিখলয়ের অরুণ-লেখা ॥

[ ছায়ানট ]



## আপন-শিয়ালী

আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন  
খুঁজি তারে আমি আপনায়,  
আমি ভনি যেন তার চরণের ধনি  
আমারি তিয়ালী বাসনায় ॥

আমারই মনের তৃষিত আকাশে  
কাদে সে চাতক আকুল পিয়াসে,  
কভু সে চকোর সুধা-চোর আসে  
নিশীথে স্বপনে জোছনায় ॥

আমার মনের পিয়াল তমালে হেরি তারে স্নেহ-মেঘ-শ্যাম,  
অশনি-আলোক হেরি তারে থির-বিজুলি-উজল অভিরাম ॥

আমারই রচিত কাননে বসিয়া  
পরানু পিয়াসে মালিকা রচিয়া,  
সে মালা সহসা দেখিনু জাগিয়া,  
আপনারি গলে দোলে যায় ॥

[ ছায়াট ]

## অ-কেজোর গান

ঐ ঘাসের ফুলে মটরওঁটির ক্ষেতে  
আমার এ-মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে আজ মেতে ॥

এই রোদ-সোহাগী পউষ-প্রাতে  
অখির প্রজাপতির সাথে  
বেড়াই কুড়ির পাতে পাতে

পুষ্পল মৌ খেতে ।

আমি আমন ধানের বিদায়-কাদন ভনি মাঠে রেতে ॥

আজ কাশ-বনে কে স্বাস ফেলে যায় মরা নদীর কূলে,  
ও তার হলদে আঁচল চ'লতে জড়ায় অড়হরের ফুলে।

ঐ বাবুলা ফুলের নাকছবি তার,  
গা'য় শাড়ি নীল অপরাজিতার,

চ'লেছি সেই অজানিতার

উদাস পরশ পেতে ।

আমায় ডেকেছে সে চোখ-ইশারায় পথে যেতে যেতে ॥

ঐ ঘাসের ফুলে মটরওঁটির ক্ষেতে  
আমার এ-মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে তাই মেতে ॥

[ ছায়াট ]

## কাণ্ডারী হঁশিয়ার

কোরাস :

দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার  
লজ্বিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হঁশিয়ার!

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,  
ছিড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিষ্ক ?  
কে আছে জোয়ান হও আওয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ ।  
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার ॥

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সাক্ষীরা সাবধান !  
যুগ-যুগান্ত সঙ্কিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান ।  
ফেনাইয়া উঠে বঙ্কিত বৃকে পুঞ্জিত অভিমান,  
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার ॥

অসহায় জাতি মরিছে ভুবিয়া, জানে না সম্ভরণ,  
কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি-পথ!  
'হিন্দু না ওরা মুসলিম ?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?  
কাণ্ডারী! বল, ভুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!

গিরি-সঙ্কট, ভীকু যাত্রীরা, শুকু গরজায় বাজ,  
পঁচাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ!  
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ ?  
করে হানাহানি, ভবু চলো টানি', নিয়াছ যে মহাভার!

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,  
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইবের খণ্ডর!

সঙ্কীর্ণতা

ঐ গঙ্গায় ডুবিয়েছে হায়, ভারতের দিবাকর!  
উদবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বীর ।

ফাঁসির মধ্যে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,  
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়িয়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান ?  
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ ?  
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাগারী হুঁশিয়ার!

[ সর্বহারার ]

ছাত্রদলের গান

আমরা শক্তি আমরা বল  
আমরা ছাত্রদল ।  
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান  
উর্ধ্বে বিমান ঝড়-বাদল ।  
আমরা ছাত্রদল ।

মোদের আঁধার রাতে বাধার পথে  
যাত্রা নাস্তা পায়,  
আমরা শক্ত মাটি রক্তে রাঙাই  
বিষম চলার ঘায়!  
যুগে-যুগে রক্তে মোদের  
সিক্ত হ'ল পৃথ্বীতল!  
আমরা ছাত্রদল ।

মোদের কক্ষচ্যুত ধূমকেতু-প্রায়  
লক্ষহারা প্রাণ,  
আমরা ভাগ্যদেবীর যজ্ঞবেদীর  
নিত্য বলিদান ।  
যখন লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে ওঠেন  
আমরা পলি নীল অতল,  
আমরা ছাত্রদল ।

আমরা ধরি মৃত্যু-রাজার  
যজ্ঞ-ঘোড়ার রাশ,

ছাত্রদলের গান

মোদের মৃত্যু লেখে মোদের  
জীবন-ইতিহাস!  
হাসির দেশে আমরা আনি  
সর্বনাশী চোখের জল ।  
আমরা ছাত্রদল ।

সবাই যখন বুদ্ধি যোগায়,  
আমরা করি ভুল ।  
সাবধানীরা বাঁধ বাঁধে সব,  
আমরা ভাঙি কূল ।  
দারুণ-রাতে আমরা তরুণ  
রক্তে করি পথ পিছল!  
আমরা ছাত্রদল ।

মোদের চক্ষে জ্বলে জ্বালের মশাল  
বক্ষে ভরা বাক,  
কণ্ঠে মোদের কুষ্ঠাবিহীন  
নিত্য কালের ডাক ।  
আমরা তাজা খুনে লাল ক'রেছি  
সরস্বতীর স্বেত কমল ।  
আমরা ছাত্রদল ।

ঐ দারুণ উপপ্লবের দিনে  
আমরা দানি শির,  
মোদের মাঝে মুক্তি কাঁদে  
বিংশ শতাব্দীর!  
মোরা গৌরবেরি কান্না দিয়ে  
ভ'রেছি মা'র শ্যাম আঁচল ।  
আমরা ছাত্রদল ।

আমরা রচি ভালোবাসার  
আশার ভবিষ্যৎ,  
স্বর্ণ-পথের আভাস দেখায়  
আকাশ-ছায়াপথ!  
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর  
স্বপ্ন দেখা হোক সফল ।  
আমরা ছাত্রদল ।

[ সর্বহারার ]

মা ( বিরজাসুন্দরী দেবী )-র  
শ্রীচরণাবিন্দে

সর্বসহা সর্বহারা জননী আমার ।  
তুমি কোনদিন কারো করনি বিচার,  
কারেও দাওনি দোষ । ব্যথা-বারিধির  
কূলে ব'সে কাঁদ' মৌনা কন্যা ধরণীর  
একাকিনী! যেন কোন্ পথ-ভুলে-আসা  
ভিন্-গাঁ'র ভীকু মেয়ে! কেবলি জিজ্ঞাসা  
করিতেছে আপনারে, 'এ আমি কোথায় ?'  
দূর হ'তে তারাকারা ডাকে, আয় আয়!  
তুমি যেন তাহাদের পলাতকা মেয়ে  
ভুলিয়া এসেছ হেথা ছায়া-পথ বেয়ে!  
বিধি ও অবিধি মিলে মেরেছে তোমায়  
—মা আমার—কত যেন! চোখে-মুখে, হায়  
তবু যেন শুধু এক ব্যথিত জিজ্ঞাসা—  
'কেন মারে ? এরা কা'রা! কোথা হ'তে আসে  
এই দুঃখ ব্যথা শোক ?'—এরা তো তোমার  
নহে পরিচিত মাগো, কন্যা অলকার!  
তাই সব স'য়ে যাও নির্বাক নিশ্চুপ,  
ধূপেরে পোড়ায় অগ্নি—জানে না তা ধূপ! ...

দূর-দূরান্তর হ'তে আসে ছেলে-মেয়ে,  
ভুলে যায় খেলা তা'রা তব মুখ চেয়ে!  
বলে, 'তুমি মা হবে আমার ?' ভেবে কী যে!  
তুমি বুকে চেপে ধর, চক্ষু ওঠে ভিজে  
জননীর করুণায়! মনে হয় যেন  
সকলের চেনা তুমি, সকলেরে চেন!  
তোমারি দেশের যেন ওরা ঘরছাড়া  
বেড়াতে এসেছে এই ধরণীর পাড়া  
প্রবাসী শিশুর দল । যাবে ওরা চ'লে  
গলা ধ'রে দুটি কথা 'মা আমার' বলে।

হয়ত ভুলেছ মাগো, কোন একদিন  
এমনি চলিতে পথে মরু-বেদুইন—  
শিশু এক এসেছিল । শ্রান্ত কণ্ঠে তার  
ব'লেছিল গলা ধ'রে—'মা হবে আমার ?'...

হয়ত আসিয়াছিল, যদি পড়ে মনে,  
অথবা সে আসে নাই—না এলে স্বরণে!  
যে-দুরন্ত গেছে চ'লে আসিবে না আর,  
হয়ত তোমার বুকে গোরস্থান তার  
জাগিতেছে আজো মৌন, অথবা সে নাই!  
মন ত কত পাই—কত সে হারাই ...

সর্বসহা কন্যা মোর! সর্বহারা মাতা!  
শূন্য নাহি রহে কভু মাতা ও বিধাতা !  
হারা-বুকে আজ তব ফিরিয়াছে যারা—  
হয়ত তাদেরি স্মৃতি এই 'সর্বহারা'!

[ সর্বহারা ]

সর্বহারা

ব্যথার সাঁতার-পানি-ঘেরা  
চোরাবালির চর,  
ওরে পাগল! কে বেঁধেছিস  
সেই চরে তোর ঘর ?  
শূন্যে তড়িৎ দেয় ইশারা,  
হাট তুলে দে সর্বহারা,  
মেঘ-জননীর অশ্রুধারা  
ঝ'রছে মাথার 'পর,  
দাঁড়িয়ে দূরে ডাকছে মাটি  
দুলিয়ে তরু-কর ।

কন্যারা তোর বন্যাধারায়  
কাঁদছে উত্তরোল,  
ডাক দিয়েছে তাদের আজি  
সাগর-মায়ের কোল ।  
নায়ের মাঝি! নায়ের মাঝি!  
পাল তুলে তুই দে রে আজি  
তুরঙ্গ ঐ তুফান-ডাজী  
ভরসে খায় দোল ।

নায়ের মাঝি! আর কেন ভাই?  
মায়ার নোঙর তোলা।

ভাঙন-ভরা আঙনে তোর  
যায় রে বেলা যায়।  
মাঝি রে! দেখ কুরসী তোর  
কুলের পানে চায়।  
যায় চ'লে ঐ সাথের সাথী,  
ঘনায় গহন শাঙন-রাতি,  
মাদুর-ভরা কাদন পাতি'  
ঘুমুস্ নে আর, হায়!  
ঐ কাদনের বাঁধন ছেঁড়া  
এতই কি রে দায়?

হীরা-মানিক চাসনি ক' তুই,  
চাসনি ত সাত ফোর,  
একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র—  
ভরা অভাব তোর,  
চাইলি রে ঘুম শান্তি-হরা  
একটি ছিন্ন মাদুর-ভরা,  
একটি প্রদীপ-আলো-করা  
একটু-কুটীর-দোর।  
আসল মৃত্যু আসল জরা,  
আসল সিঁদেল-চোর।

মাঝি রে তোর নাও ভাসিয়ে  
মাটির বুকে চল।  
শক্ত মাটির ঘায়ে হটক  
রক্ত পদতল।  
প্রলয়-পথিক চ'লবি ফিরি  
দ'লবি পাহাড়-কান্নন-গিরি!  
হাঁকছে বাদল, ঘিরি' ঘিরি'  
নাচছে সিঁকুজল।  
চল রে জলের যাত্রী এবার  
মাটির বুকে চল।

## সাম্যবাদী

গাহি সাম্যের গান—

যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,  
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীষ্টান।

গাহি সাম্যের গান!

কে তুমি?—পার্সী? জৈন? ইহুদী? সাঁওতাল, জীল, গারো?  
কনফুসিয়াস? চার্বাক-চেলা? ব'লে যাও, বলো আরো!

বন্ধু, যা-খুশি হও,

পেটে পিঠে কাঁধে মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,  
কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক—

জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব প'ড়ে যাও, যত সখ,—  
কিন্তু কেন এ পণ্ডশয়, মগজে হানিছ শূল?

দোকানে কেন এ দর-কষাকষি?—পথে ফোটে তাজা ফুল!

তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,  
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ!

তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,  
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।

কেন খুঁজে ফের দেবতা ঠাকুর মৃত-পুঁথি-কঙ্কালে?  
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে!

বন্ধু, বলিনি ঝুট,

এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।

এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,  
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন,

মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,

এইখানে ব'সে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।

এই রণ-ভূমে বাঁশীর কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,

এই মাঠে হ'ল মেঘের রাখাল নবীরা খোদার মিতা।

এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা-মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি

ভাজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক গুনি'।

এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহবান,

এইখানে বসি' গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান!

মিথ্যা শুনিনি ভাই,

এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই।

## ঈশ্বর

কে তুমি বুজিছ জগদীশ ভাই আকাশ পাতাল জুড়ে,  
কে তুমি ফিরিছ বনে-জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড়-চূড়ে ?  
হায় ঋষি দরবেশ,  
বুকের মানিকে বুকে ধ'রে তুমি খোজ তারে দেশ-দেশ ।  
সৃষ্টি রয়েছে তোমা পানে চেয়ে তুমি আছ চোখ বুজে,  
স্রষ্টারে খোজো—আপনারে তুমি আপনি ফিরিছ খুঁজে!  
ইচ্ছা-অঙ্ক! আঁখি খোলো, দেখ দর্পণে নিজ-কায়া,  
দেখিবে, তোমারি সব অবয়বে প'ড়েছে তাঁহার ছায়া ।  
শিহরি' উঠো না, শাস্ত্রবিদের ক'রো না ক' বীর, ভয়—  
তাহারা খোদার খোদ 'প্রাইভেট সেক্রেটারী' ত নয়!  
সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি!  
আমারে দেখিয়া আমার অদেখা জনাদাতারে চিনি!  
রত্ন শইয়া বেচা-কেনা করে বণিক সিঁদু-কূলে—  
রত্নাকরের খবর তা ব'লে পুছো না ওদের কূলে' ।  
উহার রত্ন-বেনে,  
রত্ন চিনিয়া মনে করে ওরা রত্নাকরেও চেনে!  
ডুবে নাই তা'রা অতল গভীর রত্ন-সিঁদুতলে,  
শাস্ত্র না ঘেঁটে ডুব দাও, সখা, সত্য-সিঁদু-জলে ।

## মানুষ

গাহি সাম্যের গান—  
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান ।  
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,  
সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি ।—  
'পূজারী দুয়ার খোলো,  
ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়িয়ে দুয়ারে পূজার সময় হ'ল!  
হপন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়,  
দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হ'য়ে যারে নিচ্চয়!  
জীর্ণ-বস্ত্র শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ  
ডাকিল পাছু, 'দ্বার খোল বাবা, খাইনি ক' সাত দিন!  
সহসা বন্ধ হ'ল মন্দির, ভুখারী ফিরিয়া চলে,  
তিমির রাত্রি, পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে!  
ভুখারী ফুকারি' কয়,

## মানুষ

'ঐ মন্দির পূজারী, হায় দেবতা, তোমার নয়!'  
মসজিদে কাল শিবনী আছিল,—অটল গোল-কুটি  
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটি কুটি,  
এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে আজারির চিন্  
বলে, 'বাবা, আমি ভুখা-ফাকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন!'  
তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা—'ভালা হ'ল দেখি লেঠা,  
ভুখা আছ মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে! নামাজ পড়িস বেটা ?'  
ভুখারী কহিল, 'না বাবা!' মোল্লা হাঁকিল—'তা হলে শালা  
সোজা পথ দেখ!' গোল-কুটি নিয়া মসজিদে দিল তালা!  
ভুখারী ফিরিয়া চলে,  
চলিতে চলিতে বলে—  
'আশিটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কত,  
আমার ক্ষুধার অন্ন তা ব'লে বন্ধ করনি প্রভু ।  
তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী ।  
মোল্লা-পুরুত লাগিয়েছে তার সকল দ্বারে চাবী!'  
কোথা চেঙ্গিস, গজনী-মামুদ, কোথায় কালাপাহাড় ?  
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া-দ্বার!  
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা ?  
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা!  
হায় রে ভজনালয়,  
তোমার মিনারে চড়িয়া ভও গাহে স্বার্থের জয়!  
মানুষের ঘৃণা করি'  
ও' কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুঁষিছে মরি' মরি'  
ও' মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর ক'রে কেড়ে,  
যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষের মেরে,  
পূজিছে গ্রন্থ ভগ্নের দল!—মূর্খরা সব শোনো,  
মানুষ এনেছে গ্রন্থ ;—গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো ।  
আদম দাউদ ইসা মুসা ইব্রাহিম মোহাম্মদ  
কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবীর,—বিশ্বের সম্পদ,  
আমাদেরি ঐরা পিতা-পিতামহ, এই আমাদের মাঝে  
তাদেরি রক্ত কম-বেশী ক'রে প্রতি ধমনীতে রাঞ্জে!  
আমরা তাদেরি সন্তান, জ্ঞাতি, তাদেরি মতন দেহ,  
কে জানে কখন মোরাও অমনি হয়ে যেতে পারি কেহ ।  
হেসো না বন্ধু! আমার আমি সে কত অতল অসীম,  
আমিই কি জানি—কে জানে কে আছে আমাতে মহামহিম ।  
হয়ত আমাতে আসিছে কঙ্কি, তোমাতে মেহেদী ইসা,  
কে জানে কাহার অন্ত ও আদি, কে পায় কাহার দিশা?

কাহারে করিছ ঘৃণা তুমি ভাই, কাহারে মারিছ লাথি ?  
হয়ত উহারই বুকে ভগবান্ জাগিছেন দিবা-রাতি !  
অথবা হয়ত কিছুই নহে সে, মহান্ উচ্চ নহে,  
আছে ক্রোদাক্ত ক্ষত-বিক্ষত পড়িয়া দুঃখ-দহে,  
তবু জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়  
ঐ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয় !  
হয়ত ইহারি ঠরসে ভাই ইহারই কুটীর-বাসে  
জন্মিছে কেহ—জোড়া নাই যার জগতের ইতিহাসে !  
যে বাণী আজিও শোনেনি জগৎ, যে মহাশক্তিধরে  
আজিও বিশ্ব দেখনি,—হয়ত আসিছে সে এরই ঘরে !

ও কে ? চণ্ডাল ? চম্কাও কেন ? নহে ও ঘৃণ্য জীব !  
ওই হ'তে পারে হরিশচন্দ্র, ওই শাশানের শিব ।  
আজ চণ্ডাল, কাল হ'তে পারে মহাযোগী-সম্রাট,  
তুমি কাল তারে অর্ঘ্য দানিবে, করিবে নান্দী-পাঠ ।  
রাখাল বলিয়া কারে করো হেলা, ও-হেলা কাহারে বাজে !  
হয়ত গোপনে ব্রজের গোপাল এসেছে রাখাল সাজে !

চাষা ব'লে কর ঘৃণা !  
দে'খো চাষা-রূপে লুকায়ে জনক বলরাম এলো কি না !  
যত নবী ছিল মেঘের রাখাল, তারাও ধরিল হাল,  
তারাই আনিল অমর বাণী—যা আছে র'বে চিরকাল ।  
দ্বারে গালি খেয়ে ফিরে যায় নিতি ভিখারী ও ভিখারিনী,  
তারি মাঝে কবে এলো ভোলা-নাথ গিরিজায়া, তা কি চিনি !  
তোমার ভোগের হ্রাস হয় পাছে ভিক্ষা-মুষ্টি দিলে,  
দ্বারী দিয়ে তাই মার দিয়ে তুমি দেবতারে খেদাইলে ।

সে মার রহিল জমা—  
কে জানে তোমায় লাঞ্ছিতা দেবী করিয়াছে কিনা ক্ষমা !  
বন্ধু, তোমার বুক-ভরা লোভ, দু'চোখে স্বার্থ-ঠুলি,  
নতুবা দেখিতে, তোমারে সেবিতে দেবতা হ'য়েছে কুলি ।  
মানুষের বুকে যেটুকু দেবতা, বেদনা-মখিত সুখা,  
তাই লুটে তুমি খাবে পত্ত ? তুমি তা দিয়ে মিটাবে ক্ষুধা ?  
তোমার ক্ষুধার আহার তোমার মন্দোদরীই জানে  
তোমার মৃত্যু-বাণ আছে তব প্রাসাদের কোলখানে !  
তোমারি কামনা-রাণী  
যুগে যুগে পত্ত, ফেলেছে তোমায় মৃত্যু-বিবরে টানি' ।

[ সাম্যবাদী ]

## পাপ

সাম্যের গান গাই!—

যত পাপী ভাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই ।  
এ পাপ-মূলকে পাপ করেনি ক' কে আছে পুরুষ-নারী ?  
আমরা ত ছার;—পাপে পঙ্কিল পাপীদের কাগরী !  
তেত্রিশ কোটি দেবতার পাপে স্বর্গ সে টলমল,  
দেবতার পাপ-পথ দিয়া পশে স্বর্গে অসুর দল !  
আদম হইতে শুরু ক'রে এই নজরুল তক্ সবে  
কম-বেশী ক'রে পাপের ছুরিতে পুণ্য করেছে জবেহ !

বিশ্ব পাপস্থান

অর্ধেক এর ভগবান, আর অর্ধেক শয়তান !

ধর্মাক্ষরা শোনো,

অন্যের পাপ গনিবার আগে নিজেদের পাপ গোণো !  
পাপের পক্ষে পুণ্য-পদ্ম, ফুলে ফুলে হেথা পাপ !  
সুন্দর এই ধরা-ভরা শুধু বঞ্চনা অভিষাপ ।  
এদের এড়াতে না পারিয়া যত অবতার আদি কেহ  
পুণ্যে দিলেন আত্মা ও প্রাণ, পাপেরে দিলেন দেহ ।

বন্ধু, কহিনি মিছে,

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হ'তে ধ'রে ক্রমে নেমে এস নীচে—  
মানুষের কথা ছেড়ে দাও, যত ধ্যানী মুন্সী ঋষি যোগী  
আত্মা তাঁদের ত্যাগী তপস্বী, দেহ তাঁহাদের ভোগী !

এ-দুনিয়া পাপশালা,

ধর্ম-গাধার পৃষ্ঠে এখানে শূন্য পুণ্য-ছালা !

হেথা সবে সম পাপী,

আপন পাপের বাটখারা দিয়ে অন্যের পাপ মাপি !  
জবাবদিহির কেন এত ঘটা যদি দেবতাই হও,  
টুপি প'রে টিকি রেখে সদা বল যেন তুমি পাপী নও ।  
পাপী নও যদি কেন এ ভড়ৎ, ট্রেডমার্কের ধুম ?  
পুলিশী গোপ্যাক পরিয়া হ'য়েছ পাপের আসামী তুমি !

বন্ধু, একটা মজার গল্প শোনো,

একদা অপাপ ফেরেশতা সব স্বর্গ-সভায় কোনো  
এই আলোচনা করিতে আছিল বিধির নিয়মে দুটি—  
দিন রাত নাই এত পূজা করি, এত ক'রে তাঁরে তুমি,

তবু তিনি যেন খুশি নন—তার যত স্নেহ দয়া ঝরে  
পাপ-আসক্ত কাদা ও মাটির মানুষ জাতির 'পরে!  
তনিলেন সব অন্তর্যামী, হাসিয়া সবারে ক'ন,—  
মলিন ধুলার সন্তান ওরা বড় দুর্বল মন,  
ফুলে ফুলে সেথা ভুলের বেদনা—নয়নে, অধরে শাপ,  
চন্দনে সেথা কামনার জ্বালা, চাঁদে চুশন-তাপ!  
সেথা কামিনীর নয়নে কাজল, শ্রোণীতে চন্দ্রহার,  
চরণে লাক্ষা, ঠোঁটে তাম্বুল, দেখে ম'রে আছে মার!  
প্রহরী সেখানে চোখা চোখ নিয়ে সুন্দর শয়তান,  
বুকে বুকে সেথা বাঁকা ফুল-ধনু, চোখে চোখে ফুল-বাণ।  
দেবদূত সব বলে, 'প্রভু, মোরা দেখিব কেমন ধরা,  
কেমনে সেখানে ফুল ফোটে যার শিয়রে মৃত্যু-জরা!'  
কহিলেন বিভূ—'তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ যে দুইজন  
যাক পৃথিবীতে, দেখুক কি ঘোর ধরণীর প্রলোভন!'  
'হারুত' 'মারুত' ফেরেশতাদের গৌরব রবি-শশী  
ধরার ধুলার অংশী হইল মানবের গৃহে পশি'।—  
কায়ায় কায়ায় মায়া বুলে হেথা ছায়ায় ছায়ায় ফাঁদ,  
কমল-দীঘিতে সাতশ' হয়েছে এই আকাশের চাঁদ।  
শব্দ গন্ধ বর্ণ হেথায় পেতেছে অরূপ-ফাঁসী,  
ঘাটে ঘাটে হেথা ঘট-ভরা হাসি, মাঠে মাঠে কাদে বাঁশী!  
দুদিনে আতশী ফেরেশতা-প্রাণ ভিজিল মাটির রসে,  
শফরী-চোখের চটুল চাতুরী বুকে দাগ কেটে বসে।  
ঘাঘরী বলকি' গাগরী ছলকি' নাগরী 'জোহুরা' যায়—  
স্বর্ণের দূত মজিল সে-রূপে, বিকহিল রাজ্য পা'য়।  
অধর-আনার-রসে ডুবে গেল দোজখের নার-ভীতি,  
মাটির সোরাহী মস্তানা হ'ল আঙ্গুরী খুনে তিতি'।  
কোথা ভেসে গেল সংযম-বাঁধ, বারণের বেড়া টুটে,  
প্রাণ ভ'রে পিয়ে মাটির মদিরা গুট-পুষ্প-পুষ্টে।  
বেহেশতে সব ফেরেশতাদের বিধাতা কহেন হাসি—  
'হারুত মারুতে কি ক'রেছে দেখ ধরণী সর্বনাশী!'  
নয়না এখানে যাদু জানে সখা এক আখি-ইশারায়  
লক্ষ যুগের মহা-তপস্যা কোথায় উকিয়া যায়।  
সুন্দরী বসুমতী  
চিরযৌবনা, দেবতা ইহার শিব নয়—কাম রতি।

কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও-গায়ে ?  
হয়ত তোমায় স্তন্য দিয়াছে সীতা-সম সতী মায়ে।  
না-ই হ'লে সতী, তবু তো তোমরা মাতা-ভগিনীরই জাতি;  
তোমাদের ছেলে আমাদেরই মতো, তারা আমাদের জাতি;  
আমাদেরই মতো খ্যাতি যশ মান তারাও লভিতে পারে,  
তাদেরও সাধনা হানা দিতে পারে সদর স্বর্গ-দ্বারে।—  
স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচী-পুত্র হ'ল মহাবীর দ্রোণ,  
কুমারীর ছেলে বিশ্ব-পূজ্য কৃষ্ণ-ঐশ্যয়ন,  
কানীন-পুত্র কর্ণ হইল দান-বীর মহাবীর,  
স্বর্গ হইতে পতিতা-গঙ্গা শিবেরে পেলেন পতি,  
শান্তনু রাজা নিবেদিল প্রেম পুনঃ সেই গঙ্গায়—  
তাদেরি পুত্র অমর ভীষ্ম, কৃষ্ণ প্রণমে যায়!  
মুনি হ'ল তনি সত্যকাম সে জারজ জবালা-শিত,  
বিশ্বকর জন্ম যাহার—মহাপ্রেমিক সে যিশু!—  
কেহ নহে হেথা পাপ-পঙ্কিল, কেহ সে ঘৃণ্য নহে,  
ফুটিছে অমৃত বিমল কমল কামনা-কালীয়-দহে!

শোনো মানুষের বাণী,  
জন্মের পর মানব জাতির থাকে না ক' কোনো গ্রানি!  
পাপ করিয়াছি বলিয়া কি নাই পুণ্যেরও অধিকার ?  
শত পাপ করি' হয়নি ক্ষুণ্ণ দেবত্ব দেবতার।  
অহল্যা যদি মুক্তি লভে, মা, মেরী হ'তে পারে দেবী,  
তোমরাও কেন হবে না পূজ্য বিমল সত্য সেবি' ?  
তব সন্তানে জারজ বলিয়া কোন্ গোড়া পাড়ে গালি,  
তাহাদের আমি এই দু'টো কথা জিজ্ঞাসা করি খালি—

দেবতা গো জিজ্ঞাসি—  
দেড় শত কোটি সন্তান এই বিশ্বের অধিবাসী—  
কয়জন পিতা-মাতা ইহাদের হ'য়ে নিকাম ব্রতী  
পুত্রকন্যা কামনা করিল ? কয়জন সং-সতী ?  
ক'জন করিল তপস্যা ভাই সন্তান-লাভ তরে ?  
কার পাশে কোটি দুধের বাক্স আঁতুড়ে জন্মে মরে ?  
সেরফ পতর ক্ষুধা নিয়ে হেথা মিলে নরনারী যত,  
সেই কামনার সন্তান মোরা। তবুও গর্ব কত!

শুন ধর্মের চাঁই—  
জারজ কামজ সন্তানে দেখি কোনো সে প্রভেদ নাই!  
অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ-পুত্র হয়,  
অসং পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিষ্ঠ্য।

## নারী

সাম্যের গান গাই—

আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই!  
বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,  
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।  
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি,  
অর্ধেক তার অনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।  
নরককুণ্ড বলিয়া কে তোমা' করে নারী হয়-জ্ঞান?  
তারে বলো, আদি-পাপ নারী নহে, সে যে নর-শয়তান।  
অথবা পাপ যে—শয়তান যে—নর নহে নারী নহে,  
ক্লীব সে, তাই সে নর ও নারীতে সমান মিশিয়া রহে।  
এ-বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,  
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল।  
তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ?  
অন্তরে তার মোমতাজ নারী, বাহিরেতে শা-জাহান।  
জ্ঞানের লক্ষী, গানের লক্ষী, শস্য-লক্ষী নারী,  
সুখমা-লক্ষী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি'।  
পুরুষ এনেছে দিবসের জ্বালাতন রৌদ্রদাহ,  
কামিনী এনেছে যামিনী-শান্তি, সমীরণ, বারিবাহ!  
দিবসে দিয়াছে শক্তি-সাহস, নিশীথে হ'য়েছে বধু,  
পুরুষ এসেছে মরুভূমি ল'য়ে, নারী যোগায়েছে মধু।  
শস্যক্ষেত্র উর্বর হ'ল, পুরুষ চালাল হল,  
নারী সেই মাঠে শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল।  
নর বাহে হল, নারী বহে জল, সেই জল-মাটি মিশে'  
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালী ধানের শীষে।

স্বর্ণ-রৌপ্যভার,

নারীর অঙ্গ-পরশ লভিয়া হ'য়েছে অলঙ্কার।  
নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি-প্রাণ,  
যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান।  
নর দিল ক্ষুধা, নারী দিল সুখ, সুখায় ক্ষুধায় মিলে'  
জন্ম লভিছে মহামানবের মহাশিখি তিলে তিলে।  
জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান,  
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।  
কোন রূপে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে,  
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।

কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি', কত বোন দিল সেবা,  
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?  
কোনো কালে একা হয়নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারী,  
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষী নারী।  
রাজা করিতেছে রাজ্য-শাসন, রাজারে শাসিছে রাণী,  
রাণীর দরদে ধুইয়া গিয়াছে রাজ্যের যত গ্রানি।

পুরুষ হৃদয়-হীন,

মানুষ করিতে নারী দিল তারে আধেক হৃদয় ঋণ।  
ধরায় যাদের যশ ধরে না ক' অমর মহামানব,  
বরষে বরষে যাদের স্বরণে করি মোরা উৎসব,  
খেয়ালের বশে তাঁদের জন্ম দিয়াছে বিলাসী পিতা,—  
লব-কুশে বনে ত্যজিয়াছে রাম, পালন ক'রেছে সীতা।  
নারী সে শিখা'ল শিশু-পুরুষেরে স্নেহ প্রেম দয়া মায়া,  
দীপ্ত নয়নে পরা'ল কাজল বেদনার ঘন ছায়া।  
অজুতরূপে পুরুষ পুরুষ করিল সে ঋণ শোধ,  
বুকে ক'রে তারে চুমিল যে, তারে করিল সে অবরোধ!

তিনি নর-অবতার—

পিতার আদেশে জননীকে যিনি কাটেন হানি' কুঠার।  
পার্শ্ব ফিরিয়া গিয়েছেন আজ অর্ধনারীস্বর—  
নারী চাপা ছিল এতদিন, আজ চাপা পড়িয়াছে নর।

সে যুগ হয়েছে বাসি,

যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না ক', নারীরা আছিল দাসী!  
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,  
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি'।  
নর যদি রাখে নারীকে বন্দী, তবে এর পর যুগে  
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে।

যুগের ধর্ম এই—

পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।

শোনো মর্ত্যের জীব!

অন্যেরে যত করিবে পীড়ন, নিজে হবে তত ক্লীব!

স্বর্ণ-রৌপ্য অলঙ্কারের যক্ষপুত্রীতে নারী

করিল তোমায় বন্দি, বল, কোন্ সে অত্যাচারী?  
আপনারে আজ প্রকাশের তব নাই সেই ব্যাকুলতা,  
আজ তুমি ভীকু আড়ালে থাকিয়া নেপথ্যে কও কথা!  
চোখে চোখে আজ চাহিতে পার না; হাতে রুলি, পায়ে মল,



মাথার ঘোমটা ছিড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও-শিকল!  
যে ঘোমটা তোমা' করিয়াছে ভীক, ওড়াও সে আবরণ,  
দূর ক'রে দাও দাসীর চিহ্ন, যেথা যত আভরণ!

ধরার দুলালী মেয়ে,  
ফির না তো আর গিরিদরীবনে পাখী-সনে গান গেয়ে।  
কখন আসিল 'পুটে' যমরাজা নিশীথ-পাখায় উড়ে,  
ধরিয়া তোমায় পুরিল তাহার আঁধার বিবর-পুরে!  
সেই সে আদিম বন্ধন তব, সেই হ'তে আছ মরি'  
মরণের পুরে; নামিল ধরায় সেইদিন বিভাবরী।  
ভেঙে যমপুরী নাগিনীর মতো আয় মা পাতাল ফুঁড়ি!  
আধারে তোমায় পথ দেখাবে মা তোমারি ভগ্ন চুড়ি!  
পুরুষ-যমের ক্ষুধার কুকুর মুক্ত ও-পদাঘাতে  
লুটায় পড়িবে ও চরণ-তলে দলিত যমের সাথে!  
এতদিন শুধু বিলালে অমৃত, আজ প্রয়োজন যবে,  
যে-হাতে পিয়ালে অমৃত, সে-হাতে কুট বিষ দিতে হবে।

সেদিন সুদূর নয়—

যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়!

[সামাবাদী]

### কুলি মজুর

দেখিনু সেদিন রেল,  
কুলি ব'লে এক বাবু সা'ব তারে ঠেলে দিলে নীচে ফেলে!

চোখ ফেটে এল জল,  
এমনি ক'রে কি জগৎ ভুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?  
যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,  
বাবু সা'ব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে।  
বেতন দিয়াছ?—চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল!  
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোর পেলি বল?  
রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,  
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,  
বল ত এসব কাহাদের দান! তোমার অট্টালিকা  
কার বুনে রাজা?—টুলি খুলে দেখ, প্রতি ইঁটে আছে লিখা।  
তুমি জান না ক', কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে,  
ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট, অট্টালিকার মানে।

আসিতেছে শুভদিন,  
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!  
হাড়ুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,  
পাহাড়-কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,  
তোমা'রে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,  
তোমা'রে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি;  
তারা'ই মানুষ, তারা'ই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,  
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!  
তুমি শুয়ে র'বে তেতালার 'পরে, আমরা রহিব নীচে,  
অথচ তোমা'রে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে!  
সিক্ত যাদের সারা দেহ-মন মাটির মমতা-রসে  
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে!  
তারি পদরজ অঞ্জলি করি' মাথায় লইব তুলি',  
সকলের সাথে পথে চলি' যার পায়ে লাগিয়াছে ধূলি!  
আজ নিখিলের বেদনা-আর্ত পীড়িতের মাথি' খুন,  
লালে লাল হ'য়ে উদিছে নবীন প্রভাতের নবাবরণ!  
আজ হৃদয়ের জাম-ধরা যত কবাট ভাঙিয়া দাও,  
রং-করা ঐ চামড়ার যত আবরণ খুলে নাও!  
আকাশের আজ যত বায়ু আছে হইয়া জমাট নীল,  
মাতামাতি ক'রে ঢুকুক এ বুকে, খুলে দাও যত খিল!  
সকল আকাশ ভাঙিয়া পড়ুক আমাদের এই ঘরে,  
যাদের মাথায় চন্দ্র সূর্য তারারা পড়ুক ক'রে!  
সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি'  
এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শোনো এক মিলনের বাণী।

একজনে দিলে ব্যথা—

সমান হইয়া বাজে সে বেদনা সকলের বুকে হেথা।

একের অসম্মান

নিখিল মানব-জাতির লজ্জা—সকলের অপমান!

মহা-মানবের মহা-বেদনার আজি মহা-উত্থান,  
উর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান!

[সর্বস্বরা]

### ফরিয়াদ

এই ধরণীর ধূলি-মাখা ভব অসহায় সন্তান  
মাগে প্রতিকার, উত্তর দাও, আদি-পিতা ভগবান!—

আমার আঁখির দুখ-দীপ নিয়া  
বেড়াই তোমার সৃষ্টি ব্যাপিয়া,  
যতটুকু হেরি বিশ্বয়ে মরি, ভ'রে ওঠে সারা প্রাণ!  
এত ভালো তুমি? এত ভালোবাসো? এত তুমি মহীয়ান?  
ভগবান! ভগবান!

তোমার সৃষ্টি কত সুন্দর, কত সে মহৎ, পিতা!  
সৃষ্টি-শিয়রে ব'সে কাদ তবু জননীর মতো ভীতা।  
নাহি সোয়াস্তি, নাহি যেন সুখ,  
ভেঙে গড়ো, গ'ড়ে ভাঙো, উৎসুক!  
আকাশ মুড়েছ মরকতে—পাছে আঁখি হয় রোদে স্নান।  
তোমার পবন করিছে বীজন জুড়াতে দম্ব প্রাণ!  
ভগবান! ভগবান!

রবি শশী তারা প্রভাত-সন্ধ্যা তোমার আদেশ কহে—  
'এই দিবা রাত্রি আকাশ বাতাস নহে একা কারো নহে।  
এই ধরণীর যাহা সম্বল,—  
বাসে-ভরা ফুল, রসে-ভরা ফল,  
সু-মিষ্ট মাটি, সুধাসম জল, পাখীর কণ্ঠে গান,—  
সকলের এতে সম অধিকার, এই তাঁর ফরমান!  
ভগবান! ভগবান!

শ্বেত পীত কালো করিয়া সৃজিলে মানবে, সে তব সাধ।  
আমরা যে কালো, তুমি ভালো জান, নহে তাহা অপরাধ!  
তুমি বল নাই, শুধু শ্বেতদ্বীপে  
জোগাইবে আলো রবি-শশী-দীপে,  
সাদা র'বে সবাকার টুটি টিপে, এ নহে তব বিধান।  
সন্তান তব করিতেছে আজ তোমার অসন্ধান!  
ভগবান! ভগবান!

তব কনিষ্ঠা মেয়ে ধরণীতে দিলে দান ধূলা-মাটি,  
তাই দিয়ে তার ছেলেদের মুখে ধরে সে দুধের বাটি!  
ময়ূরের মতো কল্যাপ মেলিয়া  
তার আনন্দ বেড়ায় খেলিয়া—  
সন্তান তার সুখী নয়, তারা লোভী, তারা শয়তান!  
ঈর্ষায় মাতি' করে কাটাকাটি, রচে নিতি ব্যবধান!  
ভগবান! ভগবান!

তোমারে ঠেলিয়া তোমার আসনে বসিয়াছে আজ লোভী,  
রসনা তাহার শ্যামল ধরায় করিছে সাহারা গোবী।  
মাটির চিবিতে দু'দিন বসিয়া  
রাজা সেজে করে পেশণ কষিয়া!  
সে পেশণে ডারি আসন ধসিয়া রচিছে গোরস্থান!  
ভাই-এর মুখের গ্রাস কেড়ে খেয়ে বীরের আখ্যা পান!  
ভগবান! ভগবান!

জনগণে যারা জোক সম শোষে তারে মহাজন কয়,  
সন্তান সম পালে যারা জমি, তারা জমিদার নয়।  
মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ,  
মাটির মালিক তাঁহারাই হন—  
যে যত ভণ্ড ধড়িবাজ আজ সেই তত বলবান।  
নিতি নব ছোরা গড়িয়া কসাই বলে জ্ঞান-বিজ্ঞান।  
ভগবান! ভগবান!

অন্যায় রণে যারা যত দড় তারা তত বড় জাতি,  
সাত মহারথী শিতরে বধিয়া ফুলায় বেহায়া ছাতি!  
তোমার চক্র রুধিয়াছে আজ  
বেনের রৌপ্য-চাকায়, কি লাজ!  
এত অনাচার স'য়ে যাও তুমি, তুমি মহা মহীয়ান!  
পীড়িত মানব পারে না ক' আর, সবে না এ অপমান—  
ভগবান! ভগবান!

এ দিকে দিকে বেজেছে ডঙ্কা শঙ্কা নাহি ক' আর!  
'মরিয়া'র মুখে মারণের বাণী উঠিতেছে 'মার মার!'  
রক্ত যা ছিল ক'রেছে শোষণ,  
নীরক্ত দেহে হাড় দিয়ে রণ!  
শত শতাব্দী ভাঙেনি যে হাড়, সেই হাড়ে ওঠে গান—  
'জয় নিপীড়িত জনগণ জয়! জয় নব উত্থান!  
জয় জয় ভগবান!'

তোমার দেওয়া এ বিপুল পৃথ্বী সকলে করিব ভোগ,  
এই পৃথিবীর নাড়ী সাথে আছে সৃজন-দিনের যোগ।  
তাজা ফলে ফলে অঞ্জলি পুরে  
বেড়ায় ধরণী প্রতি ঘরে ঘরে,  
কে আছে এমন ডাকু যে হরিবে আমার গোলার ধান?  
আমার ক্ষুধার অন্তে পেয়েছি আমার প্রাণের ঘ্রাণ—  
এতদিনে ভগবান!

যে-আকাশ হ'তে ঝরে তব দান আলো ও বৃষ্টি-ধারা,  
সে-আকাশ হ'তে বেলুন উড়ায়ে গোলাগুলি হানে কা'রা ?  
উদার আকাশ বাতাস কাহারা  
করিয়া তুলিছে জীতির সাহারা ?  
তোমার অসীম ঘিরিয়া পাহারা দিতেছে কা'র কামান ?  
হবে না সত্য দৈত্য-মুক্ত ? হবে না প্রতিবিধান ?  
ভগবান! ভগবান!

তোমার দন্ত হস্তের বাঁধে কোন্ নিপীড়ন-চেড়ী ?  
আমার স্বাধীন বিচরণ রোধে কার আইনের বেড়ী ?  
ক্ষুধা তৃষা আছে, আছে মোর প্রাণ,  
আমিও মানুষ, আমিও মহান!  
আমার অধীনে এ মোর রসনা, এই খাড়া গর্দান!  
মনের শিকল ছিঁড়েছি, পড়েছে হাতের শিকলে টান—  
এতদিনে ভগবান!

চির-অবনত তুলিয়াছে আজ গগনে উচ্চ শির ।  
বান্দা আজিকে বন্ধন ছেদি' ভেঙেছে কারা-প্রাচীর ।  
এতদিনে তার লাগিয়াছে ভালো—  
আকাশ বাতাস বাহিরেতে আলো,  
এবার বন্দী বুকেছে, মধুর প্রাণের চাইতে ত্রাণ ।  
মুক্ত-কণ্ঠে স্বাধীন বিশেষ উঠিতেছে একতান—  
জয় নিপীড়িত প্রাণ!  
জয় নব অভিযান!  
জয় নব উত্থান!

[সর্বস্বরা]

### আমার কৈফিয়ৎ

বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবী',  
কবি ও অকবি যাহা বলো মোরে মুখ বুজে ভাই সই সবী!  
কেহ বলে, 'তুমি ভবিষ্যতে যে  
ঠাই পাবে কবি ভবীর সাথে হে!  
যেমন বেরোয় রবির হাতে সে চিরকোলে-বাণী কই কবি ?'  
দুখিছে সবাই, আমি তবু গাই শুধু প্রভাতের ভৈরবী!

কবি-বন্ধুরা হতাশ হইয়া মোর লেখা প'ড়ে খাস ফেলে!  
বলে, কেজো ক্রমে হ'চ্ছে একেজো পলিটিক্সের পাশ ঠেলে' ।  
পড়ে না ক' বই, ব'য়ে গেছে ওটা ।  
কেহ বলে, বৌ-এ গিলিয়াছে গোটা ।  
কেহ বলে, মাটি হ'ল হয়ে মোটা জেলে ব'সে শুধু তাস খেলে!  
কেহ বলে, তুই জেলে ছিলি ভালো ফের যেন তুই যাস জেলে!

ওরু ক'ন, তুই করেছিস ওরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাছা!  
প্রতি শনিবারী চিঠিতে প্রেয়সী গালি দেন, 'তুমি হাড়িচাচা!'  
আমি বলি, 'প্রিয়ে, হাটে ভাড়ি হাড়ি!'  
অমনি বন্ধ চিঠি তাড়াতাড়ি ।  
সব ছেড়ে দিয়ে করিলাম বিয়ে, হিন্দুরা ক'ন, 'আড়ি চাচা!'  
যবন না আমি কাফের ভাবিয়া খুঁজি টিকি দাড়ি, নাড়ি কাছা!

মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল'-লা'রা ক'ন হাত নেড়ে',  
'দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে!  
ফতোয়া দিলাম—কাফের কাজী ও,  
যদিও শহীদ হইতে রাজী ও!  
'আমপারা'-পড়া হাম-বড়া মোরা এখনো বেড়াই ভাত মেরে!  
হিন্দুরা ভাবে, 'পাশী'-শব্দে কবিতা লেখে, ও পা'ত-নেড়ে!'

আনুকোরা যত নন্ডায়োলেট নন্-কো'র দলও নন্ খুশী ।  
'ভায়োলেটের ভায়োলিন' নাকি আমি, বিপ্লবী-মন তুমি!  
'এটা অহিংস', বিপ্লবী ভাবে,  
'নয় চরকার গান কেন গাবে ?'  
গোড়া-রাম ভাবে নাস্তিক আমি, পাতি-রাম ভাবে কনফুসি!  
স্বরাজীরা ভাবে নারাজী, নারাজীরা ভাবে তাহাদের অন্ধুশি!

নর ভাবে, আমি বড় নারী-ঘেঁষা! নারী ভাবে, নারী-বিদ্বেষী!  
'বিলেত ফেরনি ?' প্রবাসী-বন্ধু ক'ন, 'এই তব বিদো, ছি!'  
ভক্তরা বলে, 'নবযুগ-রবি!'

যুগের না হই, হুজুগের কবি  
বড়ি ত রে দাদা, আমি মনে ভাবি, আর ক'মে কষি হৃদ-পেশী,  
দু'কানে চশ্মা আঁটিয়া ঘুমান, দিব্যি হ'তেছে নিদ বেশী!

কি যে লিখি ছাই মাথা ও মুণ্ড, আমিই কি বুঝি তার কিছু ?  
হাত উঁচু আর হ'ল না ত ভাই, তাই লিখি ক'রে ঘাড় নীচু!

বন্ধু! তোমরা দিলে না ক' দাম,  
রাজ-সরকার রেখেছেন মান!  
যাহা কিছু লিখি অমূল্য ব'লে অ-মূল্যে নেন! আর কিছু  
ওনেছ কি, হঁ হঁ, ফিরিছে রাজার প্রহরী সদাই কার পিছু?

বন্ধু! তুমি ত দেখেছ আমায় আমার মনের মন্দিরে,  
হাড় কালি হ'ল, শাসাতে নারিনু তবু পোড়া মন-বন্দীরে!  
যতবার বাঁধি ছেঁড়ে সে শিকল,  
মেরে মেরে তা'রে করিনু বিকল,  
তবু যদি কথা শোনে সে পাগল! মানিল না রবি-গাছীরে।  
হঠাৎ জাগিয়া বাঘ খুঁজে ফেরে নিশার আঁধারে বন চিরে'!

আমি বলি, ওরে কথা শোন ক্ষাপা, দিবি আছি শোশ-হালে!  
প্রায় 'হাফ'-নেতা হ'য়ে উঠেছি, এবার এ দাঁও ফস্কালে  
'ফুল'-নেতা আর হবিনে যে হায়!  
বক্তৃতা দিয়া কাঁদিতে সভায়

ঠুঙায়ে লক্ষা পকেটেতে বোকা এই বেলা ঢোকা! সেই তালে  
নিশ্ তোরে ফুটে ঘরটাও ছেয়ে, নয় পত্তাবি শেষকালে।

বোঝে না ক' যে সে চারপাশে বেশে ফেরে দেশে দেশে গান গেয়ে,  
গান শুনে সবে ভাবে, ভাবনা কি! দিন যাবে এবে পান খেয়ে!  
রবে না ক' ম্যালেরিয়া মহামারী,  
স্বরাজ আসিছে চ'ড়ে জুড়ি-গাড়ী,  
চাঁদা চাই, তারা ক্ষুধার অনু এনে দেয়, কাঁদে ছেলে-মেয়ে।  
মাতা কয়, ওরে চুপ্ হতভাগা, স্বরাজ আসে যে, দেখ চোখে!

ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত, একটু নুন,  
বেলা ব'য়ে যায়, খায়নি ক' বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।  
কেন্দে ছুটে আসি পাগলের প্রায়,  
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়!  
কেন্দে বলি, ওগো ভগবান তুমি আজিও আছ কি? কালি ও চুন  
কেন ওঠে না ক' তাহাদের গালে, যারা খায় এই শিশুর খুন?  
আমরা ত জানি, স্বরাজ আনিতে পোড়া বার্তাফু এনেছি খাস!  
কত শত কোটি ক্ষুধিত শিশুর ক্ষুধা নিভাড়িয়া কাড়িয়া গ্রাস  
এল কোটি টাকা, এল না স্বরাজ!  
টাকা দিতে নারে ভুখারি সমাজ।

মা'র বুক হ'তে ছেলে কেড়ে খায়, মোরা বলি, বাঘ, খাও হে ঘাস  
হেরিনু, জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ!

বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বৃকে!  
দেখিয়া অনিয়া ফেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।  
রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা,  
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,  
বড় কথা বড় ভাব আসে না ক' মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে!  
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!

পরোয়া করি না, বাঁচি বা না-বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে,  
মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।  
প্রার্থনা ক'রো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,  
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ!  
[সর্বহারা।

### গোকুল নাগ

না ফুরাতে শরতের বিদায়-শেফালি,  
না নিবিতে আশ্বিনের কমল-দীপালি,  
তুমি শুনেছিলে বন্ধু পাতা-করা গান  
ফুলে ফুলে হেমন্তের বিদায়-আহ্বান!  
অতন্দ্র নয়নে তব লেগেছিল চুম  
ঝর-ঝর কামিনীর, এল চোখে ঘুম  
রাত্রিময়ী রহস্যের; ছিন্ন শতদল  
হ'ল তব পথ-সার্থী; হিমালী-সজল  
ছায়াপথ-বীথি দিয়া শেফালি দলিয়া  
এল তব মায়া-বধু ব্যাধা-জাগানিয়া!  
এল অশ্রু হেমন্তের, এল ফুল-খসা  
শিশির-তিমির-রাত্রি; শ্রান্ত দীর্ঘশ্বাস  
ঝাউ-শাখে সিক্ত বায়ু রিক্ততার বাণী  
ক'য়ে গেল, দুলে দুলে কাঁদিল বনানী!  
তুমি দেখেছিলে বন্ধু ছায়া-কুহেলির  
অশ্রু-ঘন মায়া-আঁখি, বিরহ-অধির  
বৃকে তব ব্যাধা-কীট পশিল সেদিন!  
যে-কান্না এল না চোখে, মর্মে হ'ল লীন,

বক্ষে তাহা নিল বাসা, হ'ল রক্তে রাঙা  
আশাহীন ভালবাসা, ভাষা অশ্রু-ভাঙা।

বন্ধু, তব জীবনের কুমারী আশ্বিন  
পরিল বিধবা বেশ কবে কোন্ দিন,  
কোন্ দিন সঁউতির মালা হ'তে তার  
ঝরে গেল বৃন্তগুলি রাঙা কামনার—  
জানি নাই; জানি নাই, তোমার জীবনে  
হাসিছে বিচ্ছেদ-রাত্রি, অজানা গহনে  
এবে যাত্রা শুরু তব, হে পথ-উদাসী!  
কোন্ বনান্তর হ'তে ঘর-ছাড়া বাঁশী  
ডাক দিল, তুমি জান। মোরা শুধু জানি  
তব পায়ে কেঁদেছিল সারা পথখানি!  
সেধেছিল, ঐকেছিল ধূলি-তুলি দিয়া  
তোমার পদাঙ্ক-স্মৃতি।

রহিয়া রহিয়া

কত কথা মনে পড়ে! আজ তুমি নাই,  
মোরা তব পায়ে-চলা পথে শুধু তাই  
এসেছি ঝুঁজিতে সেই তপ্ত পদ-রেখা,  
এইখানে আছে তব ইতিহাস লেখা।

জানি না ক' আজ তুমি কোন্ লোকে রহি'  
তুনিছ আমার গান হে কবি বিরহী!  
কোথা কোন্ জিজ্ঞাসার অসীম সাহারা,  
প্রতীক্ষার চির-রাত্রি, চন্দ্র, সূর্য, তারা,  
পারায়ে চলেছ একা অসীম বিরহে?  
তব পথ-সাথী যারা—পিছু ডাকি' কহে,  
'ওগো বন্ধু শেফালির, শিশিরের প্রিয়!  
তব যাত্রা-পথে আজ নিও বন্ধু নিও  
আমাদের অশ্রু-আর্দ্র এ স্বরণখানি'  
তুনিতে পাও কি তুমি, এ-পারের বাণী?  
কানাকানি হয় কথা এ-পারে ও-পারে?  
এ কাহার শব্দ তুনি মনের বেতারে?  
কতদূরে আছ তুমি কোথা কোন্ বেশে?  
লোকান্তরে, না সে এই হৃদয়েরি দেশে  
পারায়ে নয়ন-সীমা বাঁধিয়াছ বাসা?  
হৃদয়ে বসিয়া শোন হৃদয়ের ভাষা?...

হারায়নি এত সূর্য এত চন্দ্র তারা,  
যেথা হোক আছ বন্ধু, হওনি ক' হারা!...

সেই পথ, সেই পথ-চলা গাঢ় স্মৃতি,  
সব আছে! নাই শুধু সেই নিতি নিতি  
নব নব ভালোবাসা প্রতি দরশনে,  
আরো প্রিয় ক'রে পাওয়া চির প্রিয়জনে—  
আদি নাই, অন্ত নাই, ক্রান্তি তৃপ্তি নাই—  
যত পাই তত চাই—আরো আরো চাই,—  
সেই নেশা, সেই মধু নাড়ী-ছেঁড়া টান  
সেই কল্পলোকে নব নব অভিযান,—  
সব নিয়ে গেছ বন্ধু! সে কল-কল্লোল,  
সে হাসি-হিল্লোল নাই চিত-উত্তরোল!  
আজ সেই প্রাণ-ঠাসা একমুঠো ঘরে  
শূন্যের শূন্যতা রাজে, বুক নাহি ভরে!...

হে নবীন, অফুরন্ত তব প্রাণ-ধারা।  
হয়ত এ মরু-পথে হয়নি ক' হারা,  
হয়ত আবার তুমি নব পরিচয়ে  
দেবে ধরা; হবে ধনা তব দান ল'য়ে  
কথা-সরস্বতী! তাহা ল'য়ে ব্যথা নয়,  
কত বাণী এল, গেল, কত হ'ল লয়,  
আবার আসিবে কত। শুধু মনে হয়  
তোমাতে আমরা চাই, রক্তমাংসময়!  
আপনারে ক্ষয় করি' যে অক্ষয় বাণী  
আনিলে আনন্দ-বীর, নিজে বীণাপাণি  
পাতি' কর লবে তাহা, তবু যেন হয়,  
হৃদয়ের কোথা কোন্ ব্যথা থেকে যায়!  
কোথা যেন শূন্যতার নিঃশব্দ ক্রন্দন  
গুমরি' গুমরি' ফেরে, হ-হ করে মন!...

বাণী তব—তব দান—সে তো সকলের,  
ব্যথা সেথা নয় বন্ধু! যে-স্মৃতি একের  
সেথায় সাক্ষ্যনা কোথা? সেথা শান্তি নাই,  
মোরা হারায়েছি,—বন্ধু, সখা, প্রিয়, ভাই।  
কবির আনন্দ-লোকে নাই দুঃখ-শোক,  
সে-লোকে বিরহে যারা তারা সুখী হোক!

তুমি শিল্পী তুমি কবি দেখিয়াছে তারা,  
তারা পান করে নাই তব প্রাণ-ধারা!

'পথিকে' দেখেছে তা'রা, দেখেনি 'গোকুলে',  
ডুবেনি ক'—সুখী তা রা—আজো তা'রা কূলে!  
আজো মোরা প্রাণাঙ্কন, আমরা জানি না  
গোকুল সে শিল্পী গল্পী কবি ছিল কি-না!  
আত্মীয়ে স্বরীয়া কান্দি, কান্দি প্রিয় তরে  
গোকুলে পড়েছে মনে—তাই অশ্রু বারে!

না ফুরাতে আশা ভাষা, না মিটিতে ক্ষুধা,  
না ফুরাতে ধরণীর মৃত-পাত্র-সুধা,  
না পূরিতে জীবনের সকল আশ্বাদ—  
মধ্যাহ্নে আসিল দূত! যত তৃষ্ণা সাধ  
কান্দিল আঁকড়ি' ধরা, যেতে নাই চায়!  
ছেড়ে যেতে যেন সব স্নায়ু ছিড়ে যায়!  
ধরার নাজীতে পড়ে টান! তরুলতা  
জল বায়ু মাটি সব কয় যেন কথা!  
যেয়ো না ক' যেয়ো না ক' যেন সব বলে—  
তাই এত আকর্ষণ এই জলে স্থলে  
অনুভব করেছিলে প্রকৃতি-দুলাল!  
ছেড়ে যেতে ছিড়ে গেল বন্ধ, লালে লাল  
হ'ল ছিন্ন প্রাণ! বন্ধু, সেই রক্ত-ব্যাথা  
র'য়ে গেল আমাদের বুকে চেপে হেথা!

হে তরুণ, হে অরুণ, হে শিল্পী সুন্দর,  
মধ্যাহ্নে আসিয়াছিলে সুমেরু-শিখর  
কৈলাসের কাছাকাছি দারুণ তৃষ্ণায়,  
পেলে দেখা সুন্দরের, স্বরগ-গঙ্গায়  
হয়ত মিটেছে তৃষ্ণা, হয়ত আবার  
ক্ষুধাতুর!—স্রোতে ভেসে এসেছ এ-পার  
অথবা হয়ত আজ হে ব্যাথা-সাধক,  
অশ্রু-সরস্বতী-কর্ণে তুমি কুরুবক!

হে পথিক-বন্ধু মোর, হে প্রিয় আমার,  
যেখানে যে-লোকে থাক' করিও স্বীকার  
অশ্রু-রেবা-কূলে মোর স্মৃতি-তর্পণ,  
তোমাতে অঞ্জলি করি' করিনু অর্পণ!

সুন্দরের তপস্যায় ধ্যানে আত্মহারা  
দারিদ্র্যের দর্প তেজ নিয়া এল যারা,  
যারা চির-সর্বহারা করি' আত্মদান,  
যাহারা সৃজন করে, করে না নির্মাণ,  
সেই বাণীপুত্রদের আড়ম্বরহীন  
এ-সহজ আয়োজন এ-স্বরণ-দিন  
স্বীকার করিও কবি, যেমন স্বীকার  
ক'রেছিলে তাহাদের জীবনে তোমার!

নহে এরা অভিনেতা, দেশ-নেতা নহে,  
এদের সৃজন-কুঞ্জ অভাবে, বিরহে,  
ইহাদের বিস্ত নাই, পুঞ্জি চিন্তন,  
নাই বড় আয়োজন, নাই কোলাহল;  
আছে অশ্রু, আছে প্রীতি, আছে বন্ধ-ঋত,  
তাই নিয়ে সুখী হও, বন্ধু স্বর্ণগত!  
গড়ে যারা, যারা করে প্রাসাদ নির্মাণ  
শিরোপা তাদের তরে, তাদের সম্মান।

দু'দিনে ওদের গড়া প'ড়ে ভেঙে যায়  
কিন্তু স্রষ্টা সম যারা গোপনে কোথায়  
সৃজন করিছে জাতি, সৃজিছে মানুষ  
অচেনা রহিল তা'রা। কথার ফানুস  
ফাঁপাইয়া যারা যত করে বাহাদুরী,  
তারা তত পাবে মালা যমের কস্তুরী!  
'আজ'টাই সত্য নয়, ক'টা দিন তাহা?  
ইতিহাস আছে, আছে ভবিষ্যৎ, যাহা  
অনন্ত কালের তরে রচে সিংহাসন,  
সেখানে বসাবে তোমা বিশ্বজনগণ।  
আজ তারা নয় বন্ধু, হবে সে তখন,—  
পূজা নয়—আজ শুধু করিনু স্বরণ।

[ সর্বহারা ]

সব্যসাচী

ওরে ভয় নাই আর, দু'লিয়া উঠেছে হিমালয়-চাপা প্রাচী,  
পৌরীশিখরে তুহিন ভেদিয়া জাগিছে সব্যসাচী!

ছাপর যুগের মৃত্যু ঠেলিয়া  
জাগে মহাযোগী নয়ন মেলিয়া,  
মহাভারতের মহাবীর জাগে, বলে 'আমি আসিয়াছি।'  
নব-যৌবন-জলতরঙ্গে নাচে রে প্রাচীন প্রাচী!

বিরাট কালের অজ্ঞাতবাস ভেদিয়া পার্থ জাগে,  
গাঞ্জীব ধনু রাঙিয়া উঠিল লক্ষ লাক্ষারাগে!  
বাজিছে বিঘাণ পাঞ্চজন্য,  
সাথে রথাস্ব, হাঁকিছে সৈন্য,  
ঝড়ের ফুঁ দিয়া নাচে অরণ্য, রসাতলে দোলা লাগে,  
দোলায় বসিয়া হাসিছে জীবন মৃত্যুর অনুরাগে!

যুগে যুগে ম'রে বাঁচে পুনঃ পাপ দুর্মতি কুরুসেনা,  
দুর্যোধনের পদলেহী ওয়া, দুঃশাসনের কেনা!  
লঙ্কাকাণ্ডে কুরুক্ষেত্রে,  
লোভ-দানবের ক্ষুধিত নেত্রে,  
ফাঁসির মঞ্চ কারার বেত্রে ইহারা যে চির-চেনা!  
ভাবিয়াছ, কেহ শুধিবে না এই উৎপীড়নের দেনা?

কালের চক্র বক্রগতিতে ঘুরিতেছে অবিরত,  
আজ দেখি যারা কালের শীর্ষে, কাল তারা পদানত।  
আজি সম্রাট কালি সে বন্দী,  
কুটীরে রাজার প্রতিদ্বন্দী!  
কংস-কারায় কংস-হস্তা জন্মিছে অনাগত,  
তারি বুক ফেটে আসে নৃসিংহ যারে করে পদাহত!

আজ যার শিরে হানিছে পাদুকা কাল তারে বলে পিতা,  
চির-বন্দি হতেছে সহসা দেশ-দেশ-নন্দিতা।  
দিকে দিকে এ বাজিছে ডঙ্কা,  
জাগে শঙ্কর বিগত-শঙ্কা!  
লঙ্কা সাগরে কাঁদে বন্দি ভারত-লক্ষ্মী সীতা,  
জুলিবে তাঁহারি আঁখির সমুখে কাল রাবণের চিতা!  
যুগে যুগে সে যে নব নব রূপে আসে মহাসেনাপতি,  
যুগে যুগে হ'ন শ্রীভগবান যে তাঁহারই রথ-সারথি!  
যুগে যুগে আসে গীতা-উদ্গাতা  
ন্যায়-পাণ্ডব-সৈন্যের ত্রাতা।

অশ্বিন-দক্ষযজ্ঞে যখনই মরে স্বাধীনতা-সতী,  
শিবের খড়্গে তখনই মুণ্ড হারায়েছে প্রজাপতি!

নবীন মস্ত্রে দানিতে দীক্ষা আসিতেছে ফাঙ্কনী,  
জাগো রে জোয়ান! ঘুমায়ে না ডুয়ো শান্তির বাণী শুনি—  
অনেক দধীচি হাড় দিল ভাই,  
দানব দৈত্য তবু মরে নাই,  
সুতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, ব'সে ব'সে কাল গুণি!  
জাগো রে জোয়ান! বাত ধ'রে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি!

দক্ষিণ করে ছিড়িয়া শিকল, বাম করে বাণ হানি'  
এস নিরস্ত্র বন্দীর দেশে হে যুগ-শস্ত্রপাণি!  
পূজা ক'রে শুধু পেয়েছি কদলী,  
এইবার তুমি এস মহাবলী।  
রথের সমুখে বসায়ো চক্রী চক্রধারীরে টানি',  
আর সত্য সেবিয়া দেখিতে পারি না সত্যের প্রাণহানি।

মশা মেরে ঐ গরজে কামান—'বিপ্লব মারিয়াছি।  
আমাদের ডান হাতে হাতকড়া, বাম হাতে মারি মাছি!'  
মেনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচি,  
টিকি দাড়ি নিয়ে আজো বেঁচে আছি!  
বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী,  
যা হোক একটা দাও কিছু হাতে, একবার ম'রে বাঁচি!

[ ফণি-মলয়া ]

### দ্বীপান্তরের বন্দি

আসে নাই ফিরে ভারত-ভারতী  
মা'র কতদিন দ্বীপান্তর?  
পুণ্য বেদীর শূন্যে ধ্বনিল  
ক্রন্দন—'দেড় শত বছর।'...  
সপ্ত সিংহ তের নদী পার  
দ্বীপান্তরের আন্দামান,  
রূপের কমল রূপার কাঠির  
কঠিন স্পর্শে যেখানে ম্লান,  
শতদল যেথা শতধা ভিন্ন  
শস্ত্র-পাণির অস্ত-ঘায়,

যাত্রী যেখানে সাত্রী বসায়  
 বীনার তন্ত্রী কাটিছে হায়,  
 সেখান হ'তে কি বেতার-সেতারে  
 এসেছে মুক্ত-বন্ধ সুর ?  
 মুক্ত কি আজ বন্দি বানী ?  
 ধ্বংস হ'ল কি রক্ত-পুর ?  
 যক্ষপুরীর রৌপ্য-পঙ্কে  
 ফুটিল কি তবে রূপ-কমল ?  
 কামান গোলায় সীসা-স্বপ্নে কি  
 উঠেছে বাণীর শিশ-মহল ?  
 শান্তি-তুচ্ছিতে শুভ্র হ'ল কি  
 রক্ত সোঁদাল খুন-খারাব ?  
 তবে এ কিসের আর্ত আরতি,  
 কিসের তরে এ শঙ্কারাব ?...

সাত সমুদ্র তের নদী পার  
 দ্বীপান্তরের আন্দামান,  
 বানী যেথা ঘানি টানে নিশিদিন,  
 বন্দী সত্য ভানিছে ধান,  
 জীবন-চুয়ানো সেই ঘানি হ'তে  
 আরতির তেল এনেছ কি ?  
 হোমানল হ'তে বাণীর রক্ষী  
 বীর ছেলেদের চর্বি ঘি ?  
 হায় শৌখিন পূজারী, বৃথাই  
 দেবীর শঙ্খ দিতেছ ফুঁ,  
 পুণ্য বেদীর শূন্য ভেদিয়া  
 ক্রন্দন উঠিতেছে শুধু!

পূজারী, কাহারে দাও অঞ্জলি ?  
 মুক্ত ভারতী ভারতে কই ?  
 আইন যেখানে ন্যায়ের শাসক,  
 সত্য বলিলে বন্দী হই,  
 অত্যাচারিত হইয়া যেখানে  
 বলিতে পারি না অত্যাচার,  
 যথা বন্দি সীতা সম বানী  
 সহিছে বিচার-চেড়ীর মার  
 বাণীর মুক্ত শতদল যথা  
 আখ্যা লভিল বিদ্রোহী.

পূজারী, সেখানে এসেছ কি তুমি  
 'বানী-পূজা-উপচার বহি' ?  
 সিংহেরে ভয়ে রাখে পিঞ্জরে,  
 ব্যাঘ্রেরে হানে অগ্নি-শেল,  
 কে জানিত কালে বীণা খাবে গুলি,  
 বাণীর কমল খাটিবে জেল!  
 তবে কি বিধির বেতার-মন্ত্র  
 বেজেছে বাণীর সেতারে আজ,  
 পন্থে রেখেছে চরণ-পদ্ম  
 যুগান্তরের ধর্মরাজ ?  
 তবে তাই হোক। ঢাল অঞ্জলি,  
 বাজাও পাকজান্য শাখ!  
 দ্বীপান্তরের ঘানিতে লেগেছে  
 যুগান্তরের ঘূর্ণিপাক!

[ কবি-মনসা ]

## সত্য-কবি

অসত্য যত রহিল পড়িয়া, সত্য সে গেল চ'লে  
 বীরের মতন মরণ-কারারে চরণের তলে দ'লে।  
 যে-ভোরের তারা অরুণ-রবির উদয়-তোরণ-দোরে  
 ঘোষিল বিজয়-কিরণ-শঙ্খ-আরাব প্রথম ভোরে,  
 রবির ললাট চুখিল যার প্রথম রশ্মি-টীকা,  
 বাদলের বায়ে নিভে গেল হায় দীপ্ত তাহারি শিখা!  
 মধ্য গগনে স্তব্ধ নিশীথ, বিশ্ব চেতন-হারা,  
 নিবিড় তিমির, আকাশ ভাঙিয়া ঝরিছে আকুল-ধারা  
 গ্রহ শশী তারা কেউ জেগে নাই, নিভে গেছে সব বাতি,  
 হাঁক দিয়া ফেরে ঝড়-তুফানের উত্তরোল মাতামাতি!

হেন দুর্দিনে বেদনা-শিখার বিজলি-প্রদীপ জ্বলে  
 কাহারে ঝুঞ্জিতে কে তুমি নিশীথ-গগন-আঙনে এলে ?  
 বারে বারে তব দীপ নিভে যায়, জ্বালো তুমি বারে বারে,  
 কান্দন তোমার সে যেন বিশ্বপিতারে চাবুক মারে!  
 কি ধন ঝুঞ্জিছ ? কে তুমি সুনীল মেঘ-অবগুণ্ঠিতা ?  
 তুমি কি গো সেই সবুজ শিখার কবির দীপাবলিতা ?  
 কি নেবে গো আর ? ঐ নিয়ে যাও চিতার দু'-মুঠো ছাই!



ডাক দিয়ে না ক', মুর্ছিতা মাতা ধুলায় পড়িয়া আছে,  
কাঁদি' ঘুমায়েছে কান্ডা কবির, জাগিয়া উঠিবে পাছে!  
ডাক দিয়ে না ক', শূন্য এ ঘর, নাই গো সে আর নাই,  
গঙ্গা-সলিলে ভাসিয়া গিয়াছে তাহার চিতার ছাই!

আসিলে তড়িৎ-তাজ্জামে কে গো নভোতলে তুমি সতী ?  
সত্য-কবির সত্য জননী ছন্দ-সরস্বতী ?  
ঝলসিয়া গেছে দু'চোখ মা তার তোরে নিশিদিন ডাকি',  
বিদায়ের দিনে কণ্ঠের তার গানটি গিয়াছে রাখি'  
সাত কোটি এই ভগ্ন কণ্ঠে ; অবশেষে অভিমানী  
ভর-দুপুরেই খেলা ফেলে গেল কাঁদায়ে নিখিল প্রাণী!  
ডাকিছ কাহারে আকাশ-পানে ও ব্যাকুল দু'হাত তুলে ?  
কোল মিলেছে মা, শ্মশান-চিতায় ঐ ভাগীরথী-কূলে!

ভোরের তারা এ ভাবিয়া পথিক শুধায় সাঁঝের তারায়,  
কাল যে আছিল মধ্য গগনে আজি সে কোথায় হারায় ?  
সাঁঝের তারা সে দিগন্তের কোলে ম্লান চোখে চায়,  
অস্ত-তোরণ-পার সে দেখায় কিরণের ইশারায়।  
মেঘ-তাজ্জাম চলে কার আর যায় কেঁদে যায় দেয়া,  
পরপার-পারাপারে বাঁধা কার কেতকী-পাতার খেয়া ?  
ছতশিয়া ফেরে পূর্বীর বায়ু হরিৎ-হরীর দেশে  
জর্দা-পরীর কনক-কেশর কদম্ব-বন-শেষে!  
প্রলাপ প্রলাপ প্রলাপ করি সে আসিবে না আর ফিরে,  
ক্রন্দন শুধু কাঁদিয়া ফিরিবে গঙ্গার তীরে তীরে!

'তুলির লিখন' লেখা যে এখনো অরুণ-রক্ত-রাগে,  
ফুল হাসিছে 'ফুলের ফসল' শ্যামার সবুজি-বাগে,  
আজিও 'তীর্থরেণু ও সলিলে' 'মণি-মঞ্জুষা' ভরা,  
'বেণু-বীণা' আর 'কুহ-কেকা'-রবে আজো শিহরায় ধরা,  
জুলিয়া উঠিল 'অস্ত্র-আবির' ফাণ্ডায় 'হোমশিখা',—  
বহি-বাসরে টিটকারি দিয়ে হাসিল 'হসন্তিকা'—  
এত সব যার প্রাণ-উৎসব সেই আজ শুধু নাই,  
সত্য-প্রাণ সে রহিল অমর, মায়া-যাহা হ'ল ছাই!  
ভুল যাহা ছিল ভেঙে গেল মহাশূন্যে মিলালো ফাঁকা  
সৃজন-দিনের সত্য যে, সে-ই রয়ে গেল চির-আঁকা!

উন্নতশির কালজয়ী মহাকাল হ'য়ে জোড়পাণি  
স্বপ্নে বিজয়-পতাকা তাহারি ফিরিবে আদেশ মানি!

আপনারে সে যে ব্যাপিয়া রেখেছে আপন সৃষ্টি-মাঝে,  
খেয়ালী বিধির ডাক এল তাই চ'লে গেল আন্-কাজে।  
ওগো যুগে-যুগে কবি, ও-মরণে মরেনি তোমার প্রাণ,  
কবির কণ্ঠে প্রকাশ সত্য-সুন্দর ভগবান।  
ধরায় যে-বাণী ধরা নাহি দিল, যে-গান রহিল বাকী  
আবার আসিবে পূর্ণ করিতে, সত্য সে নহে ফাঁকি!  
সব বুঝি ওগো, হারা-ভীতু মোরা তবু ভাবি শুধু ভাবি,  
হয়ত যা গেল চিরকাল তরে হারানু তাহার দাবি।

তাই ভাবি, আজ যে-শ্যামার শিশু ঋগ্জন-নর্তন  
থেমে গেল, তাহা মাতাইবে পুনঃ কোন নন্দন-বন!  
চোখে জল আসে, হে কবি-পাবক, হেন অসময়ে গেলে  
যখন এ-দেশে তোমারি মতন দরকার শত ছেলে।  
আঘাট-রবির তেজোপ্রদীপ্ত তুমি ধুমকেতু-জ্বালা,  
শিরে মণি-হার, কণ্ঠে ত্রিশিরা ফণি-মনসার মালা,  
তড়িৎ-চাবুক করে ধরি' তুমি আসিলে হে নির্ভীক,  
মরণ-শয়নে চমকি' চাহিল বাঙালী নির্নিমিষ।  
বাঁশীতে তোমার বিষাণ-মন্ত্র রণরবি' গুঠে, জয়  
মানুষের জয়, 'বিশ্বে দেবতা দৈত্য সে বড় নয়!

করোনি বরণ দাসত্ব তুমি আত্ম-অসম্মান,  
নোয়ায়নি মাথা, চির জাগ্রত ধ্রুব তব ভগবান,  
সত্য তোমার পর-পদানত হয়নি ক' কভু, তাই  
বলদপীর দণ্ড তোমায় স্পর্শিতে পারে নাই!  
যশ-লোভী এই অন্ধ ভণ্ড সজ্জন ভীক-দলে  
তুমিই একাকী রণ-দুন্দুভি বাজালে গভীর রোলে।  
মেকীর বাজারে আমরণ তুমি র'য়ে গেলে কবি ঝাঁটি,  
মাটির এ-দেহ মাটি হ'ল, তব সত্য হ'ল না মাটি।  
আঘাত না খেলে জাগে না যে-দেশ, ছিলে সে-দেশের চালক,  
বাণীর আসরে তুমি একা ছিলে ত্বর্ষ-বাদক বালক।

কে দিবে আঘাত ? কে জাগাবে দেশ ? কই সে সত্যপ্রাণ ?  
আপনারে হেলা করি' করি মোরা ভগবানে অপমান।  
বাঁশী ও বিষাণ নিয়ে গেছ, আছে হেঁড়া ঢোল ভাঙা কাঁসি,  
লোক-দেখানো এ আঁখির সলিলে লুকানো রয়েছে হাসি।  
যশের মানের ছিলে না কাজাল, শেখোনি খাতির-দারী,  
উচ্চকে তুমি তুচ্ছ করোনি, হওনি রাজার ঘারী!

অত্যাচারকে বলনি ক' দয়া, ব'লেছ অত্যাচার,  
গড় করোনি ক' নিগড়ের পায়, ভয়েতে মানোনি হার।  
অচল অটল অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরি তুমি  
উরিয়া ধন্য ক'রেছিলে এই ভীষ্মর জন্মভূমি।  
হে মহা-মৌনী, মরণেও তুমি মৌন মাধুরী পি'য়া  
নিয়েছ বিদায়, যাওনি মোদের ছল-করা গীতি নিয়া।  
তোমার প্রয়াণে উঠিল না কবি দেশে কল-কল্লোল,  
সুন্দর! শুধু জুড়িয়া বসিলে মাতা সারদার কোল।  
স্বর্ণে বাদল মাদল বাজিল, বিজলী উঠিল মাতি',  
দেব-কুমারীরা হানিল বৃষ্টি-প্রসূন সারাটি রাত্রি।  
কেহ নাহি জাগি', অর্পণ-দেওয়া সকল কুটীর-দ্বারে  
পুত্রহারার ক্রন্দন শুধু খুঁজিয়া ফিরিছে কারে।

নিশীথ-শুশানে অভাগিনী এক শ্বেত-বাস পরিহিতা,  
ভাবিছে তাহারি সিঁদুর মুছিয়া কে জ্বালালো ঐ চিতা!  
ভগবান! তুমি চাহিতে পার কি ঐ দু'টি নারী পানে?  
জানি না, তোমায় বাঁচাবে কে যদি ওরা অভিশাপ হানে।

[ ফণি-মনসা ]

## সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ-গীতি

ওগো চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল এসেছিল পথ ভুলে,  
এই গঙ্গার কূলে।  
ওগো দিশাহারা মাতা দিশা পেয়ে তাই নিয়ে গেছে কোলে তুলে  
এই গঙ্গার কূলে।  
চপল চারণ বেণু-বীণে তা'র  
সুর বেঁধে শুধু দিল স্বাক্ষর,  
শেষ গান গাওয়া হ'ল না ক' আর,  
উঠিল চিত্ত দুলে,  
তারি ডাক-নাম ধ'রে ডাকিল কে যেন অন্ত-তোরণ-মূলে,  
ওগো এই গঙ্গার কূলে।  
ওরে এ ঝোড়ো হাওয়ায় কারে ডেকে যায় এ কোন সর্বনাশী,  
বিষাণ কবির গুমরি' উঠিল, বেসুরো বাজিল বাঁশী।  
আঁখির সলিলে কলসানো আঁখি  
কূলে কূলে ভ'রে ওঠে থাকি' থাকি',

কোন মনে পড়ে কবে আহত এ-পাখী  
ওগো মৃত্যু-আফিম-ফুলে,  
ঝড়-বাদলের এমনি নিশীথে প'ড়েছিল ঘুমে ঢুলে।  
এই গঙ্গার কূলে।  
তার ঘরের বাঁধন সহিল না সে যে চির বন্ধন-হারা,  
তাই ছন্দ-পাগলে কোলে নিয়ে দোলে জননী মুক্তধারা!  
ও সে আলো দিয়ে গেল আপনারে দহি',  
শেষে অমৃত বিলালো বিষ-জ্বালা সহি',  
শান্তি মাগিল ব্যথা-বিদ্রোহী  
চিতার অগ্নি-শূলে!  
পুনঃ নব-বীনা-করে আসিবে বলিয়া এই শ্যাম তরুণ্মূলে  
ওগো এই গঙ্গার কূলে।  
[ ফণি-মনসা ]

## অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত

জাগো অনশন-বন্দী, ওঠ রে যত  
জগতের লাক্ষিত ভাগ্যহত!  
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি'  
হাঁকে নিপীড়িত-জ্ঞান-মন-মথিত বাণী,  
নব জনম লভি' অভিনব ধরণী  
ওরে ওই আগত।  
আদি শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্র-আচার  
মূল সর্বনাশের, এরে ভাঙিব এবার!  
ভেদি' দৈত্য-কারা!  
আয় সর্বহারার!  
কেহ রহিবে না আর পর-পদ-আনত।  
কোরাস :  
নব ভিত্তি 'পরে  
নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে!  
শোন অত্যাচারী! শোন রে সঙ্কল্পী!  
ছিনু সর্বহারার, হব' সর্বজয়ী।

ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝ,  
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ!  
এই 'অন্তর-ন্যাশনাল-সংহতি' রে  
হবে নিখিল-মানব-জাতি সমুদ্রত।

[ কবি-মনসা ]

### পথের দিশা

চারিদিকে এই গুণ্ডা এবং বদ্‌ম্যাসির আখড়া দিয়ে  
রে অগ্রদূত, চ'লতে কি তুই পারবি আপন প্রাণ বাঁচিয়ে ?  
পারবি যেতে ভেদ ক'রে এই বক্র-পথের চক্রব্যূহ ?  
উঠবি কি তুই পাষণ ফুড়ে বনস্পতি মহীকূহ ?  
আজকে প্রাণের পো-ভাগাড়ে উড়ছে শুধু চিল-শকুনি,  
এর মাঝে তুই আলোক-শিশু কোন্ অভিযান ক'রবি, তনি ?  
ছুঁড়ছে পাথর, ছিটায় কাদা, কদর্ঘের এই হোরি-খেলায়  
গুত্র মুখে মাখিয়ে কালি ভোজপুরীদের হট-মেলায়  
বাঙলা দেশও মাতুল কি রে ? তপস্যা তার ভুললো অরুণ ?  
ডাঙিখানার চীৎকারে কি নামল ধুলায় ইন্দ্র বরুণ ?  
ব্যগ্র-পরান অগ্রপথিক, কোন্ বাণী তোর গুনাতে সাধ ?  
মস্ত্র কি তোর গুন্ডে দেবে নিন্দাবাদীর ঢঙ্কা-নিবাদ ?

নর-নারী আজ কণ্ঠ ছেড়ে কুৎসা-গানের কোরাস ধ'রে  
ভাবছে তা'রা সুন্দরেরই জয়ধ্বনি ক'রছে জোরে ?  
এর মাঝে কি খবর পেলি নব-বিপ্লব-ঘোড়সওয়ারী  
আসছে কেহ ? টুটল তিমির, খুলল দুয়ার পূব-দুয়ারী ?  
ভগবান আজ ভূত হ'ল যে প'ড়ে দশ-চক্র ফেরে,  
যবন এবং কাফের মিলে হায় বেচারায় ফিরছে তেড়ে!  
বাঁচাতে তায় আসছে কি রে নতুন যুগের মানুষ কেহ ?  
ধুলায় মলিন, রিক্তাভরণ, সিক্ত আঁখি, রক্ত দেহ ?  
মসজিদ আর মন্দির ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার,  
রে অগ্রদূত, ভাঙতে এবার আসছে কি জাঠ কালাপাহাড় ?  
জানিস যদি, খবর শোনা বন্ধ বাঁচার ঘেরাটোপে,  
উড়ছে আজো ধর্ম-ধ্বজা টিকির গিঠে দাড়ির ঝোপে!

নিন্দাবাদের বৃন্দাবনে ভেবেছিলাম গাইব না গান,  
ধাকতে নারি দেখে শুনে সুন্দরের এই হীন অপমান।

ক্রুদ্ধ রোষে রুদ্ধ ব্যথায় ফোঁপায় প্রাণে ফুক বাণী,  
মাতালদের ঐ ভাঁটিশালায় নটিনী আজ বীণাপাণি!  
জাতির পরান-সিদ্ধ মথি' স্বার্থ-লোভী গিশাচ যারা  
সুধার পাত্র লক্ষ্মীলাভের ক'রতেছে ভাগ-বাটোয়ারা,  
বিষ যখন আজ উঠল শেষে তখন কারুর পাইনে দিশা,  
বিষের জ্বালায় বিশ্ব পুড়ে, স্বর্গে তাঁরা মেটান তুষা!  
শুশান-শবের ছাইয়ের পাদায় আজকে রে তাই বেড়াই খুঁজে,  
ভাঙন-দেব আজ ভাঙের নেশায় কোথায় আছে চক্ষু বুঁজে!  
রে অগ্রদূত, তরুণ মনের গহন বনের রে সন্ধানী,  
আনিস্ খবর, কোথায় আমার যুগান্তরের বড়গপাণি!

[ কবি-মনসা ]

### হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ

মাইতঃ! মাইতঃ! এতদিনে বুঝি জাগিল ভারতে প্রাণ  
সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শুশান গোরস্থান!  
ছিল যারা চির-মরণ-আহত,  
উঠিয়াছে জাগি' ব্যথা-ব্রাহ্মত,  
'খালেদ' আবার ধরিয়াছে অসি, 'অর্জুন' ছোঁড়ে বাণ।  
জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু-মুসলমান!

মরিছে হিন্দু, মরে মুসলিম এ উহার ঘায়ে আজ,  
বঁচে আছে যারা মরিতেছে তারা, এ-মরণে নাহি লাজ।  
জেগেছে শক্তি তাই হানাহানি,  
অস্ত্রে অস্ত্রে নব জানাজানি।  
আজি পরীক্ষা—কাহার দত্ত হয়েছে কত দারাজ!  
কে মরিবে কাল সম্মুখ-রণে, মরিতে কা'রা নারাজ।

মুর্ছাতুরের কণ্ঠে শুনে যা জীবনের কোলাহল,  
উঠবে অমৃত, দেরি নাই আর, উঠিয়াছে হলাহল।  
খামিসুনে তোরা, চালা মছুন!  
উঠেছে কাফের, উঠেছে যবন;  
উঠবে এবার সত্য হিন্দু-মুসলিম মহাবল।  
জেগেছিস তোরা, জেগেছে বিধাতা, ন'ড়েছে খোদার কল।

আজি ওস্তাদে-শাগুরেদে যেন শক্তির পরিচয়।  
মেরে মেরে কাল করিতেছে ভীক ভারতেরে নির্ভয়।  
হেরিতেছে কাল,—কবজি কি মুঠি  
ঈশ্বর আঘাতে পড়ে কি-না টুটি,  
মারিতে মারিতে কে হ'ল যোগ্য, কে করিবে রণ-জয়!  
এ 'মক্ ফাইটে' কোন্ সেনানীর বুদ্ধি হয়নি লয়!

ক' ফোঁটা রক্ত দেখিয়া কে বীর টানিতেছে লেপ-কাঁথা!  
ফেলে রেখে অসি মাখিয়াছে মসি, বকিছে প্রলাপ যা-তা!  
হায়, এই সব দুর্বল-চেতা  
হবে অনাগত বিপ্লব-নেতা!  
ঝড় সাইক্লোনে কি করিবে এরা! ঘূর্ণিতে ঘোরে মাথা?  
রক্ত-সিঁদু সাতরিবে কা'রা—করে পরীক্ষা খাতা।

তোদেরি আঘাতে টুটেছে তোদের মন্দির মসজিদ,  
পরাদীনদের কলুষিত ক'রে উঠেছিল যার ভিত।  
খোদা খোদ যেন করিতেছে লয়  
পরাদীনদের উপাসনালয়!  
স্বাধীন হাতের পুত মাটি দিয়া রচিবে বেদী শহীদ।  
টুটিয়াছে চূড়া? ওরে ঐ সাথে টুটেছে তোদের নিদ।

কে কাহারে মারে, খোচেনি ধন্দ, টুটেনি অঙ্ককার,  
জানে না আঁধারে শত্রু ভাবিয়া আত্মীয় হানে মার।  
উদিবে অরুণ, ঘুচিবে ধন্দ,  
ফুটিবে দৃষ্টি, টুটিবে বন্দ,  
হেরিবে মেরেছে আপনার ভায়ে বন্ধ করিয়া দ্বার।  
ভারত-ভাগ্য ক'রেছে আহত ত্রিশূল ও তরবার।

যে-লাঠিতে আজ টুটে গছজ, পড়ে মন্দির-চূড়া,  
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ শুড়া।  
প্রভাতে হবে না ভায়ে-ভায়ে রণ,  
চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন।  
করুক কলহ—জেগেছে তো তবু—বিজয়-কেতন উড়া!  
ল্যাঞ্জে তোর যদি লেগেছে আতন, স্বর্ণলঙ্কা পুড়া!

[ ফণি-মনসা ]

## সিঁদু

—প্রথম তরঙ্গ—

হে সিঁদু, হে বন্ধু মোর, হে চির-বিরহী,  
হে অতৃপ্ত! রহি' রহি'  
কোন্ বেদনায়  
উঘেলিয়া ওঠ তুমি কানায় কানায়?  
কি কথা শুনাতে চাও, কারে কি কহিবে বন্ধু তুমি?  
প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে উর্ধ্বে নীলা নিম্নে বেলা-ভূমি!  
কথা কও, হে দুরন্ত, বল,  
তব বুকে কেন এত ঢেউ জাগে, এত কলকল?  
কিসের এ অশান্ত গর্জন?  
দিবা নাই রাত্রি নাই, অনন্ত ক্রন্দন  
ধামিল না, বন্ধু, তব।  
কোথা তব ব্যথা বাজে! মোরে কও, কা'রে নাহি ক'ব।  
কা'রে তুমি হারালে কখন?  
কোন্ মায়া-মণিকার হেরিছ স্বপন?  
কে সে বালা? কোথা তার ঘর?  
কবে দেখেছিলে তারে? কেন হ'ল পর  
যারে এত বাসিয়াছ ভালো!  
কেন সে আসিল, এসে কেন সে লুকালো?  
অভিমান ক'রেছে সে?  
মানিনী বেঁপেছে মুখ নিশীথিনী-কেশে?  
ঘুমায়েছে একাকিনী জোছনা-বিছানে?  
চাঁদের চাঁদিনী বুঝি তাই এত টানে  
তোমার সাগর-প্রাণ, জাগায় জোয়ার?  
কী রহস্য আছে চাঁদে লুকানো তোমার?  
বল, বন্ধু বল,  
ও কি গান? ও কি কাঁদা? ঐ মস্ত জল-ছলছল—  
ও কি হৃদয়?  
ঐ চাঁদ ঐ সে কি প্রেমসী তোমার?  
টানিয়া সে মেঘের আড়াল  
সুদূরিকা সুদূরেই থাকে চিরকাল?  
চাঁদের কলঙ্ক ঐ, ও কি তব ক্ষুধাতুর চুষনের দাগ?  
দূরে থাকে কলঙ্কিনী, ও কি রাগ? ও কি অনুরাগ?  
জান না কি, তাই  
তরঙ্গে আছাড়ি' মর আক্রোশে বুথাই?...  
৮৯

মনে লাগে তুমি যেন অনন্ত পুরুষ  
 আপনার স্বপ্নে ছিলে আপনি বেহীশ।  
 অশান্ত! প্রশান্ত ছিলে  
 এ-নিখিলে  
 জানিতে না আপনারে ছাড়া।  
 তরঙ্গ ছিল না বুকে, তখনো দোলানী এসে দেয়নি ক' নাড়া!  
 বিপুল আরশি-সম ছিলে স্বচ্ছ, ছিলে স্থির,  
 তব মুখে মুখ রেখে ঘুমাইত তীর।—  
 তপস্বী! ধ্যানী!  
 তারপর চাঁদ এলো—কবে, নাহি জানি  
 তুমি যেন উঠিলে শহর'।  
 হে মৌনী, কহিলে কথা—“মরি মরি,  
 সুন্দর সুন্দর!”  
 “সুন্দর সুন্দর” গাহি' জাগিয়া উঠিল চরাচর।  
 সেই সে আদিম শব্দ, সেই আদি কথা,  
 সেই বুঝি নির্জনের সৃজনের ব্যথা,  
 সেই বুঝি বুঝিলে রাজন  
 একা সে সুন্দর হয় হইলে দু'জন!...  
 কোথা সে উঠিল চাঁদ হৃদয়ে না নভে  
 সে-কথা জানে না কেউ, জানিবে না, চিরকাল নাহি-জানা র'বে।  
 এতদিনে ভার হ'ল আপনারে নিয়া একা থাকা,  
 কেন যেন মনে হয়—ফাঁকা, সব ফাঁকা!  
 কে যেন চাহিছে মোরে, কে যেন কী নাই,  
 যারে পাই তারে যেন আরো পেতে চাই!

জাগিল আনন্দ-ব্যথা, জাগিল জোয়ার,  
 লাগিল তরঙ্গে দোলা, ভাঙিল দুয়ার,  
 মাতিয়া উঠিলে তুমি!  
 কাঁপিয়া উঠিল কেঁদে নিদ্রাতুরা তুমি!  
 বাতাসে উঠিল ব্যোমে তব হতাশাস,  
 জাগিল অন্তত শূন্যে নীলিমা-উছাস!  
 বিশ্বয়ে বাহিরি' এল নব নব নক্ষত্রের দল,  
 রোমাঞ্চিত হ'ল ধরা,  
 বুক চিরে এল তার ভূণ-ফুল-ফল।  
 এল আলো, এল বায়ু, এল তেজ প্রাণ,  
 জানা ও অজানা ব্যোমে ওঠে সে কি অভিনব গান!  
 এ কি মাতামাতি ওগো এ কি উত্তরোল!

এত বুক ছিল হেথা, ছিল এত কোল!  
 শাখা ও শাখীতে যেন কত জানাশোনা,  
 হাওয়া এসে দোলা দেয়, সেও যেন ছিল জানা  
 কত সে আপনা!  
 জলে জলে ছলাছলি চলমান বেগে,  
 ফুলে হলে চুমোচুমি—চরাচরে বেলা ওঠে জেগে!  
 আনন্দ-বিহবল  
 সব আজ কথা কহে, গাহে গান, করে কোলাহল!

বন্ধু ওগো সিন্ধুরাজ! স্বপ্নে চাঁদ-মুখ  
 হেরিয়া উঠিলে জাগি', ব্যথা ক'রে উঠিল ও-বুক।  
 কী যেন সে ক্ষুধা জাগে, কী যেন সে পীড়া,  
 গ'লে যায় সারা হিয়া, ছিড়ে যায় যত ঝাণ্ডু শিরা!  
 নিয়া নেশা, নিয়া ব্যথা-সুখ  
 দু'লিয়া উঠিলে সিন্ধু উৎসুক উন্মুখ!  
 কোন্ প্রিয়-বিরহের সুগভীর ছায়া  
 তোমাতে পড়িল যেন, নীল হ'ল তব স্বচ্ছ কায়া!

সিন্ধু, ওগো বন্ধু মোর!  
 গর্জিয়া উঠিল ঘোর  
 আর্ত হৃদ্বারে!  
 বারে বারে  
 বাসনা-তরঙ্গে তব পড়ে ছায়া তব প্রেমসীর,  
 ছায়া সে তরঙ্গে ভাঙে, হানে মায়া, উর্ধ্বে প্রিয়া স্থির!  
 ঘুচিল না অনন্ত আড়াল,  
 তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে সাথে কাল!  
 কাঁদে গ্রীষ্ম, কাঁদে বর্ষা, বসন্ত ও শীত,  
 নিশিদিন শুনি বন্ধু এই এক ক্রন্দনের গীত,  
 নিখিল বিরহী কাঁদে সিন্ধু তব সাথে,  
 তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে প্রিয়া রাতে!  
 সেই অশ্রু—সেই লোনা জল  
 তব চক্ষে—হে বিরহী বন্ধু মোর—করে টলমল!

এক জালা এক ব্যথা নিয়া  
 তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া।

## —দ্বিতীয় ভরস—

হে সিদ্ধ, হে বন্ধু মোর  
হে মোর বিদ্রোহী!  
রহি' রহি'  
কোন্ বেদনায়  
তরঙ্গ-বিভঙ্গে মাতো উদ্দাম লীলায়!  
হে উন্মত্ত, কেন এ নর্তন?  
নিষ্ফল আক্রোশে কেন কর আশ্ফালন  
বেলাত্নে পড়ো আছাড়িয়া!  
সর্বগ্রাসী! গ্রাসিতেছ মৃত্যু-ক্ষুধা নিয়া  
ধরণীয়ে তিলে-তিলে!  
হে অস্থির! স্থির নাহি হ'তে দিলে  
পৃথিবীয়ে! ওগো নৃত্য-ভোলা,  
ধরারে দোলায় শূন্য তোমার হিন্দোলা!  
হে চঞ্চল,  
বারে বারে টানিতেছ দিগন্তিকা-বন্ধুর অঞ্চল!  
কৌতুকী গো! তোমার এ-কৌতুকের অন্ত যেন নাই।—  
কী যেন বুখাই  
ঝুঁজিতেছ কূলে কূলে  
কার যেন পদরেখা!—কে নিশীথে এসেছিল ভূলে  
তব তীরে, গর্বিতা সে নারী,  
যত বারি আছে চোখে তব  
সব দিলে পদে তার ঢালি',  
সে শুধু হাসিল উপেক্ষায়!  
তুমি গেলে করিতে চূষন, সে ফিরালো কঙ্কণের ঘায়।  
—গেল চ'লে নারী!  
সন্ধান করিয়া ফের, হে সন্ধানী, তারি  
দিকে দিকে তরণীর দূরাশা লইয়া,  
গর্জনে গর্জনে কাদ—“পিয়া, মোর পিয়া!”  
বলো বন্ধু, বুকে তব কেন এত বেগ, এত জ্বালা?  
কে দিল না প্রতিদান? কে ছিড়িল মালা?  
কে সে গরবিনী বাল্য? কার এত রূপ এত প্রাণ,  
হে সাগর, করিল তোমার অপমান!  
হে মজ্জু, কোন্ সে লায়লীর  
প্রণয়ে উন্মাদ তুমি?—বিরহ-অধির  
করিয়াছ বিদ্রোহ ঘোষণা, সিদ্ধরাজ,

কোন্ রাজকুমারীর লাগি? কারে আজ  
পরাজিত করি' রণে, তব প্রিয়া রাজ-দুহিতারে  
আনিবে হরণ করি'?—সারে সারে  
দলে দলে চলে তব তরঙ্গের সেনা,  
উফরীষ তাদের শিরে শোভে শুভ্র ফেনা!  
ঝটিকা তোমার সেনাপতি  
আদেশ হানিয়া চলে উর্ধ্বে অগ্রগতি।  
উড়ে চলে মেঘের বেলুন,  
‘মাইন্’ তোমার চোরা পর্বত নিপুণ!  
হাস্তর কুঞ্জীর তিমি চলে ‘সাব্‌মেরিন’,  
নৌ-সেনা চলিছে নীচে মীন!  
সিদ্ধ-ঘোটকেতে চড়ি' চলিয়াছ বীর  
উদ্দাম অস্থির!  
কখন আনিবে জয় করি'—কবে সে আসিবে তব প্রিয়া,  
সেই আশা নিয়া  
মুক্তা-বুকে মালা রচি' নীচে!  
তোমার হেরে-বান্দী শত গুতি-বধু অপেক্ষিছে।  
প্রবাল গাঁথিছে রক্ত-হার—  
হে সিদ্ধ, হে বন্ধু মোর—তোমার প্রিয়ার!  
বধু তব দীপাবলিতা আসিবে কখন?  
রচিতেছে নব নব স্বীপ তারি প্রমোদ-কানন।  
বক্ষে তব চলে সিদ্ধ-পোত  
ওরা তব যেন পোষা কপোতী-কপোত।  
নাচায়ে আদর করে পাখীয়ে তোমার  
ডেউ-এর দোলায়, ওগো কোমল দুর্বার!  
উদ্ভাসে তোমার জল উলসিয়া উঠে,  
ও বুঝি চূষন তব তা'র চক্ষুপটে?  
আশা তব ওড়ে লুক সাগর-শকুন,  
তটভূমি টেনে চলে তব আশা-তারকার গুণ!  
উড়ে যায় নাম-নাহি-জানা কত পাখী,  
ও যেন স্বপন তব!—কী তুমি একাকী  
ভাব কভু আনমনে যেন,  
সহসা লুকাতে চাও আপনারে কেন!  
ফিরে চলো ভাঁটি-টানে কোন্ অন্তরালে,  
যেন তুমি বেঁচে যাও নিজেদের লুকালে!—  
শ্রান্ত মাঝি গাহে গান ভাটিয়ালী সুরে,  
ভেসে যেতে চায় প্রাণ দূরে—আরো দূরে।

সীমাহীন নিরুদ্ধেশ পথে,  
মাঝি ভাসে, তুমি ভাস, আমি ভাসি শ্রোতে।

নিরুদ্ধেশ! শুনে কোন্ আড়ালীর ডাক  
ভাটিয়ালী পথে চলো একাকী নির্বাক?  
অন্তরের তলা হ'তে শোন কি আহবান?  
কোন্ অন্তরিকা কান্দে অন্তরালে থাকি' যেন,  
চাহে তব প্রাণ!

বাহিরে না পেয়ে তারে ফের তুমি অন্তরের পানে  
লজ্জায়—ব্যথায়—অপমানে!

তারপর, বিরাট পুরুষ! বোঝো নিজ ভুল  
জোয়ারে উচ্ছ্বসি' ওঠো, ভেঙে চল কূল  
দিকে দিকে প্রাবনের বাজায়ে বিষাণ  
বলো, 'প্রেম করে না দুর্বল ওরে করে মহীয়ান!'

বারণী সাকীরে কহ, 'আনো সখি সুরার পেয়ালা!'  
আনন্দে নাচিয়া ওঠো দুখের নেশায় বীর, ভোল সব জ্বালা!  
অন্তরের নিষ্পেষিত ব্যথার ক্রন্দন  
ফেনা হ'য়ে ওঠে মুখে বিষের মতন।  
হে শিব, পাগল!

তব কণ্ঠে ধরি' রাখো সেই জ্বালা—সেই হলাহল!  
হে বন্ধু, হে সখা,  
এতদিনে দেখা হ'ল, মোরা দুই বন্ধু পলাতকা।

কত কথা আছে—কত গান আছে শোনাবার,  
কত ব্যথা জানাবার আছে—সিদ্ধু, বন্ধু গো আমার!

এসো বন্ধু, মুখোমুখি বসি,  
অথবা টানিয়া লহ তরঙ্গের আলিঙ্গন দিয়া, দুঁহ পশি  
চেটে নাই যেথা—শুধু নিতল সুনীল।—  
তিমিরে কহিয়া দাও—সে যেন খোলে না খিল  
থাকে ঘারে বসি',  
সেইখানে ক'ব কথা। যেন রবি-শশী  
নাহি পশে সেথা।  
তুমি র'বে—আমি র'বে—আর র'বে ব্যথা!

সেথা শুধু ভবে র'ব কথা নাহি কহি',—  
যদি কই,—  
নাই সেথা দু'টি কথা বই,  
'আমিও বিরহী, বন্ধু, তুমিও বিরহী!'

### —তৃতীয় ভাগ—

হে ক্ষুধিত বন্ধু মোর, তৃপ্তিত জলধি,  
এত জল বুকে তব, তবু নাহি তৃষার অবধি!  
এত নদী উপনদী তব পদে করে আত্মদান,  
বুড়ুফু! তবু কি তব ভরিল না প্রাণ?  
দুরন্ত গো, মহাবাহু,  
ওগো রাহু,  
তিন ভাগ গ্রাসিয়াছ—এক ভাগ বাকী!  
সুরা নাই—পাত্র-হাতে কাঁপিতেছে সাকী!

হে দুর্গম! খোলো খোলো খোলো দ্বার।  
সারি সারি গিরি-দরী দাঁড়ায়ে দুয়ারে করে প্রতীক্ষা তোমার।  
শস্য-শ্যামা বসুমতী ফুলে-ফলে ভরিয়া অঞ্জলি  
করিছে বন্দনা তব, বলী!  
তুমি আছ নিয়া নিজ দুরন্ত কল্লোল  
আপনাতে আপনি বিভোল!  
পশে না শ্রবণে তব ধরণীর শত দুঃখ-গীত;  
দেখিতেছ বর্তমান, দেখেছ অতীত,  
দেখিবে সুদূর ভবিষ্যৎ—  
মৃত্যুঞ্জয়ী দ্রষ্টা, কবি, উদাসীনবৎ!  
ওঠে ভাঙে তব বুকে তরঙ্গের মতো  
জন্ম-মৃত্যু দুঃখ-সুখ, ভূমানন্দে হেরিছ সত্যত!

হে পবিত্র! আজিও সুন্দর ধরা, আজিও অম্লান  
সদ্য-ফোটা পুষ্পসম, তোমাতে করিয়া নিতি স্নান।  
জগতের যত পাপ গ্লানি  
হে দরদী, নিঃশেষে মুছিয়া লয় তব স্নেহ-পানি!  
ধরা তব আদরিনী মেয়ে,  
তাহারে দেখিতে তুমি আস' মেঘ বেয়ে।  
হেসে ওঠে ভূপে-শস্যে দুলালী তোমার,  
কালো চোখ বেয়ে করে হিম-কণা আনন্দাশ্রু-ভার।  
জলধারা হ'য়ে নামো, দাও কত রক্তিন যৌতুক,

ভাঙ' গড়' দোলা দাও,—  
কন্যারে লইয়া তব অনন্ত কৌতুক!  
হে বিরাট, নাহি তব ক্ষয়,  
নিত্য নব নব দানে ক্ষয়েরে ক'রেছ তুমি জয়!  
হে সুন্দর! জলবাহু দিয়া  
ধরণীর কটিতট আছো আঁকড়িয়া  
ইন্দ্রনীলকান্তমণি মেখলার সম,  
মেদিনীর নিতম্ব-দোলার সাথে দোল' অনুপম!

বন্ধু, তব অনন্ত যৌবন  
তরঙ্গে ফেনায়ে ওঠে সুরার মতন!  
কত মৎস্য-কুমারীরা নিত্য তোমা' যাচে,  
কত জল-দেবীদের শুভ মালা প'ড়ে তব চরণের কাছে,  
চেয়ে নাহি দেখ, উদাসীন!  
কার যেন স্বপ্নে তুমি মন্ত নিশিদিন!

মহুর-মন্দার দিয়া দস্যু সুরাসুর  
মথিয়া লুপ্তিয়া গেছে তব রত্ন-পুর,  
হরিয়াছে উকৈশ্রবা, তব লক্ষী, তব শশী-প্রিয়া  
তার সব আছে আজ সুখে স্বর্গে গিয়া!  
ক'রেছে লুপ্তন  
তোমার অমৃত-সুখা—তোমার জীবন!  
সব গেছে, আছে শুধু ক্রন্দন-কল্লোল,  
আছে জ্বালা, আছে স্মৃতি, ব্যথা-উত্তরোল  
উর্ধ্বে শূন্য,—নিম্নে শূন্য,—শূন্য চারিধার,  
মধ্যে কাদে বারিধার, সীমাহীন রিক্ত হাহাকার!

হে মহান! হে চির-বিরহী!  
হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে মোর বিদ্রোহী,  
সুন্দর আমার!

নমস্কার!

নমস্কার লহ!

তুমি কাদ, আমি কাদি,—কাদে মোর প্রিয়া অহরহ!  
হে দুস্তর, আছে তব পার, আছে কুমা,  
এ অনন্ত বিরহের নাহি পার,—নাহি কূল,—শুধু স্বপ্ন, ভুল।

মাগিব বিদায় যবে, নাহি র'ব আর,  
তব কল্লোলের মাঝে বাজে যেন ক্রন্দন আমার!

বৃথাই খুঁজিবে যবে প্রিয়  
উত্তরিও বন্ধু ওগো সিন্ধু মোর, তুমি গরজিয়া!  
তুমি শূন্য, আমি শূন্য, শূন্য চারিধার,  
মধ্যে কাদে বারিধার, সীমাহীন রিক্ত হাহাকার।  
[ সিন্ধু-হিন্দোল ]

### গোপন-প্রিয়া

পাইনি ব'লে আজো তোমায় বাসছি ভালো, রাণি,  
মধ্যে সাগর, এ-পার ও-পার করছি কানাকানি!  
আমি এ-পার, তুমি ও-পার,  
মধ্যে কাদে বাধার পাথর,  
ও-পার হ'তে ছায়া-তরু দাও তুমি হাতছানি,  
আমি মরু, পাইনে তোমার ছায়ার ছোঁয়াখানি।

নাম-শোনা দুই বন্ধু মোরা, হয়নি পরিচয়!  
আমার বুকে কাদছে আশা, তোমার বুকে ভয়!  
এই-পারী ঢেউ বাদল-বায়ে  
আছড়ে পড়ে তোমার পায়ে,  
আমার ঢেউ-এর দোলায় তোমার ক'রলো না কূল ক্ষয়,  
কূল ভেঙেছে আমার ধারে—তোমার ধারে নয়!

চেনার বন্ধু, পেলাম না ক' জনার অবসর।  
গানের পাখী ব'সেছিলাম দু'দিন শাখার 'পর।  
গান ফুরালে যাব যবে  
গানের কথাই মনে রবে,  
পাখী তখন থাকবে না ক'—থাকবে পাখীর স্বর,  
উড়ব আমি,—কাদবে তুমি ব্যথার বালুচর!

তোমার পারে বাজল কখন আমার পারের ঢেউ,  
অজানিতা! কেউ জানে না, জানবে না ক' কেউ।  
উড়তে গিয়ে পাখা হ'তে  
একটি পালক প'ড়লে পথে  
ভুলে' প্রিয় ভুলে যেন খোঁপায় গুঁজে নেও!  
ভয় কি সখি? আপনি তুমি ফেলবে খুলে এ-ও!

বর্ষা-ঝরা এমনি প্রাতে আমার মত কি  
ঝুরবে তুমি একলা মনে, বনের কেতকী?



মনের মনে নিশীথ-রাতে  
চুম দেবে কি কল্পনাতে ?  
স্বপ্ন দেখে উঠবে জেগে, ভাববে কত কি!  
মেঘের সাথে কাঁদবে তুমি, আমার চাতকী!

দূরের প্রিয়া! পাইনি তোমায় তাই এ কাঁদন-রোল!  
কূল মেলে না,—তাই দরিয়ায় উঠতেছে ঢেউ-দোল!  
তোমায় পেলে ধামত বাঁশী,  
আসত মরণ সর্বনাশী।  
পাইনি ক', তাই ভ'রে আছে আমার বুকের কোল।  
বেগুর হিয়া শূন্য ব'লে উঠবে বাঁশীর বোল।

বন্ধু, তুমি হাতের-কাছের সাধের-সাথী নও,  
দূরে যত রও এ-হিয়ার তত নিকট হও।  
ধাক্বে তুমি ছায়ার সাথে  
নায়ার মত চাঁদনী রাতে!  
যত গোপন তত মধুর—নাই-বা কথা কও!  
শয়ন-সাথে রও না তুমি নয়ন-পাতে রও!

ওগো আমার আড়াল-ধাকা ওগো স্বপন-চোর!  
তুমি আছ আমি আছি এই তো খুশি মোর।  
কোথায় আছ কেমনে রাগি,  
কাজ কি খোজে, নাই-বা জানি!  
ভালোবাসি এই আনন্দে আপনি আছি ভোর!  
চাই না জাগা, থাকুক চোখে এমনি ঘুমের ঘোর।

রাতে যখন একলা শোব—চাইবে তোমার বুক,  
নিবিড়-ঘন হবে যখন একলা থাকার দুখ,  
দুখের সুরায় মত্ত হ'য়ে  
ধাক্বে এ-প্রাণ তোমায় ল'য়ে,  
কল্পনাতে আঁকব তোমার চাঁদ-চুয়ানো মুখ!  
ঘুমে জাগায় জড়িয়ে র'বে, সেই তো চরম সুখ!  
গাইব আমি, দূরের থেকে শুনেবে তুমি গান।  
ধামলে আমি—গান গাওয়াবে তোমার অভিমান!  
শিল্পী আমি, আমি কবি,  
তুমি আমার আঁকা ছবি,

আমার লেখা কাব্য তুমি, আমার রচা গান।  
চাইব না ক', পরান ভ'রে ক'রে যাব দান।

তোমার বুক স্থান কোথা গো এ দূর-বিরহীর,  
কাজ কি জেনে?—তল কেবা পায় অতল জলধির!  
গোপন তুমি আসলে নেমে  
কাব্যে আমার, আমার প্রেমে,  
এই-সে সুখে থাকব বেঁচে, কাজ কি দেখে তীর?  
দূরের পাখী—গান গেয়ে যাই, না-ই বাঁধিলাম নীড়!

বিদায় যেদিন নেবো সেদিন নাই-বা পেলাম দান,  
মনে আমায় ক'রবে না ক'—সেই তো মনে স্থান!  
যে-দিন আমায় ভুলতে গিয়ে  
করবে মনে, সে-দিন প্রিয়ে  
ভোলার মাঝে উঠবে বেঁচে, সেই তো আমার প্রাণ!  
নাই বা পেলাম, চেয়ে গেলাম, গেয়ে গেলাম গান!  
[ সিদ্ধ-হিন্দোল ]

### অ-নামিকা

তোমাতে বন্দনা করি  
স্বপ্ন-সহচরী  
লো আমার অনাগত প্রিয়া,  
আমার পাওয়ার বুক না-পাওয়ার তৃষ্ণা-জাগানিয়া!  
তোমাতে বন্দনা করি...  
হে আমার মানস-রঙ্গিনী,  
অনন্ত-যৌবনা বালা, চিরন্তন বাসনা-সঙ্গিনী!  
তোমাতে বন্দনা করি...  
নাম-নাহি-জানা ওগো আজো-নাহি-আসা!  
আমার বন্দনা লহ, লহ ভালোবাসা...  
গোপন-চারিণী মোর, লো চির-শ্রেয়সী!  
সৃষ্টি-দিন হ'তে কাঁদ' বাসনার অন্তরালে বসি',—  
ধরা নাহি দিলে দেহে।  
তোমার কল্যাণ-দীপ জ্বলিল না  
দীপ-নেভা বেড়া-দেওয়া গেছে।  
অসীমা! এলে না তুমি সীমারেখা-পারে!

স্বপনে পাইয়া তোমা' স্বপনে হারাই বারে বারে  
অরুণা লো! রতি হ'য়ে এলে মনে,  
সতী হ'য়ে এলে না ক' ঘরে।  
প্রিয় হ'য়ে এলে প্রেমে,  
বধু হয়ে এলে না অধরে!  
দ্রাক্ষা-বুকে রহিলে গোপনে তুমি শিরীন শরাব,  
পেয়ালায় নাহি এলে!—

'উতারো নেকা'—

হাঁকে মোর দুরন্ত কামনা!  
সুদূরিকা! দূরে থাক'—ভালোবাস—নিকটে এসো না।

তুমি নহ নিভে-যাওয়া আলো, নহ শিখা।

তুমি মরীচিকা,  
তুমি জ্যোতি:—

জন্ম-জন্মান্তর ধরি' লোকে-লোকান্তরে তোমা' করেছি আরতি,  
বারে বারে একই জন্মে শতবার করি!  
যেখানে দেখেছি রূপ,—করেছি বন্দনা প্রিয়া তোমারেই 'স্মরি'।  
রূপে রূপে, অপরূপা, খুঁজেছি তোমায়,  
পবনের যবনিকা যত তুলি তত বেড়ে যায়!

বিরহের কান্না-ধোওয়া তৃণ হিয়া ভরি'

বারে বারে উদিয়াছ ইন্দ্রধনুসমা,

হাওয়া-পরী

প্রিয় মনোরমা!

ধরিতে গিয়েছি—তুমি মিলিয়েছ দূর দিখলয়ে

ব্যথা-দেওয়া রাণী মোর, এলে না ক' কথা-কওয়া হ'য়ে!

চির-দূরে-থাকা ওগো চির-নাহি-আসা!

তোমারে দেহের তীরে পাবার দুরাশা

এহ হ'তে এহান্তরে ল'য়ে যায় মোরে!

বাসনার বিপুল আগ্রহে—

জন্ম লভি লোকে-লোকান্তরে!

উঘেলিত বুকে মোর অতৃপ্ত যৌবন-সুখা

উদগ্ধ কামনা,

জন্ম তাই লভি বারে বারে,

না-পাওয়ার করি আরাধনা!....

যা-কিছু সুন্দর হেরি' ক'রেছি চুষন,

যা-কিছু চুষন দিয়া ক'রেছি সুন্দর—

সে-সবার মাঝে যেন তব হরষণ

অনুভব করিয়াছি!—ছুঁয়েছি অধর

তিলোত্তমা, তিলে তিলে!

তোমারে যে করেছি চুষন

প্রতি তরুণীর ঠোটে

প্রকাশ গোপন।

যে কেহ প্রিয়ারে তার চুষিয়াছে ঘুম-ভাঙা রাতে,

রাত্রি-জাগা তন্দ্রা-লাগা ঘুম-পাওয়া প্রাতে,

সকলের সাথে আমি চুমিয়াছি তোমা'

সকলের ঠোটে যেন, হে নিখিল-প্রিয়া প্রিয়তমা!

তরু, লতা, পত, পাখী, সকলের কামনার সাথে

আমার কামনা জাগে,—আমি রমি বিশ্ব-কামনাতে!

বঞ্চিত যাহারা প্রেমে, ভুঞ্জে যারা রতি—

সকলের মাঝে আমি—সকলের প্রেমে মোর গতি!

যে-দিন স্রষ্টার বুকে জেগেছিল আদি সৃষ্টি-কাম,

সেই দিন স্রষ্টা সাথে তুমি এলে, আমি আসিলাম।

আমি কাম, তুমি হ'লে রতি,

তরুণ-তরুণী বুকে নিত্য তাই আমাদের অপরূপ গতি!

কী যে তুমি, কী যে নহ, কত ভাবি—কত দিকে চাই!

নামে নামে, অ-নামিকা, তোমারে কি খুঁজিনু বৃথাই?

বৃথাই বাসিনু ভালো? বৃথা সবে ভালোবাসে মোরে?

তুমি ভেবে যারে বুকে চেপে ধরি সে-ই যায় স'রে!

কেন হেন হয়, হয়, কেন লয় মনে—

যারে ভালো বাসিলাম, তারো চেয়ে ভালো কেহ বাসিছে গোপনে।

সে বুঝি সুন্দরতর—আরো আরো মধু!

আমারি বধূর বুকে হাসো তুমি হ'য়ে নববধু।

বুকে যারে পাই, হয়,

তারি বুকে তাহারি শয্যা

নাহি-পাওয়া হ'য়ে তুমি কাঁদ একাকিনী,

ওগো মোর প্রিয়ার সতিনী!...

বারে বারে পাইলাম—বারে বারে মন যেন কহে—

নহে এ সে নহে!

কুহেলিকা! কোথা তুমি? দেখা পাব কবে?

জন্মেছিলে জন্মিয়াছ কিবা জন্ম লবে?

কথা কও, কও কথা প্রিয়া,

হে আমার যুগে-যুগে না-পাওয়ার তৃষ্ণা-জাগানিয়া!

কহিবে না কথা তুমি! আজ মনে হয়,  
প্রেম সত্য চিরন্তন, প্রেমের পাত্র সে বুঝি চিরন্তন নয়।

জন্ম যার কামনার বীজে  
কামনারই মাঝে সে যে বেড়ে যায় কল্পতরু নিজে।  
দিকে দিকে শাখা তার করে অভিযান,  
ও যেন গুণিয়া নেবে আকাশের যত বায়ু প্রাণ।  
আকাশ ঢেকেছে তার পাখা  
কামনার সবুজ বলাকা!

প্রেম সত্য, প্রেম-পাত্র বহু—অগণন,  
তাই—চাই, বুকে পাই, তবু কেন কেঁদে ওঠে মন।  
মদ সত্য, পাত্র সত্য নয়!  
যে-পাত্রে ঢালিয়া খাও সেই নেশা হয়!  
চির-সহচরী!

এতদিনে পরিচয় পেনু, মরি মরি!  
আমারি প্রেমের মাঝে রয়েছে গোপন,  
বৃথা আমি খুঁজে মরি' জন্মে জন্মে করিনু রোদন।  
প্রতি রূপে, অপরাধ, ডাক তুমি,  
চিনেছি তোমায়,  
যাহারে বাসিব ভালো—সে-ই তুমি,  
ধরা দেবে তায়!  
প্রেম এক, প্রেমিকা সে বহু,  
বহু পাত্রে ঢেলে পি'ব সেই প্রেম—  
সে শরাব লোহু।  
তোমারে করিব পান, অ-নামিকা, শত কামনায়,  
ভুঙ্গারে, গোলাসে কভু, কভু পেয়ালায়!

[ সিদ্ধু-হিন্দোল ]

### বিদায়-স্বরগে

পথের দেখা এ নহে গো বন্ধু,  
এ নহে পথের আলাপন।  
এ নহে সহসা পথ-চলা শেষে  
ওধু হাতে হাতে পরশন ॥

নিমেষে নিমেষে নব পরিচয়ে  
হ'লে পরিচিত মোদের হৃদয়ে,

আসনি বিজয়ী—এলে সখা হ'য়ে,  
হেসে হ'রে নিলে প্রাণ-মন ॥

রাজাসনে বসি' হওনি ক' রাজা,  
রাজা হ'লে বসি, হৃদয়ে,  
তাই আমাদের চেয়ে তুমি বেশী  
ব্যথা পেলে তব বিদায়ে ॥

আমাদের শত ব্যথিত হৃদয়ে  
জাগিয়া রহিবে তুমি ব্যথা হ'য়ে,  
হ'লে পরিজন চির-পরিচয়ে—  
পুনঃ পাব তার দরশন,  
এ নহে পথের আলাপন ॥

[ সিদ্ধু-হিন্দোল ]

### দারিদ্র্য

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে ক'রেছ মহান।  
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান  
কণ্টক-মুকুট শোভা।—দিয়াছ, তাপস,  
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস;  
উদ্ধত ঊলস দৃষ্টি; বাণী ক্ষুরধার,  
বীণা মোর শাপে তব হ'ল তরবার!

দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,  
অজ্ঞান স্বর্গেরে মোর করিলে বিরস,  
অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ!  
শীর্ণ করপুট ভরি' সূন্দরের দান  
যতবার নিতে যাই—হে বৃত্তস্কু তুমি  
অগ্রে আসি' কর পান! শূন্য মরুভূমি  
হেরি মম কল্পলোক। আমার নয়ন  
আমারি সূন্দরে করে অগ্নি বরিষণ!

বেদনা-হলুদ-বৃত্ত কামনা আমার  
শেফালির মত শুভ্র সুরভি-বিধার  
বিকশি' উঠিতে চাহে, তুমি হে নির্মম,  
দলবৃত্ত ভাঙ শাখা কাঠুরিয়া সম!

আশ্বিনের প্রভাতের মত ছলছল  
ক'রে ওঠে সারা হিয়া, শিশির সজল  
টলটল ধরণীর মত করুণায়!  
তুমি রবি, তব তাপে তকইয়া যায়  
করুণা-নীহার-বিন্দু! মান হ'য়ে উঠি  
ধরণীর ছায়াধলে! স্বপ্ন যায় টুটি'  
সুন্দরের, কল্যাণের। তরল গরল  
কণ্ঠে ঢালি' তুমি বল, 'অমৃতে কি ফল?  
জ্বালা নাই, নেশা নাই, নাই উন্মাদনা,—  
রে দুর্বল, অমরার অমৃত-সাধনা  
এ দুঃখের পৃথিবীতে তোর ব্রত নহে,  
তুই নাগ, জনু তোর বেদনার দহে।  
কাঁটা-কুঞ্জে বসি' তুই গাঁথিবি মালিকা,  
দিয়। গেনু ভালে তোর বেদনার টিকা!'

গাহি গান, গাঁথি মালা, কণ্ঠ করে জ্বালা,  
দংশিল সর্বাস্থে মোর নাগ-নাগবালা!...

ভিক্ষা-ঝুলি নিয়া ফের' ঘারে ঘারে ঋষি  
ক্ষমাহীন হে দুর্বাসা! যাপিতেছে নিশি  
সুখে বর-বধু যথা—সেখানে কখন,  
হে কঠোর-কণ্ঠ, গিয়া ডাক—'মুড়, শোন্,  
ধরণী বিলাস-কুঞ্জ নহে নহে কারো,  
অভাব বিরহ আছে, আছে দুঃখ আরো,  
আছে কাঁটা শয্যাতে বাহুতে প্রিয়ার,  
তাই এবে কর' ভোগ!'—পড়ে হাহাকার  
নিমেঘে সে সুখ-স্বর্গে, নিবে যায় বাতি,  
কাটিতে চাহে না যেন আর কাল-রাতি!

চল-পথে অনশন-ক্লিষ্ট ক্ষীণ তনু,  
কী দেখি' বাকিয়া ওঠে সহসা জ-ধনু,  
দু'নয়ন ভরি' রক্ত হানো অগ্নি-বাণ,  
আসে রাজ্যে মহামারী দূর্ভিক্ষ তুফান,  
প্রমোদ-কানন পুড়ে, উড়ে অট্টালিকা,—  
তোমার আহিনে শুধু মৃত্যু-দণ্ড লিখা!

বিনয়ের ব্যভিচার নাহি তব পাশ,  
তুমি চাহ নগ্নতার উলঙ্গ প্রকাশ।

সঙ্কোচ শরম বলি' জান না ক' কিছু,  
উন্নত করিছ শির যার মাথা নীচু।  
মৃত্যু-পথ-যাত্রীদল তোমার ইঙ্গিতে  
গলায় পরিছে ফাঁসি হাসিতে হাসিতে!  
নিত্য অভাবের কুণ্ড জ্বালাইয়া বুকে  
সাধিতেছ মৃত্যু-যজ্ঞ পৈশাচিক সুখে!

লক্ষীর কিরীটি ধরি' ফেলিতেছ টানি'  
ধূলিতলে। বীণা-তারে করাঘাত হানি'  
সারদার, কী সুর বাজাতে চাহ শুণী?  
যত সুর আর্তনাদ হ'য়ে ওঠে শুনি!

প্রভাতে উঠিয়া কালি শুনি, সানাই  
বাজিছে করুণ সুরে! যেন আসে নাই  
আজো কা'রা ঘরে ফিরে! কাঁদিয়া কাঁদিয়া  
ডাকিছে তাদের যেন ঘরে 'সানাইয়া'!  
বধূদের প্রাণ আজ সানাইয়ের সুরে  
ভেসে যায় যথা আজ প্রিয়তম দূরে  
আসি আসি করিতেছে! সখী বলে, 'বল  
মুছলি কেন লা আঁখি, মুছলি কাজল?'...

তনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই  
'আয় আয়' কাঁদিতেছে তেমনি সানাই।  
মানমুখী শেফালিকা পড়িতেছে ঝরি'  
বিধবার হাসি সম—স্নিগ্ধ গন্ধে ভরি'!  
নেচে ফেরে প্রজাপতি চঞ্চল পাখায়  
দূরন্ত নেশায় আজি, পুষ্প-প্রগল্ভায়  
চুষনে বিবশ করি'! ভোমোরার পাখা  
পরানে হলুদ আজি, অঙ্গে মধু মাখা

উছলি' উঠিছে যেন দিকে দিকে প্রাণ!  
আপনার অগোচরে গেয়ে উঠি গান  
আগমনী আনন্দের! অকারণে আঁখি  
পু'রে আসে অশ্রু-জলে! মিলনের রাখী  
কে যেন বাঁধিয়া দেয় ধরণীর সাথে!  
পুষ্পাজলি ভরি' দু'টি মাটি-মাখা হাতে  
ধরণী এগিয়ে আসে, দেয় উপহার।

ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার!—  
সহসা চমকি উঠি! হায় মোর শিশু  
জাগিয়া কাঁদিছে ঘরে, খাওনি ক' কিছু  
কালি হ'তে সারাদিন ভাপস নিষ্ঠুর,  
কাঁদ' মোর ঘরে নিত্য তুমি ক্ষুধাতুর!

পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,  
দুই বিন্দু দুঃখ দিতে!—মোর অধিকার  
আনন্দের নাহি নাহি! দারিদ্র্য অসহ  
পুত্র হ'য়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ  
আমার দুয়ার ধরি! কে বাজাবে বাঁশি?  
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি?  
কোথা পাব পুষ্পাসব?—ধুতুরা-গেলাস  
ভরিয়া করেছে পান নয়ন-নির্যাস!...

আজো শুনি আগমনী গাহিছে সানাই,  
ও যেন কাঁদিছে শুধু—নাই কিছু নাই!

[ সিঁহু-হিন্দোল ]

### ফাঙ্কুনী

সখি পাতিস্নে শিলাতলে পদ্মপাতা,  
সখি দিস্নে গোলাব-ছিটে বাস লো মাথা!  
যার অন্তরে ক্রন্দন  
করে হৃদি মস্থন  
তারে হরি-চন্দন  
কমলী মালা—  
সখি দিস্নে লো দিস্নে লো, বড় সে জ্বালা!  
বল কেমনে নিবাই সখি বুকের আঁতন!  
এল খুন-মাখা তুণ নিয়ে খুঁনেরা ফাণ্ডন!  
সে যেন হানে ফুল-খুনসুড়ি,  
ফেটে পড়ে ফুলকুড়ি  
আইবুড়ো আইবুড়ী  
বুকে ধরে ঘুণ!  
যত বিরহিণী নিম্ন-খুন—কাটা-ঘায়ে নুন!

আজ লাল-পানি পিয়ে দেখি সব-কিছু চুর!  
সবে আতর বিলায় বায়ু বাতাবি নেবুর!  
হ'ল মাদার অশোক ঘাল,  
রঙন তো নাজেহাল!  
লালে লাল ডালে-ডাল  
পলাশ শিমুল!  
সখি তাহাদের মধু করে—মোরে বেঁধে হল!  
নব সহকার-মঞ্জরী সহ ভ্রমরী!  
চুমে ভোমরা নিপট, হিয়া মরে গুমরি!  
কত ঘাটে ঘাটে সই-সই  
ঘট ভরে নিতি ওই,  
চোখে মুখে ফোটে খই,—  
আব-রাজা গাল,  
যত আধ-ভাঙা ইঞ্জিত তত হয় লাল!  
আর সইতে পারিনে সই ফুল-ঝামেলা,  
প্রাতে ময়ী চাঁপা, সাজে বেলা চামেলা!  
হের ফুটলো মাধী হরী  
ডগমগ তরুপুরী,  
পথে পথে ফুলঝুরি  
সজিনা ফুলে!  
এত ফুল দেখে কুলবালা কুল না ভুলে!  
সাজি' বাটা-ভরা ছাঁচিপান ব্যজনী-হাতে  
করে স্বজনে বীজন কত সজনী ছাতে!  
সেখা চোখে চোখে সঙ্কেত  
কানে কথা—যাও খেৎ,—  
চ'লে-পড়া অঙ্কেতে  
মনমথ-ঘায়!  
আজ আমি ছাড়া আর সবে মন-মত পায়।  
সখি মিষ্টি ও ঝাল মেশা এল এ কি বায়!  
এ যে বুক যত জ্বালা করে মুখ তত চায়!  
এ যে শরবের মতো নেশা  
এ পোড়া মলয় মেশা,  
ডাকে তাহে কুলনাশা  
কালামুখো পিক!  
যেন কাবাব করিতে বেঁধে কলিজাতে শিক!

## সন্ধিতা

এল আলো-রাধা ফাগ ডরি' তাঁদের থালায়,  
ঝরে জোছনা-আবীর সারা শ্যাম সুষমায়!  
যত ডাল-পালা নিম্বুন,  
ফুলে ফুলে কুম্ভুম,  
চুড়ি বালা কুম্ভুম,  
হোরির খেলা,  
শুধু নিরালায় কেঁদে মরি আমি একেলা!  
আজ সঙ্কত-শঙ্কিতা বন-বীথিকায়  
কত কুলবধু ছিড়ে শাড়ি কুলের কাঁটায়!  
সখি ভরা মোর এ দু'কূল  
কাঁটাহীন শুধু ফুল!  
ফুলে এত বেঁধে ছিল?  
ভালো ছিল হয়,  
সখি ছিড়িত দু'কূল যদি কুলের কাঁটায়!  
[ সিন্ধু-হিন্দোল ]

## বধু-বরণ

এতদিন ছিলে ভুবনের তুমি  
আজ ধরা দিলে ভবনে,  
নেমে এলে আজ ধরার ধূলাতে  
ছিলে এতদিন স্বপনে!  
শুধু শোভাময়ী ছিলে এত দিন  
কবির মানসে কলিকা নলিন,  
আজ পরশিলে চিত্ত-পুলিন  
বিদায়-গোধূলি লগনে।  
উষার লগাট-সিন্দূর-টিপ  
সিঁথিতে উড়াল পবনে ॥

প্রভাতের উষা কুমারী, সেজেছে  
সন্ধ্যায় বধু উষসী,  
চন্দন-টোপা-তারি-কলঙ্কে  
ভ'রেছে বে-দাগ-মু'শশী।  
মুখর মুখ আর বাচাল নয়ন  
লাজ-সুখে আজ যাচে গুপ্তন,

## বধু-বরণ

নোটন-কপোতী কণ্ঠে এখন  
কুজন উঠিছে উহসি'।  
এতদিন ছিলে শুধু রূপ-কথা,  
আজ হ'লে বধু রূপসী ॥

দোলা-চঞ্চল ছিল এই গেহ  
তব লটপট বেণী ঘা'য়,  
তারি সঙ্কিত আনন্দ ঝলে  
ঐ উর-হার মণিকায়।  
এ ঘরের হাসি নিয়ে যাও চোখে,  
সে গৃহ-দীপ জ্বলো এ আলোকে,  
চোখের সলিল থাকুক এ-লোকে—  
আজি এ মিলন-মোহনায়  
ও-ঘরের হাসি-বাঁশির বেহাগ  
কাঁদুক এ-ঘরে সাহানায় ॥

বিবাহের রঙে রাজ্য আজ সব,  
রাজ্য মন, রাজ্য আভরণ,  
বলো নারী—'এই রক্ত-আলোকে  
আজ মম নব জাগরণ!'  
পাপে নয়, পতি পুণ্যে সুমতি  
ধাকে যেন, হ'য়ো পতির সারথি।  
পতি যদি হয় অন্ধ, হে সতী,  
বেঁধো না নয়নে আবরণ;  
অন্ধ পতিরে আঁখি দেয় যেন  
তোমার সত্য আচরণ ॥

[ সিন্ধু-হিন্দোল ]

## রাখীবন্ধন

সই পাতালো কি শরতে আজিকে বিন্ধ আকাশ ধরণী?  
নীলিমা বাহিয়া সওগাত নিয়া নামিছে মেঘের তরণী!

অলকার পানে বলাকা ছুটিছে মেঘ-দূত-মন মোহিয়া  
চঞ্চুতে রাজ্য কলমীর কুঁড়ি—মরতের ভেট বহিয়া।

সখীর গায়ের সঁউতি-বোটার ফিরোজায় রেঙে পেশোয়াজ  
আস্মানী আর মৃন্ময়ী সখী মিশিয়াছে মেঠো পথ-মাঝ।

আকাশ এনেছে কুয়াশা-উড়ুনি, আসমানী-নীল-কাঁচুলি,  
তারকার টিপ, বিজলীর হার, দ্বিতীয়-চাঁদের হাসুলি।

ঝরা বৃষ্টির ঝর্ঝ-ঝর্ঝ আর পাপিয়া শ্যামার কুজনে  
বাজে নহবত্ আকাশ ভুবনে—সই পাতিয়েছে দু'জনে।

আকাশের দাসী সমীরণ আনে শ্বেত পৈঁজা-মেঘ ফেনা ফুল,  
হেথা জলে-ধলে কুমুদে-কমলে আলুথালু ধরা বেয়াকুল।  
আকাশ-গাঙে কি বান ডেকেছে গো, গান গেয়ে চলে বরষা,  
বিজুরীর গুণ টেনে টেনে চলে মেঘ-কুমারীরা হরষা।

হেথা মেঘ-পানে কালো চোখ হানে মাটির কুমার মাঝিরা,  
জল ছুড়ে মারে মেঘ-বালা দল, বলে—‘চাহে দেখ পাজীরা!’

কহিছে আকাশ, ‘ওলো সই, তোর চকোরে পাঠাস নিশিতে,  
চাঁদ ছেনে দেবো জোছনা-অমৃত তোর ছেলে যত তৃষিতে।  
আমারে পাঠাস সোঁদা-সোঁদা-বাস তোর ও-মাটির সুরতি,  
প্রভাত-ফুলের পরিমল মধু, সন্ধ্যাবেলার পূরবী।’

হাসিয়া উঠিল আলোকে আকাশ, নত হ'য়ে এল পুলকে,  
লতা-পাতা-ফুলে বাঁধিয়া আকাশে ধরা কয়, ‘সই, ভুলোকে  
বাঁধা প'লে আজ’, চেপে ধ'রে বুকে লজ্জায় ওঠে কাঁপিয়া,  
চুমিল আকাশ নত হ'য়ে মুখে ধরণীরে বুকে কাঁপিয়া।

[ সিঙ্ক-হিম্বোল ]

### চাঁদনীরাতে

কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে গগনের নীল পাঙে,  
হাবুড়ুবু খায় তারা-বুদুদ, জোছনা সোনায়ে রাঙে।  
তৃতীয়া চাঁদের ‘শাম্পানে’ চড়ি' চলিছে আকাশ-প্রিয়া,  
আকাশ-দরিয়া উতলা হ'ল গো পুতলায় বুকে নিয়া।  
তৃতীয়া চাঁদের বাকী ‘তের কলা’ আরছা কালোতে আঁকা,  
নীলিম প্রিয়ার নীলা ‘তল রুখ’ অব-গুপ্তনে ঢাকা।  
সপ্তর্ষির তারা-পালঙ্কে ঘুমায় আকাশ-রাণী,  
সেহেলী ‘লায়লী’ দিয়ে গেছে চুপে কুহেলী-মশারি টানি।  
দিক্-চক্রের ছায়া-ঘন ঐ সবুজ তরুর সারি,  
নীহার-নেটের কুয়াশা-মশারি—ও কি বর্ভার তারি ?

সাতাশ তারার ফুল-তোড়া হাতে আকাশ নিভতি রাতে  
গোপনে আসিয়া তারা পালঙ্কে শুইল প্রিয়ার সাথে।  
উছ উছ করি কাঁচা ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে নীলা ছরী,  
লুকিয়ে দেখে তা ‘চোখ গেল’ ব'লে চেঁচায় পাপিয়া ছুঁড়ি!  
‘মঙ্গল’ তারা মঙ্গল-দীপ জ্বালিয়া প্রহর জাগে,  
ঝিকিমিকি করে মাঝে মাঝে—বুঝি বঁধুর নিশাস লাগে।  
উজ্জ্বা-জ্বালার সন্ধানী-আলো লইয়া আকাশ-দারী  
‘কাল-পুরুষ’ সে জাগি' বিন্দ্রি করিতেছে পায়চারি।  
সেহেলীরা রাতে পালায়ে এসেছে উপবনে কোন্ আশে,  
হেথা হোথা ছোট্টে—পিকের কণ্ঠে ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসে।  
আবেগে সোহাগে আকাশ-প্রিয়ার চিবুক বাহিয়া ও কি  
শিশিরের রূপে ঘর্মবিন্দু ঝ'রে ঝ'রে পড়ে সখি,  
নবমী চাঁদের ‘সসারে’ ও কে গো চাঁদিনী-শিরাজী ঢালি'  
বধূর অধরে ধরিয়া কহিছে—‘তহুঁরা পিও লো আলি!’  
কার কথা ভেবে তারা-মজলিসে দূরে একাকিনী সাকী  
চাঁদের ‘সসারে’ কলঙ্ক-ফুল আনমনে যায় আঁকি!...  
ফরহাদ-শিরী লায়লী-মজুনু মগজে ক'রেছে চিড়,  
মস্তানা শ্যামা দখিয়াল টানে বায়ু-বেয়ালার মীড়!

আনমনা সাকী! অমনি আমারো হৃদয়-পেয়লা-কোণে  
কলঙ্ক-ফুল আনমনে সখি লিখে মুছো খনে খনে।

[ সিঙ্ক-হিম্বোল ]

### সান্ত্বনা

চিন্ত-কুঁড়ি-হাস্তা-হানা মৃত্যু-সাঁঝে ফুটল গো!  
জীবন-বেড়ায় আড়াল ছাপি' বুকের সুবাস টুটলো গো!  
এই ত কারার প্রাকার টুটে'  
বন্দী এল বাইরে ছুটে,  
তাই ত নিখিল আকুল-হৃদয় শ্যাশান-মাঝে জুটল গো!  
ভরন-ভাঙা আলোর শিখায় ভুবন রেঙে উঠলো গো।  
স্ব-রাজ দলের চিন্ত-কমল লুটল বিশ্বরাজের পায়,  
দলের চিন্ত উঠলো ফুটে শতদলের শ্বেত আভায়।  
রূপে কুমার আজকে দোলে  
অপরূপের শীশ-মহলে,

মৃত্যু-বাসুদেবের কোলে কারার কেশব ঐ গো যায়,  
অনাগত বৃন্দাবনে মা যশোদা শাঁখ বাজায়।

আজকে রাতে যে ঘুমুলো, কালকে প্রাতে জাগবে সে।  
এই বিদায়ের অন্ত-আঁধার উদয়-উষার রাঙবে রে!

শোকের নিশির শিশির ঝরে

ফ'লবে ফসল ঘরে ঘরে,

আবার শীতের রিক্ত শাখায় লাগবে ফুলে'ল রাগ এসে।  
যে মা সাঁঝে ঘুম পাড়াল, চুম দিয়ে ঘুম ভাঙবে সে।

না ঝ'রলে তাঁর প্রাণ-সাগরে মৃত্যু-রাতের হিম-কণা  
জীবন-গুণ্ডি ব্যর্থ হ'ত, মুক্তি-মুক্তা ফ'লত না।

নিখিল-আঁখির ঝিনুক-মাঝে

অশ্রু-মাণিক ঝলত না যে!

রোদের উনুন না নিবিলে চাঁদের সুধা গ'লত না।

গগন-লোকে আকাশ-বধূর সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্ব'লত না।

মরা বাঁশে বাজবে বাঁশি কাটুক না আজ কুঠার তায়,  
এই বেণুতেই ব্রজের বাঁশি হয়ত বাজবে এই হেথায়।

হয়ত এবার মিলন-রাসে

বংশীধারী আসবে পাশে,

চিন্ত-চিন্তার ছাই মেখে শিব সৃষ্টি-বিষাণ ঐ বাজায়!

জন্ম নেবে মেহেন্দী ঈসা ধরার বিপুল এই ব্যথায়।

কর্মে যদি বিরাম না রয়, শাস্তি তবে আস্ত না!

ফ'লবে ফসল—নইলে নিখিল নয়ন-নীরে ভাস্ত না!

নেই ক' দেহের খোসার মায়া,

বীজ আনে তাই তরুর ছায়া,

আবার যদি না জন্মাত, মৃত্যুতে সে হাস্ত না।

আসবে আবার—নৈলে ধরায় এমন ভালো বাস্ত না!

[ চিন্তামা ]

ইন্দ্র-পতন

তখনো অস্ত যায়নি সূর্য, সহসা হইল গুরু  
অস্থির ঘন ডগরু-ধনি গুরু-গুরু গুরু-গুরু!

আকাশে আকাশে বাজিছে এ কোন্ ইন্দ্রের আগমনী?  
গুনি, অস্থির-কম্প-নিম্নাদে ঘন বৃংহিত-ধনি।  
বাজে চিকুর-হেঁচা-হর্ষণ মেঘ-মন্দুরা-মাঝে,  
সাজিল প্রথম আঘাত আজিকে প্রলয়ধর সাজে।

ঘনায় অশ্রু-বাল্প-কুহেলি ঈশান-দিগন্তনে,  
স্তব্ধ-বেদনা দিগ্-বালিকারা কী যে কাঁদুনী শোনে!  
কাঁদিছে ধরার তরু-লতা-পাতা, কাঁদিছে পশু-পাখী,  
ধরার ইন্দ্র স্বর্গে চলেছে ধূলির মহিমা মাখি'।  
বাজে আনন্দ-মৃদু গগনে, তড়িৎ-কুমারী নাচে,  
মর্ত্য-ইন্দ্র বসিবে গো আজ স্বর্গ-ইন্দ্র কাছে।  
সপ্ত-আকাশ-সপ্তস্বর হানে ঘন করতালি,  
কাঁদিছে ধরায় তাহারি প্রতিধ্বনি—খালি, সব খালি!

হায় অসহায় সর্বসহা মৌনা ধরণী মাতা,  
শুধু দেব-পূজা তরে কি মা তোর পুষ্প হরিৎপাতা?  
তোমার বুকে কি মা চির-অতৃপ্ত হবে সন্তান-ক্ষুধা?  
তোমার মাটির পায়ে কি গো মা ধরে না অমৃত-সুধা?  
জীবন-সিন্ধু মথিয়া যে-কেহ আনিবে অমৃত-বারি  
অমৃত-অধিপ দেবতার রোষ পড়িবে কি শিরে তারি?  
হয়ত তাহাই, হয়ত নহে তা,—এটুকু জেনেছি ষাঁটি  
তারে স্বর্গের আছে প্রয়োজন, যারে ভালোবাসে মাটি।

কাঁটার মৃণালে উঠেছিল ফুটে যে চিন্ত-শতদল  
শোভেছিল যাহে বাণী কমলার রক্ত-চরণ-তল,  
সত্ত্বম-নত পূজারী মৃত্যু ছিঁড়িল সে-শতদলে—  
শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য অর্পিলে বলি' নারায়ণ-পদতলে!  
জানি জানি মোরা, শঙ্খ-চক্র-গদা ঘাঁহ হাতে শোভে—  
পায়ের পদ্ম হাতে উঠে তাঁর অমর হইয়া র'বে।  
কত সান্দ্রনা—আশা-মরীচিকা কত বিশ্বাস-দিশা  
শোক-সাহারায় দেখা দেয় আসি, মেটে না প্রাণের তৃষা!

দুলিছে বাসুকি মণিহারী ফণী, দুলে সাথে বসুমতী,  
তাহার ফণার দিন-মণি আজ কোন্ গ্রহে দেবে জ্যোতি!  
জাগিয়া প্রভাতে হেরিনু আজিকে জগতে সুপ্রভাত,  
শয়তানও আজ দেবতার নামে করিছে নান্দীপাঠ!  
হে মহাপুরুষ, মহাবিদ্রোহী, হে ঋষি, সোহম-স্বামী!



তব ইচ্ছিতে দেখেছি সহসা সৃষ্টি গিয়াছে খামি',  
ধমকি' গিয়াছে গতির বিশ্ব চন্দ্র-সূর্য-ভারা,  
নিয়ম ভুলেছে কঠোর নিয়তি, দৈব দিয়াছে সাড়া!

যখনি স্রষ্টা করিয়াছে ভুল, ক'রেছ সংস্কার,  
তোমারি অগ্নে স্রষ্টা তোমারে ক'রেছে নমস্কার!  
ভৃগুর মতন যখনি দেখেছ অচেতন নারায়ণ,  
পদাঘাতে তাঁর এনেছ চেতনা, কেঁপেছে জগজ্জন!  
ভারত-ভাগ্য-বিধাতা বক্ষে তব পদ-চিন্ ধরি'  
হাঁকিছেন, 'আমি এমন করিয়া সত্য স্বীকার করি!  
জাগাতে সত্য এত ব্যাকুলতা এত অধিকার যার,  
তাহার চেতন-সত্যে আমার নিযুত নমস্কার।'

আজ শুধু জাগে তব অপরূপ সৃষ্টি-কাহিনী মনে,  
তুমি দেখা দিলে অমিয়-কণ্ঠ বাণীর কমল-বনে!  
কখন তোমার বীণা ছেয়ে গেল সোনার পল্ল-দলে,  
হেরিনু সহসা ত্যাগের তপন তোমার ললাট-তলে!  
লক্ষ্মী দানিল সোনার পাপড়ি, বীণা দিল করে বাণী,  
শিব মাখালেন ত্যাগের বিভূতি কণ্ঠে গরল দানি',  
বিষ্ণু দিলেন ভাঙনের গদা, যশোদা-দুলাল বাঁশি,  
দিলেন অমিত তেজ ভাস্কর, মৃগাঙ্ক দিল হাসি।

চীর গৈরিক দিয়া আশিসিল ভারত-জননী কাঁদি',  
প্রতাপ শিবাজী দানিল মস্ত্র, দিল উচ্চীষ বাঁধি'।  
বুদ্ধ দিলেন ভিক্ষাভাণ্ড, নিমাই দিলেন খুলি,  
দেবতার দিল মন্মথ-মালা, মানব মাখালো ধূলি।  
নিখিল-চিন্ত-রঞ্জন তুমি উদিলে নিখিল ছানি'—  
মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক, কর্মী, জ্ঞানী!  
হিমালয় হ'তে বিপুল বিরাট উদার আকাশ হ'তে,  
বাধা-কুঞ্জর ভৃগু-সন্ন ভেসে গেল তব প্রাণ-স্রোতে!

ছন্দ-গানের অতীত হে ঋষি, জীবনে পারিনি তাই  
বশিতে তোমা', আজ আনিয়াছি চিন্ত-চিতার ছাই!  
বিভূতি-ভিলক! কৈলাস হ'তে ফিরেছ গরল-পিয়া,  
এনেছি অর্থা শ্মশানের কবি ভঙ্ক বিভূতি নিয়া।  
নাও অঞ্জলি, অঞ্জলি নাও, আজ আনিয়াছি গীতি  
সারা জীবনের না-কওয়া কথার ক্রন্দন-নীরে তিতি'।

এত ভালো মোরে বেসেছিলে তুমি, দাওনি ক' অবসর  
তোমাতেও ভালোবাসিবার, আজ তাই কাঁদে অন্তর!

আজিকে নিখিল-বেদনার কাছে মোর ব্যথা যতটুকু,  
ভাবিয়া ভাবিয়া সাধুনা বুজি, তবু হা হা করে বুক!  
আজ ভারতের ইন্দ্র-পতন, বিশ্বের দুর্দিন,  
পাষণ বাঙলা প'ড়ে এককোণে শুক্ক অশ্রুহীন!  
তারি মাঝে হিয়া থাকিয়া গুমরি' গুমরি' ওঠে,  
বক্ষের বাণী চক্ষের জলে ধুয়ে যায়, নাহি ফোটে।  
দীনের বন্ধু, দেশের বন্ধু, মানব-বন্ধু তুমি,  
চেয়ে দেখ আজ লুটায় বিশ্ব তোমার চরণ চুমি'।  
গগনে তেমনি ঘনায়েছে মেঘ, তেমনি ঝরিছে বারি,  
বাদলে ভিজিয়া শত স্মৃতি তব হ'য়ে আসে ঘন ভারি।

পয়গম্বর ও অবতার-যুগে জন্মিনি মোরা কেহ,  
দেখিনি ক' মোরা তাঁদের, দেখিনি দেবের জ্যোতির্দেহ,  
কিন্তু যখনি বসিতে পেয়েছি তোমার চরণ-তলে  
না জানিতে কিছু না বুঝিতে কিছু নয়ন ভ'রেছে জলে!  
সারা প্রাণ যেন অঞ্জলি হ'য়ে ও-পায়ে প'ড়েছে লুটি',  
সকল গর্ব উঠেছে মধুর প্রণাম হইয়া ফুটি'!  
বুদ্ধের ত্যাগ শুনেছি মহান, দেখিনি ক' চোখে তাহে,  
নাহি আফসোস, দেখেছি আমরা ত্যাগের শাহানুশাহে;  
নিমাই লইল সন্ন্যাস প্রেমে, দিইনি ক' তাঁরে ভেট,  
দেখিয়াছি মোরা 'রাজা-সন্ন্যাসী', প্রেমের জগৎ-শেঠ!

শুনি, পরার্থে প্রাণ দিয়া দিল অস্ত্র বনের ঋষি;  
হিমালয় জানে, দেখেছি দধীচি গৃহে ব'সে দিবানিশি!  
হে নবযুগের হরিশ্চন্দ্র! সাড়া দাও, সাড়া দাও!  
কাঁদিছে শ্মশানে সূত-কোলে সতী, রাজর্ষি ফিরে চাও!  
রাজকুলমান পুত্র-পত্নী সকল বিসর্জিয়া  
চণ্ডাল-বেশে ভারত-শ্মশান ছিলে একা আতুলিয়া,  
এস সন্ন্যাসী, এস সম্রাট, আজি সে শ্মশান-মাঝে,  
ঐ শোনো তব পুণ্য জীবন-শিখর কান্দন বাজে!

দাতাকর্ণের সম নিজ সূতে কারাগার-যুগে ফেলে  
ত্যাগের করাতে কাটিয়াছ বীর বারে বারে অবহেলে।  
ইব্রাহিমের মত বাচ্চার গলে খঞ্জর দিয়া

কোরবানী দিলে সত্যের নামে, হে মানব নবী-হিয়া।  
ফেরেশতা সব করিছে সালাম, দেবতা নোয়ায় মাথা,  
ভগবান-বুক মানবের তরে শ্রেষ্ঠ আসন পাতা।

প্রজা-রঞ্জন রাম-রাজা দিল সীতারে বিসর্জন,  
তাঁর হ'য়েছিল যজ্ঞে স্বর্ণ-জানকীর প্রয়োজন,  
তব ভাঙার-লক্ষ্মীরে রাজা নিজ হাতে দিলে তুলি'  
ক্ষুধা-ভ্রাতৃর মানবের মুখে, নিজে নিলে পথ-ধূলি,  
হেম-লক্ষ্মীর তোমারও জীবন-যোগে ছিল প্রয়োজন,  
পুড়িলে যজ্ঞে, তবু নিলে না ক' দিলে যা বিসর্জন!  
তপোবলে তুমি অর্জিলে তেজ বিশ্বামিত্র-সম,  
সারা বিশ্বের ব্রাহ্মণ তাই বন্দিছে নমো নমো!

হে যুগ-ভীষ্ম! নিন্দার শরশয্যায় তুমি শুয়ে  
বিশ্বের তরে অমৃত-মন্ত্র বীর-বাণী গেলে ধুয়ে।  
তোমার জীবনে ব'লে গেলে—ওগো কঙ্কি আসার আগে  
অকল্যাণের কুরুক্ষেত্রে আজো মাঝে মাঝে জাগে  
চির-সত্যের পাঞ্চজন্য, কৃষ্ণের মহাগীতা,  
যুগে যুগে কুরু-মেদ-ধূমে জ্বলে অত্যাচারের চিতা!  
তুমি নব ব্যাস, গেলে নবযুগ-জীবন-ভারত রচি',  
তুমিই দেখালে—ইন্দ্রেরই তরে পারিজাত-মালা শচী!  
আসিলে সহস্রা অত্যাচারীর প্রাসাদ-স্তম্ভ টুটি'  
নব-নৃসিংহ-অবতার তুমি, পড়িল বক্ষে লুটি'  
আর্ত-মানব-হৃদি-প্রহ্লাদ, পাগল মুক্তি-প্রেমে!  
তুমি এসেছিলে জীবন-গঙ্গা ভ্রাতৃর তরে নেমে!  
দেবতার তাই স্তম্ভিত হের' দাঁড়িয়ে গগন তলে  
নিমাই তোমারে ধরিয়াছে বুক, বুদ্ধ নিয়াছে কোলে!

তোমারে দেখিয়া কাহারো হৃদয়ে জাগেনি ক' সন্দেহ  
হিন্দু কিম্বা মুসলিম তুমি অথবা অন্য কেহ।  
তুমি আর্তের, তুমি বেদনার, ছিলে সকলের তুমি,  
সবারে যেমন আলো দেয় রবি, ফুল দেয় সবে ভূমি!  
হিন্দুর ছিলে আকবর তুমি মুসলিমের আরংজিব,  
যেখানে দেখেছি জীবের বেদনা, সেখানে দেখেছি শিব!  
নিন্দা-গ্রানির পঙ্ক মাখিয়া, পাগল, মিলন-হেতু  
হিন্দু-মুসলমানের পরানে তুমিই বাঁধিলে সেতু!  
জানি না আজিকে কি অর্ঘ্য দেবে হিন্দু-মুসলমান,  
ঈর্ষা-পঙ্কে পঙ্কজ হ'য়ে ফুটুক এদের প্রাণ!

হে অরিন্দম, মৃত্যুর তীরে ক'রেছ শত্রু জয়,  
প্রেমিক! তোমার মৃত্যু-শ্মশান আজিকে মিত্রময়!  
তাই দেখি, যারা জীবনে তোমায় দিল কষ্টক-হুল,  
আজ তাহারাই এনেছে অর্ঘ্য নয়ন-পাতার ফুল!  
কি যে ছিলে তুমি জানি না ক' কেহ, দেবতা কি আওলিয়া,  
শুধু এই জানি, হেরি আর কারে ভরেনি এমন হিয়া।

আজি দিকে দিকে বিপ্লব-অহিদল খুঁজে ফেরে ভেরা,  
তুমি ছিলে এই নাগ-শিশুদের ফণী-মনসার বেড়া!  
তুমিই রাজার ঐরাবতের পদতল হ'তে তুলে  
বিষ্ণু-শ্রীকর-অরবিন্দরে আবার শ্রীকরে ধুলে!  
তুমি দেখেছিলে ফাঁসীর গোপীতে বাঁশীর গোপীমোহন,  
রক্ত-যমুনা-কূলে রচে' গেলে প্রেমের বৃন্দাবন!  
তোমার ভগ্ন চাকায় জড়ায়ে চালায়েছে এরা রথ,  
আপন মাথার মানিক জ্বালায়ে দেখায়েছে রাতে পথ,  
আজ পথহারা অশ্রুহীন তাহারা যে মরে ঘুরে,  
গুহা-মুখে বসি' ডাকিছে সাপুড়ে মারণ-মন্ত্র সুরে!

যেদিকে তাকাই কূল নাহি পাই, অকূল হতাস্বাস,  
কোন শাপে ধরা স্বরাজ-রথের চক্র করিল গ্রাস!  
যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে রণে পড়িল সব্যাসাচী,  
ঐ হের' দূরে কৌরব-সেনা উল্লাসে ওঠে নাচি'।  
হিমালয় চিরে আগ্নেয়-বাণ চীৎকার করি' ছুটে,  
শত ক্রন্দন-গঙ্গা যেন গো পড়িছে পিছনে টুটে!  
স্তম্ভ-বেদনা গিরিরাজ ভয়ে জলদে লুকায় কায়—  
নিখিল-অশ্রু-সাগর বুকি বা তাহারে ডুবাতে চায়!  
টুটিয়াছে আজ গর্ব তাহার, লাজে নত উঁচু শির,  
ছাপি' হিমাচলি উঠিছে প্রণাম সমগ্র পৃথিবীর!  
ধূজটি-জটা-বাহিনী গঙ্গা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চলে,  
তারি নীচে চিতা—যেন গো শিবের ললাটে অগ্নি জ্বলে!

মৃত্যু আজিকে হইল অমর পরশি' তোমার প্রাণ,  
কালো মুখ তার হ'ল আলোময়, শ্মশানে উঠিছে গান।  
অশ্রু-পুষ্প-চন্দন পুড়ে হল সুগন্ধতর,  
হ'ল শুচিতর অগ্নি আজিকে, শব হ'ল সুন্দর!  
ধন্য হইল ভাগীরথী-ধারা তব চিতা-ছাই মাখি',  
সমিধ হইল পবিত্র আজি কোলে তব দেহ রাখি'!

অসুর-নাশিনী জগন্নাথার অকাল উদ্বোধনে  
 আঁখি উপাড়িতে গেছিলেন রাম, আজিকে পড়িছে মনে ;  
 রাজর্ষি! আজি জীবন উপাড়ি' দিলে অঞ্জলি তুমি,  
 দনুজ-দলনী জাগে কিনা—আছে চাহিয়া ভারত-ভূমি!  
 [ চিন্তনামা ]

### রাজ-ভিখারী

কোন ঘর-ছাড়া বিবাগীর বাঁশী শুনে উঠেছিলে জাগি'  
 ওগো চির-বৈরাগী!  
 দাঁড়ালে ধুলায় তব কাঞ্চন-কমল-কানন ত্যাগি'—  
 ওগো চির-বৈরাগী।

ছিলে ঘুম-ঘোরে রাজার দুলাল,  
 জানিতে না কে সে পথের কাঙাল  
 ফেরে পথে পথে ক্ষুধার-সাথে ক্ষুধার অনু মাগি',  
 তুমি সুধার দেবতা 'ক্ষুধা ক্ষুধা' বলে কাঁদিয়া উঠিলে জাগি'—  
 ওগো চির-বৈরাগী!

আঙিয়া তোমার নিলে বেদনার গৈরিক-রঙে রেঙে'  
 মোহ ঘুমপুরী উঠিল শিহরি' চমকিয়া ঘুম ভেঙে!  
 জাগিয়া প্রভাতে হেরে পুরবাসী  
 রাজা দ্বারে দ্বারে ফেরে উপবাসী,  
 সোনার অঙ্গ পথের ধুলায় বেদনায় দাগে দাগী!  
 কে গো নারায়ণ নবরূপে এলে নিখিল-বেদনা-ভাগী—  
 ওগো চির-বৈরাগী!

'দেহি ভবিত ভিক্ষাম' বলি' দাঁড়ালে রাজ-ভিখারী,  
 খুলিল না দ্বার, পেলো না ভিক্ষা, দ্বারে দ্বারে ভয় দ্বারী!  
 বলিলে, 'দেবে না! লহ তবে দান—  
 ভিক্ষাপূর্ণ আমার এ প্রাণ!'  
 দিল না ভিক্ষা, নিল না ক' দান, ফিরিয়া চলিলে যোগী।  
 যে-জীবন কেহ লইল না তাহা মৃত্যু লইল মাগি'।

[ চিন্তনামা ]

### ঝিঙে ফুল

ঝিঙে ফুল! ঝিঙে ফুল!  
 সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে-কুল—  
 ঝিঙে ফুল।

তলে পর্ণে  
 লতিকার কর্ণে  
 ঢল ঢল বর্ণে  
 ঝলমল দোলে দুল—  
 ঝিঙে ফুল ॥

পাতার দেশের পাখী বাঁধা হিয়া বোঁটাতে,  
 গান তব শুনি সাঁঝে তব ফুটে ওঠাতে।  
 পউষের বেলা শেষ  
 পরি' জাহ্নবানি বেশ  
 মরা মাচানের দেশ  
 ক'রে তোল মশগুল—  
 ঝিঙে ফুল ॥

শ্যামলী মায়ের কোলে সোনামুখ খুকু রে  
 আলুখালু ঘুমু যাও রোদে-গলা দুকুরে।

প্রজপতি ডেকে যায়—  
 'বোঁটা ছিঁড়ে চ'লে আয়।'  
 আসমানের তারা চায়—  
 'চ'লে আয় এ অকুল!'  
 ঝিঙে ফুল ॥

তুমি বল—'আমি হায়  
 ভালোবাসি মাটি-মায়,  
 চাই না ও অলকায়—  
 ভালো এই পথ-ভুল।'  
 ঝিঙে ফুল ॥

[ ঝিঙে ফুল ]

## খুকী ও কাঠবেরালি

কাঠবেরালি! কাঠবেরালি! পেয়ারা তুমি খাও ?  
ওড়-মুড়ি খাও ? দুধ-ভাত খাও ? বাতাবি নেবু ? লাউ ?  
বেড়াল-বাচ্চা? কুকুর-ছানা ? তাও ?—

ডাইনী তুমি হোংকা পেটুক,  
খাও একা পাও যেথায় যেটুক!  
বাতাবি-নেবু সকলগুলো  
একলা খেলে ভুবিয়ে নুলো!  
তবে যে ডারি ল্যাজ উচিয়ে পুটুস্ পাটুস্ চাও ?  
ছোঁচা তুমি! তোমার সঙ্গে আড়ি আমার! যাও!

কাঠবেরালি! বাদরীমুখী! মারবো ছুঁড়ে কিল ?  
দেখবি তবে ? রাজাদা'কে ডাকবো ? দেবে ডিল!  
পেয়ারা দেবে ? যা তুই ওঁচা!  
তাইতো তার নাকটি বোঁচা!  
ছত্মো-চোখী! গাপুস্ ওপুস!  
একলাই খাও হাপুস্ হপুস!  
পেটে তোমার পিলে হবে! কুড়ি-কুটি মুখে!  
হেই ভগবান! একটা পোকা যাস্ পেটে ওর চুকে!

ইস্ ! খেয়ো না মস্তপানা ঐ সে পাকাটাও!  
আমিও খুবই পেয়ারা খাই যে! একটি আমায় দাও!  
কাঠবেরালি! তুমি আমার ছোড়দি' হবে ? বৌদি হবে ? হুঁ,  
রাজা দিদি ? তবে একটা পেয়ারা দাও না! উঁঃ!

এ রাম! তুমি ন্যাংটা পুঁটো ?  
ফ্রকটা নেবে ? জামা দু'টো ?  
আর খেয়ো না পেয়ারা তবে,  
বাতাবি নেবুও ছাড়তে হবে!  
দাঁত দেখিয়ে দিচ্ছ যে ছুট ? অ-মা দেখে যাও!  
কাঠবেরালি! তুমি মর! তুমি কচু খাও!

[ ক্রিষ্টে ফুল ]

## ঝাঁদু-দাদু

অ-মা! তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং ?  
ঝাঁদা নাকে নাচ্ছে ন্যাদা—নাক্-ড্যাঙা-ড্যাং-ড্যাং!

ওঁর নাকটাকে কে ক'রলো ঝাঁদা রাঁদা বুলিয়ে ?  
চাম্‌টিকে-ছা ব'সে যেন ন্যাজুড় বুলিয়ে!  
বুড়ো গরুর পিঠে যেন শুয়ে কোলা ব্যাং!  
অ-মা! আমি হেসে মরি, নাক-ড্যাঙা-ড্যাং-ড্যাং!

ওঁর ঝাঁদা নাকের ছ্যাদা দিয়ে টুকি কে দেয় টু'!  
ছোড়দি বলে সর্দি ওটা, এ রাম! ওয়াক্! থুঃ!  
কাছিম যেন উপুড় হ'য়ে চড়িয়ে আছেন ঠ্যাং!  
অ-মা! আমি হেসে মরি, নাক-ড্যাঙা-ড্যাং-ড্যাং!

দাদু বুঝি চীনাওয়ান্ মা, নাম বুঝি চাংহু ?  
তাই বুঝি ওঁর মুখটা অমন চ্যাপ্টা সুধাংও!  
জাপান দেশের নোটিশ উনি নাকে এটেছেন!  
অ-মা! আমি হেসে মরি, নাক-ড্যাঙা-ড্যাং-ড্যাং!

দাদুর নাকি ছিল না মা অমন বাদুড়-নাক,  
ঘুম দিলে ঐ চ্যাপ্টা নাকেই বাজতো সাতটা শাঁখ ।  
দিদিমা তাই থাবড়া মেরে ধ্যাবড়া করেছেন!  
অ-মা! আমি হেসে মরি, নাক-ড্যাঙা-ড্যাং-ড্যাং!

লফানন্দে লাফ দিয়ে মা চ'লতে বেজির ছা  
দাড়ির জালে প'ড়ে যাদুর আটকে গেছে গা,  
বিল্লী-বাচ্চা দিল্লী যেতে নাসিক এসেছেন!  
অ-আ ! আমি হেসে মরি, নাক-ড্যাঙা-ড্যাং-ড্যাং!

দিদিমা কি দাদুর নাকে টাঙাতে 'আল্‌মানাক্'  
গজাল হুঁকে দেছেন ভেঙে বাঁকা নাকের কাঁখ ?  
মুচি এসে দাদুর আমার নাক ক'রেছে 'ট্যান'!  
অ-মা! আমি হেসে মরি, নাক-ড্যাঙা-ড্যাং-ড্যাং!

বাঁশির মতন নাসিকা মা মেলে নাসিকে,  
সেথায় নিয়ে চল দাদু দেখন-হাসিকে ।

সেখায় গিয়ে করুন দাদু গরুড় দেবের ধ্যান,  
 ঝাঁদু-দাদু নাকু হবেন, নাক-ড্যাঙা-ড্যাং-ড্যাং!  
 [ ফিঙে ফুল ]

### প্রভাতী

ভোর হোলো  
 দোর খোলো  
 খুকুমনি ওঠ রে!  
 ঐ ডাকে  
 জুই-শাখে  
 ফুল-খুকী ছোট রে!  
 খুকুমনি ওঠ রে!  
 রবি মামা  
 দেয় হামা  
 গায়ে রাঙা জামা ঐ,  
 দারোয়ান  
 গায় গান  
 শোনো ঐ, 'রামা হৈ'।  
 ত্যাজি' নীড়  
 ক'রে ভিড়  
 ওড়ে পাখী আকাশে,  
 এস্তার  
 গান তার  
 ভাসে ভোর বাতাসে!  
 ফুলবুল,  
 ফুলবুল  
 শিস দেয় পুষ্পে,  
 এইবার  
 এইবার  
 খুকুমনি উঠবে!  
 খুলি' হাল  
 তুলি' পাল  
 ঐ তরী চ'ল্লো,  
 এইবার  
 এইবার  
 খুকু চোখ খুল্লো!

আলসে  
 নয় সে  
 ওঠে রোজ সকালে,  
 রোজ তাই  
 চাঁদা ভাই  
 টিপ দেয় কপালে।  
 উঠল  
 ছুটল  
 ঐ থোকাখুকী সব,  
 'উঠেছে  
 আগে কে'  
 ঐ শোনো কলরব।  
 নাই রাত  
 মুখ হাত  
 ধোও, খুকু জাগো রে!  
 জয়গানে  
 ভগবানে  
 ভূষি' বর মাগো রে!  
 [ ফিঙে ফুল ]

### লিচু-চোর

বাবুদের তাল-পুকুরে  
 হাবুদের ডাল-কুকুরে  
 সে কি বাস ক'রলে তাড়া  
 বলি থাম্, একটু দাঁড়া!  
 পুকুরের ঐ কাছে না  
 লিচুর এক গাছ আছে না,  
 হোতা না আস্তে গিয়ে  
 গ্যাবড় কাস্তে নিয়ে  
 গাছে গ্যো যেই চ'ড়েছি,  
 ছোট এক ডাল ধ'রেছি,  
 ও বাবা, মড়াং ক'রে  
 প'ড়েছি সড়াং জোরে!  
 প'ড়বি পড় মালীর ঘাড়েই,  
 সে ছিল গাছের আড়েই

ব্যাটা ভাই বড় নন্দার,  
 ধুমধুম গোটা দুচার  
 দিলে খুব কিল ও ঘুমি  
 একদম জোরসে ঠুসি!  
 আমিও বাগিয়ে থাপড়,  
 দে হাওয়া চাগিয়ে কাপড়,  
 লাফিয়ে ডিঙনু দেয়াল,  
 দেখি এক ভিটরে শেয়াল!  
 আরে খাৎ শেয়াল কোথা?  
 ভেলোটো দাঁড়িয়ে হোথা!  
 দেখে যেই আঁধকে ওঠা  
 কুকুরও জুড়লে ছোটো!  
 আমি কই কন্ম কাবার  
 কুকুরেই ক'রবে সাবাড়!  
 'বাবা গো মাগো' ব'লে  
 পাঁচিলের ফোকল গ'লে  
 ঢুকি গ্যো বোসদের ঘরে,  
 যেন প্রাণ আসলো ধড়ে!  
 যাব ফের? কান মলি ভাই,  
 চুরিতে আর যদি যাই!  
 তবে মোর নামই মিছা!  
 কুকুরের চামড়া খিচা  
 সে কি ভাই যায় রে ভুলা—  
 মালীর ঐ পিটনিঙলা,  
 কি বলিস? ফের হুঙা?  
 তওবা—নাক-খপ্তা!

[ঝিঙে ফুল]

গান

(১)

ভীষ্মপুত্রী—দাদুয়া

(মিস ফজিলতুনnesa, এম. এ. র বিলাত-গমন উপলক্ষে)

জাগিলে 'পারুল' কিগো 'সাত ভাই চম্পা' ডাকে।  
 উদিলে চন্দ্র-লেখা বাদলের মেঘের ফাঁকে ॥

গান

চলিলে সাগর ঘুরে  
 অলকার মায়ার পুরে,  
 ফোটে ফুল নিত্য যেথায়  
 জীবনের ফুল-শাখে ॥

আধারের বাতায়নে চাহে আজ লক্ষ তারা,  
 জাগিছে বন্দিনীরা, টুটে ঐ বন্ধ কারা!

থেকো না স্বপ্নে ভুলে  
 এপারের মর্ত্য-কূলে  
 ভিড়ায়ো সোনার তরী  
 আবার এই নদীর বঁকে ॥

[বুলবুল]

(২)

ভৈরবী—কাহাব্বা

বাগিচায়	বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস্নে আজি দোল।
আজো তার	ফুলকলিদের ঘুম টুটেনি, তন্দ্রাতে বিলোল ॥
আজো হায়	রিক্ত শাখায় উত্তরী-বায় বুঝে নিশিদিন,
আসেনি	দখনে হাওয়া গজল-গাওয়া, মৌমাছি বিভোল ॥
কবে সে	ফুলকুমারী ঘোমটা চিরি' আসবে বাহিরে,
শিলিরের	স্পর্শসুখে ভাঙবে রে ঘুম রাঙবে রে কপোল ॥
ফাগনের	মুকুর-জাগা দু'কূল-ভাঙা আসবে ফুলেল বান,
কুঁড়িদের	ওঠপুটে লুটবে হাসি, ফুটবে গালে টোল ॥
কবি তুই	গন্ধে ভুলে ডুবলি জলে কূল পেলিনে আর,
ফুলে তোর	বুক ভ'রেছিস আজকে জলে ভ'রবে আঁখির কোল ॥

[বুলবুল]

(৩)

জোনপুত্রী-আশাবরী—কাহাব্বা

আমারে চোখ-ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী,  
 খুলে দাও রং-মহলার তিমির-দুয়ার ডাকিলে যদি ॥

গোপনে চৈতী হাওয়ায়, গুল-বাগিচায় পাঠালে লিপি,  
দেখে তাই ডাকছে ডালে কৃ-কৃ ব'লে কোয়েলা-ননদী ॥

পাঠালে ঘূর্ণি দূতী ঝড়-কপোতী বৈশাখে সখি,  
বরষায় সেই ভরসায় মোর পানে চায় জল-ভরা নদী ॥

তোমারি অশ্রু জলে শিউলি-তলে সিক্ত শরতে,  
হিমালীর পরশ বুলাও ঘুম ভেঙে দাও ঘর যদি রোধি ॥

পউষের শূন্য মাঠে একলা বাটে চাও বিরহিণী,  
দুহু হায় চাই বিষাদে মধ্যে কাঁদে তৃষ্ণা-জলধি ॥

ভিড়ে যা ডোর বাতাসে ফুল-সুবাসে রে ভোমর-কবি,  
উষসীর শিশু-মহলে আসতে যদি চাস নিরবধি ॥

[ বুলবুল ]

## (৪)

ইমন-বিশ্র পজল—কাহাবুবা

বসিয়া বিজনে কেন একা মনে  
পানিয়া ভরণে চল লো গোৱী ।  
চল জলে চল কাঁদে বনতল,  
ডাকে ছল ছল জল-লহরী ॥

দিবা চ'লে যায় বলাকা-পাখায়  
বিহগের বৃকে বিহগী লুকায়!  
কেঁদে চখা-চখী মাগিছে বিদায়  
বারোয়ার সুরে বুঝে বাঁশরী ॥

মাঝ হেরে মুখ চাঁদ-মুকুরে  
ছায়াপথ-সিঁথি রচি' চিকুরে,  
নাচে ছায়া-নটী কানন-পুরে,  
দুলে লটপট লতা-কবরী ॥

'বেলা গেল বধু' ডাকে ননদী,  
'চলো জল নিতে' যাবি লো যদি'

কালো হ'য়ে আসে সুদূর নদী,  
নাগরিকা-সাজে সাজে নগরী ॥

মাঝি বাঁধে তরী সিনান-ঘাটে  
ফিরিছে পথিক বিজন মাঠে,  
কারে ভেবে বেলা কাঁদিয়া কাটে  
ভর আঁখি-জলে ঘট-গাগরী ॥

ওগো বে-দরদী, ও রাজা পায়ে  
মালা হ'য়ে কে গো গেল জড়ায়,  
তব সাথে কবি পড়িল দায়ে  
পায়ে রাখি তারে না গলে পরি ॥

[ বুলবুল ]

## (৫)

শিশু—কাহাবুবা-দাদুয়া

ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা-সনে রহিল আঁকা ।  
আজো সজনি দিন রজনী সে বিনে গনি তেমনি ফাঁকা ॥

আগে মন ক'রলে ছুরি, মর্মে শেষে হানলে ছুরি,  
এত শঠতা এত যে ব্যথা তবু যেন তা' মধুতে মাখা ॥

চকোরী দেখলে চাঁদে দূর হ'তে সই আজো কাঁদে,  
আজো বাদলে ঝুলন ঝোলে তেমনি জলে চলে বলাকা ॥

বকুলের তলায় দোদুল কাজলা মেয়ে কুড়োয় লো ফুল,  
চলে নাগরী কাঁখে গাগরী চরণ ভারী কোমর বাঁকা ॥

তরুরা রিক্ত-পাতা, আসলো লো তাই ফুল-বারতা,  
ফুলেরা গ'লে ক'রেছে ব'লে ভ'রেছে ফলে বিটপী-শাখা ॥

ডালে তোর হানলে আঘাত দিস্ রে কবি ফুল-সওগাত,  
ব্যথা-মুকুলে অলি না ছুঁলে বনে কি দুলে ফুল-পতাকা ॥

[ বুলবুল ]

(৬)

মিশ্র বেহাগ-খাওয়াজ—দাদরা

কেন কাঁদে পরান কী বেদনায় কারে কহি!  
সদা কাঁপে ভীকু হিয়া রহি' রহি' ॥

সে থাকে নীল নভে আমি নয়ন-জল-সায়রে,  
সাতাশ তারার সতীন সাথে সে যে ঘুরে' মরে,  
কেমনে ধরি সে চাঁদে রাহু নহি' ॥

কাজল করি' যারে রাখি গো আঁখি-পাতে  
স্বপনে যায় যে ধূয়ে গোপন অশ্রু-সাথে।  
বুকে তায় মালা করি' রাখিলে যায় সে চুরি,  
বাঁধিলে বলয়-সাথে মলয়ায় যায় সে উড়ি',  
কি দিয়ে সে উদাসীর মন মোহি' ॥

[ বুলবুল ]

(৭)

সিদ্ধ ভৈরবী—কাহারবা

মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে  
গোপন পায়ে কে ঐ আসে,  
আকাশ-ছাওয়া চোখের চাওয়া,  
উতল হাওয়া কেশের বাসে ॥

উষার রাগে সাজের কাগে  
যুগল তাহার কপোল রাঙে,  
কমল দুলে সূর্য শশী  
নিশীথ-চূলে আঁধার রাশে ॥

চরণ-ছোঁওয়ায় পাতার ঠোটে,  
মুকুল কাঁপে কুসুম ফোটে,  
আঁখির পলক-পতন-ছাঁদে  
নিশীথ কাঁদে দিবস হাসে ॥

গ্রহের মালা অলঙ্কারে  
কপোল শোভে তারার টোপায়,

কুসুম-কাঁটায়  
কুমাল লুটায়আঁচল-বাঁধে  
সবুজ ঘাসে ॥

সাঁঝের শাখায় কানন মাঝে,  
বালায় বিহগ-কাঁকন বাজে,  
জীবন তাহার সোনার স্বপন  
দোলায় ঘুমায় শিশুর পাশে ॥

তোমার লীলা-কমল করে,  
নিখিল-রাণী! দুলাও মোরে।  
দুলাও আমার সুবাসখানি  
তোমার মুখের মদির স্বাসে ॥

[ বুলবুল ]

(৮)

ভৈরবী-আশাবরী—কাহারবা

কে বিদেশী বন-উদাসী  
বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে,  
সুর-সোহাগে তব্রা লাগে  
কুসুম-বাগে গুল-বদনে ॥

ঝিমিয়ে আসে তোমরা পাখা,  
যুবীর চোখে আবেশ মাখা,  
কাতর ঘুমে আঁদিমা রাকা  
(ভোর গগনের দহ-দালানে)  
দহ-দালানের ভোর গগনে ॥

লজ্জাবতীর ললিত লতায়  
শিহর লাগে পুলক ব্যাখায়,  
মালিকা সম বঁধুরে জড়ায়  
বালিকা-বধু সুখ-স্বপনে ॥

সহসা জাগি' আধেক রাতে  
তনি সে বাঁশী বাজে হিয়াতে,  
বাহু-সিথানে কেন কে জানে  
কাঁদে গো পিয়া বাঁশীর সনে ॥



বৃথাই গাঁথি,      কথার মালা  
লুকাস্ কবি      বুকের জ্বালা,  
কাদে নিরালা      বনশীওয়ালা  
তোরি উতলা      বিরহী মনে ॥

[ বুলবুল ]

## অশ্রুণের সওগাত

ঋতুর ঝাঙ্কা ভরিয়া এল কি ধরণীর সওগাত ?  
নবীন ধানের অশ্রুণে আজি অশ্রুণ হ'ল মাং ।  
'গিনি-পাগল' চাঁলের ফিরনী  
তশ্তরী ভ'রে নবীনা গিন্ধী  
হাসিতে হাসিতে দিতেছে স্বামীরে, খুশীতে কাঁপিছে হাত ।  
শিরনী রাঁধেন বড় বিবি, বাড়ী গন্ধে তেলসুমাত ।

মিঞা ও বিবিতে বড় ভাব আজি খামারে ধরে না ধান ।  
বিছানা করিতে ছোট বিবি রাতে চাপা সুরে গাহে গান!  
'শাশবিবি' কন, 'আহা, আসে নাই  
কতদিন হ'ল মেজলা জামাই ।'  
ছোট মেয়ে কয়, 'আম্মা গো, রোজ কাদে মেজো বুবুজান!  
দলিজেব পান সাজিয়া সাজিয়া সেজো-বিবি লবেজান!

হল্লা করিয়া ফিরিছে পাড়ার দসি ছেলের দল!  
ময়নামতীর শাড়ী-পরা মেয়ে গয়নাতে ঝলমল!  
নতুন পৈঁচি বাজুবন্দ প'রে  
চাষা-বৌ কথা কয় না গুমোরে,  
জারি গান আর গাজীর গানেতে সারা গ্রাম চঞ্চল!  
বৌ করে শিঠা 'পুর'-দেওয়া মিঠা, দেখে জিভে সরে জল!

মাঠের সাগরে জোয়ারের পরে লেগেছে ভাটির টান ।  
রাখাল ছেলের বিদায়-বাশীতে কুরিছে আমন ধান!  
কৃষক-কঠে ভাটিয়ালী সুর  
রোয়ে রোয়ে মরে বিদায়-বিধুর!  
ধান ভানে বৌ, দুলে দুলে ওঠে রূপ-তরঙ্গে বান!  
বধুর পায়ের পরশে পেয়েছে কাঠের টেকিও প্রাণ!

হেমন্ত-গায় হেলান দিয়ে গো রৌদ্র পোহায় শীত!  
কিরণ-ধারায় ঝরিয়া পড়িছে সূর্য—আলো-সরিং!  
দিগন্তে যেন তুর্কী-কুমারী  
কুয়াশা-নেকাব রেখেছে উতারি'!  
চাঁদের প্রদীপ জ্বালাইয়া নিশি জাগিছে একা নিশীথ,  
নতুনের পথ চেয়ে চেয়ে হ'ল হরিৎ পাতারা পীত!

নবীনের লাল ঝাঙা উড়ায়ে আসিতেছে কিশলয়,  
রক্ত-নিশান নহে যে রে ওরা রক্ত শাখার জয়!  
'মুজ্জদা' এনেছে অশ্রুহায়ণ—  
আসে নৌরোজ খোল গো তোরণ,  
গোলা ভ'রে রাখ সারা বছরের হাসি-ভরা সঞ্চয় ।  
বাসি বিছানায় জাগিতেছে শিশু সুন্দর নির্ভয়!  
[ জিজির ]

## মিসেস্ এম্ রহমান

মোহরুরমের চাঁদ ওঠার ত আজিও অনেক দেরি,  
কোন্ কাব্বালা-মাতম্ উঠিল এখনি আমার ঘেরি' ?  
ফোরাতে মৌজ্ ফোঁপাইয়া ওঠে কেন গো আমার চোখে!  
নিখিল-এতিম্ ভিড় ক'রে কাদে আমার মানস-লোকে!  
মর্সিয়া-খান! গা'সনে অকালে মর্সিয়া-শোকগীতি,  
সর্বহারার অশ্রু-প্রাবনে সম্ভাব হবে ক্ষিতি!...

আজ যবে হয় আমি  
কুফার পথে গো চলিতে চলিতে কাব্বালা-মাঝে ধামি,  
হেরি চারিধারে ঘিরিয়াছে মোরে মৃত্যু-এজিদ্-সেনা,  
ভায়েরা আমার দুশ্মন-খুনে মাখিতেছে হাতে হেনা,  
আমি শুধু হয় রোগ-শয্যায় বাজু কামড়ায়ে মরি!  
দানা-পানি নাই পাতার বিমায় নির্জীব আছি পড়ি'!  
এমন সময় এল 'দুলদুল' পুটে শূন্য জিন,  
শূন্য কে যেন কাদিয়া উঠিল—'জয়নাল আবেদীন'!  
দীর্ঘ-পাজা দীর্ঘ-পাজর পর্ণকুটীর ছাড়ি'  
উঠিতে পড়িতে ছুটিয়া আসিনু, কখিল দুয়ার দ্বারী!  
বন্দিনী মা'র ডাক শুনি শুধু জীবন-ফোরাতে-পারে,  
'এজিদের বেড়া পারায়ে এসেছি, যাদু তুই ফিরে যারে!'

কাফেলা যখন কাঁদিয়া উঠিল তখন দুপুর নিশা!—

এজিদে পাইব, কোথা পাই হায় আজরাইলের দিশা ?

জীবন ঘিরিয়া ধু-ধু করে আজ শুধু সাহারার বালি,  
অগ্নি-সিঁকু করিতেছি পান দোজখ করিয়া খালি!  
আমি পুড়ি, সাথে বেদনাও পুড়ে, নয়নে শুকায় পানি,  
কলিজা চাপিয়া তড়পায় শুধু বুক-ভাঙা কাঁত্রানি!  
মাতা ফাতেমার লাশের ওপর পড়িয়া কাতর স্বরে  
হাসান হোসেন কেমন করিয়া কেঁদেছিল, মনে পড়ে!

\* \* \*

অশ্রু-প্রাবনে হাবুডুবু খাই বেদনার উপকূলে,  
নিজের ক্ষতিই বড় করি আমি সকলের ক্ষতি ভুলে!  
ভুলে যাই—কত বিহগ-শিশুরা এই স্নেহ-বট-ছায়ে  
আমারই মতন আশ্রয় লভি' ভুলেছে আপন মায়ে।  
কত সে ক্লান্ত বেদনা-দম্ব মুসাফির এরই মূলে  
বসিয়া পেয়েছে মা'র তসল্লি, সব গ্রানি গেছে ভুলে!  
আজ তারা সবে করিছে মাতম্ আমার বাণীর মাঝে,  
একের বেদনা নিখিলের হ'য়ে বৃকে এত ভারী বাজে!  
আমাদের ঘিরিয়া জমিছে অথই শত নয়নের জল,  
মধ্যে বেদনা-শতদল আমি করিতেছি টলমল!  
নিখিল-দরদী ছিলেন আত্মা! নাহি মোর অধিকার  
সকলের মাঝে সকলে ত্যাজিয়া শুধু একা কাঁদিবার!

আসিয়াছি মাগো জিয়ারত লাগি' আজি অগ্রজ হ'য়ে  
মা-হারা আমার ব্যথাতুর ছোট ভাইবোনগুলি ল'য়ে।  
অশ্রুতে মোর অন্ধ দু'চোখ, তবু ওরা ভাবিয়াছে  
হয়ত তোমার পথের দিশা মা জানা আছে মোর কাছে!  
জীবন-প্রভাতে দেউলিয়া হ'য়ে যারা ভাষাহীন গানে  
ভর ক'রে মাগো চলেছিল সব গোরস্থানের পানে,  
পক্ষ মেলিয়া আবরিলে তুমি সকলে আকুল স্নেহে,  
যত ঘর-ছাড়া কোলাকুলি করে তব কোলে তব গেহে!

'কত বড় তুমি' বলিলে, বলিতে, 'আকাশ শূন্য ব'লে  
এত কোটি তারা চন্দ্র সূর্য গ্রহে ধরিয়াছে কোলে।  
শূন্য সে বুক তবু ভরেনি রে, আজো সেথা আছে ঠাই,  
শূন্য ভরিতে শূন্যতা ছাড়া দ্বিতীয় সে কিছু নাই!'

গোর-পলাতক মোরা বুঝি নাই মাগো তুমি আগে থেকে  
গোরস্থানের দেনা শুধিয়াছ আপনারে বাঁধা রেখে!

ভুলাইয়া রাখি গৃহ-হারাদের দিয়া স্ব-গৃহের চাবি  
গোপনে মিটালে আমাদের ঋণ—মৃত্যুর মহা-দাবি!  
সকলেরে তুমি সেবা ক'রে গেলে, নিলে না কারুর সেবা,  
আলোক সবারে আলো দেয়, দেয় আলোকে আলো কেবা ?

আমাদেরও চেয়ে গোপন গভীর কান্দে বাণী ব্যথাতুর,  
ধেমে গেছে তার দুলালী মেয়ের জ্বালা-ক্রন্দন সুর।  
কমল-কাননে ধেমে গেছে ঝড়ে ঘূর্ণির ডামাডোল,  
কারার বক্ষে বাজে না ক' আর ভাঙন-ডঙ্কা-রোল!  
বসিবে কখন জ্ঞানের তথ্যে, বাঙলার মুসলিম!  
বারে-বারে টুটে কলম তোমার না লিখিতে শুধু 'মিম'।

\* \* \*

সে ছিল আরব-বেদুঈনদের পথ-ভুলে-আসা মেয়ে,  
কাঁদিয়া উঠিত হেরেমের উঁচা প্রাচীরের পানে চেয়ে!  
সকলের সাথে সকলের মতো চাহিত সে আলো বায়ু,  
বন্ধন-বাঁধ ডিঙাতে না পেরে ডিঙাইয়া গেল আয়ু!

সে বলিত, "ঐ হেরেম-মহল নারীদের তরে নহে,  
নারী নহে যারা ভুলে বান্দী-খানা ঐ হেরেমের মোহে!  
নারীদের এই বান্দী ক'রে রাখা অবিস্থাসের মাঝে  
লোভী পুরুষের পশু-প্রবৃত্তি হীন অপমান রাজে!  
আপন ভুলিয়া বিশ্বপালিকা নিত্য-কালের নারী  
করিছে পুরুষ জেল-দারোগার কামনার তাঁবেদারি!  
বলে না কোরান, বলে না হাদিস, ইসলামী ইতিহাস,  
নারী নর-দাসী, বন্দিনী র'বে হেরেমেতে বারো মাস!  
হাদিস্ কোরান ফেকা ল'য়ে যারা করিছে ব্যবসাদারী,  
মানে না ক' তারা কোরানের বাণী—সম্মান নর ও নারী!  
শাস্ত্র ছাঁকিয়া নিজেদের যত সুবিধা বাছাই ক'রে  
নারীদের বেলা শুধু হ'য়ে রয় শুমরাহ্ যত চোরে!"  
দিনের আলোকে ধরেছিল এই মুনাফেকদের চুরি,  
মসজিদে ব'সে স্বার্থের তরে ইসলামে হানা ছুরি!  
আমি জানি মাগো আলোকের লাগি' তব এই অভিযান  
হেরেম-রক্ষী যত গোলামের কাঁপায়ে তুলিত প্রাণ!  
গোলা-গুলি নাই, গালাগালি আছে, তাই দিয়ে তারা লড়ে,  
ঝোঝে না ক' শুধু উপরে ছুঁড়িলে আপনারি মুখে পড়ে!  
আমরা দেখেছি, যত গালি ওরা ছুঁড়িয়া মেরেছে গায়ে,  
ফুল হ'য়ে সব ফুটিয়া উঠিয়া ঝরিয়াছে তব পায়ে।

\* \* \*

কাঁটার কুঞ্জে ছিলে নাগমাতা সদা উদ্যত-ফণা  
আঘাত করিতে আসিয়া 'আঘাত' করিয়াছে বন্দনা!  
তোমার বিষের নীহারিকা-লোকে নিতি নব নব গ্রহ  
জন্ম লভিয়া নিষেধ-জগতে জাগায়েছে বিদ্রোহ!  
জহরের তেজ পান ক'রে মাগো তব নাগ-শিশু যত  
নিয়ন্ত্রিতের শিরে গড়িয়াছে ধ্বজা বিজয়োদ্ধত!  
মানেনি ক' তারা শাসন-ত্রাসন বাধা-নিষেধের বেড়া,—  
মানুষ থাকে না খোঁয়াড়ে বন্ধ, থাকে বটে গুরু-ভেড়া।

এসম্-আজম তাবিজের মত আজো তব রুহ পাক,  
তাদের ঘেরিয়া আছে কি তেমনি বেদনায় নির্বাক?  
অথবা 'খাতুনে-জান্নাৎ' মাতা ফাতিমার গুলবাগে  
গোলাব-কাঁটায় রাজা গুল হ'য়ে ফুটেছে রক্তরাগে?  
\* \* \*

তোমার বেদনা-সাগরে জোয়ার জাগিল যাদের টানে,  
তারা কোথা আজ? সাগর শুকালে চাঁদ মরে কোন্‌খানে?

যাহাদের তরে অকালে, আত্মা, জ্ঞান দিলে কোরবান,  
তাদের জাগায় সার্থক হোক তোমার আত্মদান!  
মধ্যপথে মা তোমার প্রাণের নিভিল যে দীপ-শিখা,  
জ্বলুক নিখিল-নারী-সীমন্তে হ'য়ে তাই জয়টিকা!  
বন্দিনীদের বেদনার মাঝে বাঁচিয়া আছ মা তুমি,  
চিরজীবী মেয়ে, তবু যাই ঐ কবরের ধূলি চুমি!  
মৃত্যুর পানে চলিতে আছিলে জীবনের পথ দিয়া,  
জীবনের পানে চলিছ কি আজ মৃত্যুরে পারাইয়া?

[ জিজ্ঞাসা ]

### ঈদ মোবারক

শত যোজনের কত মরুভূমি পারায়ে গো,  
কত বালুচরে কত আঁখি-ধারা ঝরায়ে গো,  
বরষের পরে আসিলে ঈদ!  
ভুখারীর ঘারে সওগাত ব'য়ে রিজওয়ানের,  
কণ্টক-বনে আশ্বাস এনে গুল-বাগের,  
সাকীরে "জামের" দিলে তাগিদ!

খুশীর পাপিয়া পিউ-পিউ গাহে দিঘিদিগ্,  
বধু জাগে আজ নিশীথ-বাসরে নির্নিম্ব!  
কোথা ফুলদানী, কাঁদিছে ফুল,  
সুদূর প্রবাসে ঘুম নাহি আসে কার সখার,  
মনে পড়ে শুধু সোঁদা-সোঁদা বাস এলো-খোঁপার,  
আকুল কবরী উল্‌ঝলুল!

ওগো কাল সাঁঝে দ্বিতীয়া চাঁদের ইশারা কোন্  
মুজ্জদা এনেছে, সুখে ডগমগ মুকুলী মন!  
আশাবরী-সুরে বুঝে সানাই।  
আতর-সুবাসে কাতর হ'ল গো পাথর-দিল,  
দিলে দিলে আজ বন্ধকী দেনা—নাই দলিল,  
কবুলিয়তের নাই বালাই ॥

আজিকে এজিদে হাসেনে হোসেনে গলাগলি,  
দোজখে ভেঁশতে ফুল ও আগুনে ঢলাঢলি,  
শিরী ফরহাদে জুড়াজুড়ি!  
সাপিনীর মত বেঁধেছে লায়লী কায়সে গো,  
বাহুর বন্ধে চোখ বুঁজে বঁধু আয়েসে গো,  
গালে গালে চুন্‌ গড়াগড়ি ॥

দাউ-দাউ জ্বলে আজি স্কূর্তির জাহান্নাম,  
শয়তান আজ ভেঁশতে বিলায় শরাব-জাম,  
দুশ্মন দোস্ত এক-জামাত!  
আজি আরফাত-ময়দান পাতা গায়ে-গায়ে,  
কোলাকুলি করে বাদশা ফকীরে ভায়ে-ভায়ে,  
কা'বা ধ'রে নাচে 'লাভ-মানাত' ॥

আজি ইসলামী ডঙ্কা গরজে তরি' জাহান,  
নাই বড় ছোট—সকল মানুষ এক সমান,  
রাজা প্রজা নয় কারো কেহ।  
কে আমীর তুমি নওয়াব বাদশা বালাখানায়?  
সকল কালের কলঙ্ক তুমি; জাগালে হায়  
ইসলামে তুমি সন্দেহ ॥

ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই,  
সুখ-দুখ সম-ভাগ করে নেব সকলে ভাই,  
নাই অধিকার সঙ্কয়ের!

কারো আঁখি-জলে কারো ঝাড়ে কি রে জুলিবে দীপ?  
দু'-জন্য হবে বুলন্দ-নসীব, লাখে লাখে হবে বদ-নসীব ?  
এ নহে বিধান ইসলামের ॥

ঈদ-অল-ফিতর আনিয়াছে তাই নববিধান,  
ওগো সঞ্চয়ী, উদ্ধৃত যা করিবে দান,  
ক্ষুধার অন্ন হোক তোমার!  
ভোগের পেয়ালা উপচায়ে পড়ে তব হাতে,  
ভৃক্ষাতুরের হিসসা আছে ও-পেয়ালাতে,  
দিয়া ভোগ কর, বীর দেদার ॥

বুক খালি ক'রে আপনারে আজ দাও জাকাত,  
ক'রো না হিসাবী, আজি হিসাবের অঙ্কপাত!  
একদিন করো ভুল হিসাব।  
দিলে দিলে আজ খুনসুড়ি করে দিল্লীপী,  
আজিকে ছায়েলা-লায়েলা-চুমায় লাল যোগী!  
জামশেদ বেঁচে চায় শরাব ॥

পথে পথে আজ হাঁকিব, বন্ধু, ঈদ মোবারক! আসসালাম!  
ঠোটে ঠোটে আজ বিলাব শিরিনী ফুল-কালাম!  
বিলিয়ে দেওয়ার আজিকে ঈদ!  
আমার দানের অনুরাগে-রাভা 'ঈদগা' রে!  
সকলের হাতে দিয়ে দিয়ে আজ আপনারে—  
দেহ নয়, দিল হবে শহীদ ॥

[ জিজ্ঞাসা ]

### আয় বেহেশতে কে যাবি আয়

আয় বেহেশতে কে যাবি আয়  
প্রাণের বুলন্দ দরওয়াজায়,  
ভাজা-ব-ভাজা-ব গাহিয়া পান  
চির-তরুণের চির-মেলায়।  
আয় বেহেশতে কে যাবি আয় ॥

যুব-যুবতীর সে-দেশে ভিড়,  
সেখা যেতে নারে বুঢ়া পীর,

শাস্ত্র-শকুন জ্ঞান-মজুর  
যেতে নারে সেই হরী-পরীর  
শরাব সাকীর গুলিভায়।  
আয় বেহেশতে কে যাবি আয় ॥

সেখা হৃদয় খুশীর মৌজ,  
তীর হানে কালো-আঁখির ফৌজ,  
পায়ে পায়ে সেখা আরজি পেশ,  
দিল চাহে সদা দিল-আফ্রোজ,  
পিরানে পরান বাধা সেখায়,  
আয় বেহেশতে কে যাবি আয় ॥

করিল না যারা জীবনে ভুল  
দলিল না কাঁটা, ছেঁড়েনি ফুল,  
দারোয়ান হ'য়ে সারা জীবন  
আঙুলি বেড়া, ছুল না গুল,—  
যেতে নারে তারা এ-জলসায়।  
আয় বেহেশতে কে যাবি আয় ॥

বুড়ো নীতিবিদ—নুড়ির প্রায়  
পেল না ক' এক বিন্দু রস  
চিরকাল জলে রহিয়া হায়!—  
কাঁটা বিধে যার ক্ষত আঙুল  
দোলে ফুলমালা তারি গলায়।  
আয় বেহেশতে কে যাবি আয় ॥

তিলে তিলে যারা পিষে মারে  
অপরের সাথে আপনারে,  
ধরণীর ঈদ-উৎসবে  
রোজা রেখে প'ড়ে থাকে ঘরে,  
কাফের তাহারা এ-ঈদগায়!  
আয় বেহেশতে কে যাবি আয় ॥

বুলবুল গেয়ে ফেরে বলি'  
যাহারা শাসায়ে ফুলবনে  
ফুটিতে দিল না ফুলকলি;  
ফুটিলে কুসুম পায়ে দলি'

মারিয়াছে, পাছে বাস বিলায়!  
হারাম তা'রা এ-মুশায়েরায়!  
আয় বেহেশতে কে যাবি আয় ॥

হেথা কোলে নিয়ে দিল্লুকা  
শারাবী গজল গাহে যুবা,  
প্রিয়র বে-দাগ কপোলে গো  
একে দেয় তিল মনোলোভা,  
শ্রেমের পাপীর এ-মোজরায়।  
আয় বেহেশতে কে যাবি আয় ॥

আসিতে পারে না হেথা বে-দীন  
মৃত প্রাণ-হীন জরা-মলিন।  
নৌ-জোয়ানীর এ-মহফিল  
খুন ও শরাব হেথা অ-ভিন্,  
হেথা ধনু বাঁধা ফুলমালায়!  
আয় বেহেশতে কে যাবি আয় ॥

পেয়ালায় হেথা শহীদী খুন  
তলোয়ার-চোয়া তাজা তরুণ  
আঙ্গুর-হুদি চুয়ানো গো  
গেলাসে শরাব রাঙা অরুণ।  
শহীদে শ্রেমিকে ভিড় হেথায়।  
আয় বেহেশতে কে যাবি আয় ॥

প্রিয়া-মুখে হেথা দেখি গো চাঁদ,  
চাঁদে হেরি প্রিয়-মুখের ছাঁদ।  
সাধ ক'রে হেথা করি গো পাপ,  
সাধ ক'রে বাঁধি বালির বাঁধ,  
এ রস-সাগরে বালু-বেলায়!  
আয় বেহেশতে কে যাবি আয় ॥

[ জিজির ]

নওরোজ

রূপের সওদা কে করিবি তোরা আয় রে আয়,  
নওরোজের এই মেলায়!

ডামাডোল আজি চাঁদের হাট,  
লুট হ'ল রূপ হ'ল লোপাট!  
খুলে ফেলে লাজ শরম-ঠাট!  
রূপসীরা সব রূপ বিলায়  
বিনি-কিন্মতে হাসি-ইজিতে হেলাফেলায়!  
নওরোজের এই মেলায়!

শা'জাদা উল্লির নওয়াব-জাদারা—রূপ-কুমার  
এই মেলায় খরিদু-দার!  
নও-জোয়ানীর জহুরী ঢের  
ঝুঁজিছে বিপণি জহরতের,  
জহরত নিতে—টেড়া আঁখের  
জহর কিনিছে নির্বিকার!  
বাহানা করিয়া ছোঁয় গো পিরান জাহানারার  
নওরোজের রূপ-কুমার!

ফিরি ক'রে ফেরে শা'জাদী বিবি ও বেগম সা'ব  
চাঁদ মুখের নাই নেকাব?  
শূন্য দোকানে পসারিণী  
কে জানে কি করে বিকি-কিনি!  
চুড়ি-কঙ্কণে রিপিঠিনি  
কাঁদিছে কোমল কড়ি রেখাব!  
অধরে অধরে দর-কষাকষি—নাই হিসাব  
হেম-কপোল লাল গোলাব।

হেরেম-বান্দীরা দেহেম ফেলিয়া মাগিছে দিল,  
নওরোজের নও-ম'ফিল!  
সাহেব গোলাম, খুনী আশেক,  
বিবি বান্দী,—সব আজিকে এক!  
চোখে চোখে পেশ দাখিলা চেক  
দিলে দিলে মিল এক সামিল!  
বে-পরওয়া আজ বিলায় বাগিচা ফুল-ত'বিল!  
নওরোজের নও-ম'ফিল।

ঠোটে ঠোটে আজ মিঠি শরবৎ ঢাল্ উপড়,  
রূপ-ঝনায় পা'য় নূপুর।  
কিসমিস্-ছোঁচা আজ অধর,  
আজিকে আলাপ 'মোখতসর'!

কার পায়ে পড়ে কার চাদর,  
কাহারে জড়ায় কার কেয়ূর,  
প্রলাপ বকে গো কলাপ মেলিয়া মন্-ময়ূর,  
আজি দিলের নাই সবুর।

আঁখির নিষ্টি করিছে ওজন প্রেম দেদার  
ভার কাহার অশ্রু-হার।  
চোখে চোখে আজ চেনাচেনি!  
বিনি মূলে আজ কেনাকেনি,  
নিকাশ করিয়া লেনাদেনি  
'ফাজিল' কিছুতে কমে না আর।

পানের বদলে মুন্না মাগিছে পান্না-হার!  
দিল সবার 'বে-কারার'!

সাধ ক'রে আজ বরবাদ করে দিল্ সবাই  
নিম্খুন কেউ কেউ জবাই!  
নিকপিক করে ক্ষীণ কাঁকাল,  
পেশোয়াজ কাঁপে টাল্‌মাটাল,  
গুরু উরু-ভারে তনু নাকাল,  
টল্‌মল আঁখি জল-বোঝাই!  
হাফিজ উমর শিরাজ পলায়ে লেখে 'রুবাই'!  
নিম্খুন কেউ কেউ জবাই!

শিরী লাইলীয়ে খোজে ফরহাদ খোজে কায়েস  
নওরোজের এই সে দেশ!  
টুঁড়ে ফেরে হেথা যুবা সেলিম  
নুরজাহানের দূর সাকিম,  
আরজিব আজ হইয়া কিম্  
হিয়ায় হিয়ায় চাহে আয়েস!  
তখ্-তাউস্ কোহিনূর কারো নাই খায়েশ,  
নওরোজের এই সে দেশ!

গুলে-বকৌলি উর্বশীর এ চাঁদনী-চক,  
চাও হেথায় রূপ নিছক।  
শারাব সাকী ও রঙে রূপে  
আতর লোবান ধূনা ধূপে  
সম্ভ্রাব সব যাক ডুবে,  
আঁখি-ভারা হোক নিম্পলক।

চাঁদ মুখে আঁক' কালো কলঙ্ক তিল-তিলক।  
চাও হেথায় রূপ নিছক!

হাসির-নেশায় কিম্ মেরে আছে আজ সকল,  
লাল পানির রংমহল!  
চাঁদ-বাজারে এ নওরোজের  
দোকান ব'সেছে মোমতাজের,  
সওদা করিতে এসেছে ফের  
শা'জাহান হেথা রূপ-পাগল।  
হেরিতেছে কবি সুদূরের ছবি ভবিষ্যতের তাজমহল—  
নওরোজের স্বপ্ন-ফল!

[ জিজ্ঞাস্য ]

গুলে-বকৌলি—পরীসের রাণী; দেহেম—রৌপ্যমুদ্রা; ত'বিল—তহবিল; ম'ফিল—সভা;  
আশেক—শ্রেমিক; মোখ'তাসর—সংক্ষেপ; মুন্না—সাধারণত বাদীর নাম; ফাজিল—অতিরিক্ত;  
বে-কারার—ঐর্ষ্যহারা; শিরী, লায়লী, ফরহাদ, কায়েস—জগদ্বিখ্যাত শ্রেমিক-শ্রেমিকা; রুবাই—  
চতুঃপদী কবিতা; খায়েশ—ইচ্ছা; সেলিম—জাহাঙ্গীর

### অগ্র-পথিক

অগ্র-পথিক হে সেনাদল,  
জোব্ কদম্ চল রে চল!

রৌদ্রদগ্ধ মাটি-মাখা শোন্ ভাইরা মোর,  
বাসি বসুধায় নব অভিযান আজিকে তোর।  
রাখ তৈয়ার হাথেলিতে হাতিয়ার জোয়ান,  
হান্ রে নিশিত পাণ্ডপতান্ত্র অগ্নিবাণ!  
কোথায় হাতুড়ি কোথা শাবল!  
অগ্র-পথিক রে সেনাদল,  
জোব্ কদম্ চল রে চল ॥

কোথায় মানিক ভাইরা আমার সাজরে সাজ!  
আর বিলম্ব সাজে না, চালাও কুচকাওয়াজ!  
আমরা নবীন তেজ-প্রদীপ্ত বীর তরুণ  
বিপদ-বাধার কণ্ঠ ছিড়িয়া শুধি বুন!  
আমরা ফলাব ফুল-ফসল।  
অগ্র-পথিক রে যুবাদল,  
জোব্ কদম্ চল রে চল ॥

প্রাণ-চঞ্চল প্রাচী-র তরুণ, কর্মবীর,  
 হে মানবতার প্রতীক গর্ব উচ্চশির!  
 দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তোরা দৃশ্যপদ  
 সকলের আগে চলিবি পারায়ে গিরি ও নদ,  
 মরু-সঙ্কর গতি-চপল।  
 অগ্র-পথিক রে পাওদল,  
 জোন্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

স্থবির শ্রান্ত প্রাচী-র প্রাচীন জাতিরা সব  
 হারায়েছে আজ দীক্ষা দানের সে-গৌরব!  
 অবনত-শির গতিহীন তা'রা—মোরা তরুণ  
 বহিব সে ভার, লব শাস্ত্রত ব্রত দারুণ,  
 শিখাব নতুন মন্ত্রবল।  
 রে নব পথিক যাত্রীদল,  
 জোন্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি' পচা অতীত,  
 গিরি-গুহা ছাড়ি' খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত।  
 সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর, বীর্যবান,  
 তাজা জীবন্ত সে নব সৃষ্টি শ্রম-মহান,  
 চলমান-বেগে প্রাণ-উছল।  
 রে নবযুগের স্রষ্টাদল,  
 জোন্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

অভিযান-সেনা আমরা ছুটিব দলে দলে  
 বনে নদীতটে গিরি-সঙ্কটে জলে-থলে।  
 লজ্জিব খাড়া পর্বত-চূড়া অনিমিষে,  
 জয় করি' সব তস্নস্ করি পায় পিষে',  
 অসীম সাহসে ভাঙি' আগল!  
 না-জানা পথের নকীব দল,  
 জোন্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

পাতিত করিয়া তব বৃদ্ধ অটবীরে  
 বাধ বাধি' চলি দৃষ্টর খর স্রোত-নীরে।  
 রসাতল চিরি' হীরকের খনি করি' খনন,  
 কুমারী ধরার গর্ভে করি গো ফুল সৃজন,  
 পায়ে হেঁটে মাপি ধরণীতল!

অগ্র-পথিক রে চঞ্চল,  
 জোন্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

আমরা এসেছি নবীন প্রাচী-র নব-প্রোতে  
 ভীম পর্বত ক্রকচ-গিরির চূড়া হ'তে  
 উচ্চ অধিত্যকা প্রণালিকা হইয়া পার  
 আহত বাঘের পদ-চিন্ ধরি' হ'য়েছি বা'র;  
 পাতাল ফুঁড়িয়া, পথ-পাগল!  
 অগ্রবাহিনী পথিক-দল,  
 জোন্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

আয়ার্ল্যান্ড আরব মিশর কোরিয়া-চীন,  
 নরওয়ে স্পেন রাশিয়া—সবার ধারি গো ঋণ।  
 সবার রক্তে মোদের লোহর আভাস পাই,  
 এক বেদনার 'কমরেড' ভাই মোরা সবাই।  
 সকল দেশের মোরা সকল!  
 রে চির-যাত্রী পথিক-দল,  
 জোন্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

বল্গা-বিহীন শৃঙ্খল-হেঁড়া প্রিয় তরুণ!  
 তোদের দেখিয়া টগবগ করে বক্ষে খুন।  
 কাঁদি বেদনায়, তবু রে তোদের ভালোবাসায়  
 উল্লাসে নাচি আপনা-বিভোল নব আশায়।  
 ভাগ্য-দেবীর লীলা-কমল,  
 অগ্র-পথিক রে সেনাদল!  
 জোন্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

তরুণ তাপস! নব শক্তিরে জাগায়ে তোলা!  
 করুণার নয়—ভয়ঙ্করীর দুয়ার খোলা।  
 নাগিনী-দশনা রণরঙ্গিনী শস্ত্রকর  
 তোম দেশ-মাতা, তাহারি পতাকা ভুলিয়া ধর।  
 রক্ত-পিয়াসী অচঞ্চল  
 নির্মম-ব্রত রে সেনাদল!  
 জোন্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

অভয়-চিন্ত ভাবনা-মুক্ত যুবারা শুন!  
 মোদের পিছনে চীৎকার করে পশু, শকুন!

জুড়ুটি হানিছে পুরাতন পাচা গালিত শব,  
রক্ষণশীল বুড়োরা করিছে তারি স্তব  
শিবারা চৈচাক, শিব অটল!  
নির্ভীক বীর পথিক-দল,  
জোর কদম্ চল রে চল ॥

আরো—আরো আগে সেনা-মুখ যেথা করিছে রণ,  
পলকে হ'তেছে পূর্ণ মৃত্যু শূন্যাসন,  
আছে ঠাই আছে, কে থামে পিছনে? হ' আশ্রয়ান!  
যুদ্ধের মাঝে পরাজয় মাঝে চলো জোয়ান।  
জুল রে মশাল জুল অনল!  
অগ্রযাত্রী রে সেনাদল,  
জোর কদম্ চল রে চল ॥

নতুন করিয়া ক্লান্ত ধরার মৃত শিরায়  
স্পন্দন জাগে আমাদের তরে নব আশায়।  
আমাদেরি তা'রা—চলিছে যাহারা দৃঢ়চরণ  
সম্মুখ পানে, একাকী অথবা শতেক জন!  
মোরা সহস্র-বাহু-সবল।  
রে চির-রাতের সাক্ষীদল,  
জোর কদম্ চল রে চল ॥

জগতের এই বিচিত্রতম মিছিলে ভাই  
কত রূপ কত দৃশ্যের লীলা চলে সদাই!  
শ্রমরত ঐ কালি-মাখা কুলি, নৌ-সারং,  
বলদের মাঝে হলধর চাষা দুখের সং,  
প্রভু স-ভৃত্য পেষণ-কল—  
অগ্র-পথিক উদাসী-দল,  
জোর কদম্ চল রে চল ॥

নিখিল গোপন ব্যর্থ-প্রেমিক আর্ত-প্রাণ,  
সকল কারার সকল বন্দী আহত-মান,  
ধরার সকল সুখী ও দুঃখী, সং, অসং,  
মৃত, জীবন্ত, পথ-হারী, যারা ভেদেনি পথ—  
আমাদের সাথী এরা সকল।  
অগ্র-পথিক রে সেনাদল,  
জোর কদম্ চল রে চল ॥

ছুড়িতেছে ভাঁটা জ্যোতির্চক্র ঘূর্ণ্যমান,  
হের পুঞ্জিত গ্রহ-রবি-তারা দীপ্তপ্রাণ;  
আলো-ঝলমল দিবস, নিশীথ স্বপ্নাতুর,—  
বন্ধুর মত ছেয়ে আছে সবে নিকট-দূর।  
এক প্রব সব পথ-উতল।  
নব যাত্রিক পথিক দল,  
জোর কদম্ চল রে চল ॥

আমাদের এরা, আছে এরা সবে মোদের সাথ,  
এরা সখা—সহযাত্রী মোদের দিবস-রাত।  
জগ-পথে আসে মোদের পথের ভাবী পথিক,  
এ-মিছিলে মোরা অগ্র-যাত্রী সুনির্ভীক!  
সুগম করিয়া পথ পিছল  
অগ্র-পথিক রে সেনাদল,  
জোর কদম্ চল রে চল ॥

ওগো ও প্রাচী-র দুলালী দুহিতা তরুণীরা,  
ওগো জায়া ওগো ভগিনীরা! ডাকে সঙ্গীরা!  
তোমার নাই গো ল্যঙ্কিত মোরা তাই আজি,  
উঠুক তোমার মণি-মঞ্জীর ঘন বাজি,  
আমাদের পথে চল-চপল  
অগ্র-পথিক তরুণ-দল,  
জোর কদম্ চল রে চল ॥

ওগো অনাগত মরু-প্রান্তর বৈতালিক!  
তনিতৈছি তব আগমনী-গীতি দিগ্বিদিক!  
আমাদেরি মাঝে আসিতেছ তুমি দ্রুত পায়ে!—  
ভিন দেশী কবি! ধামাও বাঁশরী বট-ছায়ে,  
তোমার সাধনা আজি সফল।  
অগ্র-পথিক চারণ-দল,  
জোর কদম্ চল রে চল ॥

আমরা চাহি না তরল স্বপন, হালকা সুখ,  
আরাম-কুশল, মধুমল-চটি, পান'সে থুক  
শান্তির-বাণী, জ্ঞান-বানিয়ার বই-ওদাম,  
হেঁদো ছন্দের পলকা উর্পা, সস্তা নাম,



পচা দৌলৎ ;—দু'-পায়ে দল্ !  
কঠোর দুখের তাপস দল,  
জোর কদম্ চল্ রে চল্ ॥

পান-আহার-ভোজে মত্ত কি যত ঔদরিক ?  
দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া ফেলিয়া চিক্  
আরাম করিয়া ভুঁড়োয়া ঘুমায়—বন্ধু, শোন,  
মোটা ডালরুটি, ছেঁড়া কঙ্কল, ভূমি-শয়ন,  
আছে ত মোদের পাথের-বল !  
ওরে বেদনার পূজারী দল,  
মোছ রে অশ্রু, চল্ রে চল্ ॥

নেমেছে কি রাত্তি ? ফুরায় না পথ সুদুর্গম ?  
কে থামিস্ পথে ভগ্নোৎসাহ নিরুদ্দাম ?  
ব'সে নে' খানিক পথ-মজ্জিলে, ভয় কি ভাই,  
থামিলে দু'-দিন ভোলে যদি লোকে—ভুলুক তাই !  
মোদের লক্ষ্য চির-অটল  
অগ্র-পথিক ব্রতীর দল,  
বাধ্ রে বুক, চল্ রে চল্ ॥

শুনিতেছি আমি, শোন্ ঐ দূরে তূর্ঘ-নাদ  
ঘোষিছে নবীন উষার উদয়-সুসংবাদ !  
ওরে তুরা কর্ ! ছুটে চল্ আগে—আরো আগে !  
গান গেয়ে চল্ অগ্র-বাহিনী, ছুটে চল্ তারো পুরোভাগে ।  
তোর অধিকার কর্ দখল !  
অগ্র-নায়ক রে পাণ্ডদল !  
জোর কদম্ চল্ রে চল্ ॥

[ জিজির ]

### চিরঞ্জীব জগলুল

প্রাচীর দুয়ারে শুনি কলরোল সহসা তিমির-রাতে,  
মিসরের শের, শির শমশের—সব গেল এক সাথে !  
সিন্দুর গলা জড়িয়ে কাঁদিতে দু'-তীরে ললাট হানি'  
ছুটিয়া চ'লেছে মরু-বকৌলি 'নীল' দরিয়ার পানি !  
আঁচলের তার ঝিনুক মানিক কাদায় ছিটায় পড়ে,

সোতের শ্যাওলা এলো কুণ্ডল লুটাইছে বালুচরে ।...  
মরু-সাইমুম'-তাজ্জামে চড়ি' কোন্ পরীবানু আসে ?  
'লু'-হাওয়া ধ'রেছে বালুর পর্দা সজ্জমে দুই পাশে !  
সূর্য নিজেই লুকাই টানিয়া বালুর আশ্রয়ণ,  
বাজনী দুলায় ছিন্ন পাইন-শাখায় প্রভঞ্জন ।  
ঘূর্ণি-বাদীরী নীল দরিয়ায় আঁচল ভিজায় আনি'  
ছিটাইছে বারি, মেঘ হ'তে মাগি' আনিছে বরফ-পানি ।  
ও বুঝি মিসর-বিজয়লক্ষ্মী মুরছিতা তাজ্জামে,  
ওঠে হাহাকার ভগ্ন মিনার আঁধার দীওয়ান-ই-আমে !  
কৃষ্ণাণের গরু মাঠে মাঠে ফেরে, ধরেনি ক' আজ হাল,  
গম-ক্ষেত ভেঙে পানি ব'য়ে যায় তবু নাহি বাঁধে আ'ল,  
মনের বাঁধেরে ভেঙেছে যাহার চোখের সঁতার পানি  
মাঠের পানি ও আ'লেরে কেমনে বাঁধিবে সে, নাহি জানি ।  
হৃদয়ে যখন ঘনায় শাঙন, চোখে নামে বরষাত,  
তখন সহসা হয় গো মাথায় এমনি বজ্রপাত !...  
মাটির জড়িয়ে উপুড় হইয়া কাঁদিয়ে শ্রমিক কুলি,  
বলে—“মা গো তোর উদরে মাটির মানুষই হ'য়েছে ধূলি,  
রতন মানিক হয় না তো মাটি, হীরা সে হীরাই থাকে,  
মোদের মাথায় কোহিনূর মণি—কি করিব বল তাকে ?  
দুর্দিনে মা গো যদি ও-মাটির দুয়ার খুলিয়া খুঁজি,  
চুরি করিবি না তুই এ মানিক ? ফিরে পাব হারা পুঁজি ?  
লৌহ পরশি' করিনু শপথ, ফিরে নাহি পাই যদি  
নতুন করিয়া তোর বৃকে মোরা বহাব রক্ত-নদী !”

আতীর-বালারা দুখাল পাভীরে দোহায় না, কাঁদে শুয়ে,  
দুখা শিতকা দূরে চেয়ে আছে দুখ ঘাস নাহি ছুঁয়ে ।  
মিষ্টি ধারাল মিছুরির ছুরি মিসরী মেয়ের হাসি,  
হাঁসা পাখরের কুঁচি-সম দাঁত,—সব যেন আজ বাসি !  
আঁড়ুর-লতার অলকগুচ্ছ—ডাঁশা আঁড়ুরের খোঁপা,  
যেন তরুণীর আঁড়ুলের ডগা—হরী বালিকার খোঁপা,  
ঝুরে ঝুরে পড়ে হতাদরে আজ অশ্রুর বৃন্দ-সম !  
কাঁদিতেছে পরী, চারিদিকে অরি, কোথায় অরিন্দম !  
মরু-নদী তার সোনার ঘুঙ্গুর ছুঁড়িয়া ফেলেছে কাঁদি'  
হলুদ খেজুর-কাঁধিতে বুঝি বা রয়েছে তাহার বাঁধি' !  
নতুন করিয়া মরিচ গো বুঝি আজি মিসরের মণি,  
শ্রদ্ধায় আজি পিরামিড যায় মাটির কবরে নমি' !

মিসরে খেদিব ছিল বা ছিল না, ভুলেছিল সব লোক,  
জগন্মূলে পেয়ে ভুলেছিল ওরা সুদান-হারার শোক।  
জানি না কখন ঘনাবে ধরার ললাটে মহাপ্রলয়,  
মিসরের তরে 'রোজ-কিয়ামত' ইহার অধিক নয়!  
রহিল মিসর, চ'লে গেল তার দুর্মদ যৌবন,  
রক্তম গেল, নিম্প্রভ কায়খসর-সিংহাসন।  
কি শাপে মিসর লভিল অকালে জরা যযাতির প্রায়,  
জানি না তাহার কোন্ সুত দেবে যৌবন ফিরে তায়;  
মিসরের চোখে বহিল নতুন সূয়েজ খালের বান,  
সুদান গিয়াছে—গেল আজ তার বিধাতার মহাদান!  
'ফেরাউন' ভূবে না মরিতে হয় বিদায় লইল মুসা,  
প্রাচীর রাত্রি কাটিবে না কি গো, উদিবে না রাঙা উষা?

\* \* \*

তুনিয়াছি, ছিল মমির মিসরে সম্রাট ফেরাউন,  
জননীর কোলে সদ্যপ্রসূত বাচ্চার নিত খুন!  
ওনেছিল বাণী, তাহারি রাজ্যে তারি রাজপথ দিয়া  
অনাগত শিশু আসিছে তাহার মৃত্যু-বারতা নিয়া।  
জীবন ভরিয়া করিল যে শিশু-জীবনের অপমান,  
পরের মৃত্যু-আড়ালে দাঁড়িয়ে সে-ই ভাবে, পেল প্রাণ!  
জনমিল মুসা, রাজভয়ে মাতা শিশুরে ভাসায় জলে,  
ভাসিয়া ভাসিয়া সোনার শিশু গো রাজারই ঘাটেতে চলে।  
ভেসে এল শিশু রাণীরই কোলে গো, বাড়ে শিশু দিনে দিনে  
শত্রু তাহারি বুকে চ'ড়ে নাচে, ফেরাউন নাহি চিনে।  
এল অনাগত তারি প্রাসাদের সদর দরজা দিয়া,  
তখনো গ্রহরী জাগে বিন্দ্র দশ দিক আঙুলিয়া!

—রসিক খোদার খেলা,

তারি বেদনায় প্রকাশে রক্ত যারে করে অবহেলা!...

মুসারে আমরা দেখিনি, তোমায় দেখেছি মিসর-মুনি,  
ফেরাউন মোরা দেখিনি, দেখেছি নিপীড়ন ফেরাউনী।  
ছোটো অনন্ত সেনা-সামন্ত অনাগত কার ভয়ে,  
দিকে দিকে খাড়া কারা-শৃঙ্খল, জন্মদ ফাঁসী ল'য়ে।  
আইন-খাতার পাতায় পাতায় মৃত্যুদণ্ড লেখা,  
নিজের মৃত্যু এড়াতে কেবলি নিজেরে করিছে একা!  
সদ্যপ্রসূত প্রতি শিশুটির পিয়ার অহর্নিশ  
শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা বলি' তিলে-তিলে-মারা বিষ।  
ইহারা কলির নব ফেরাউন ভেঙি খেলায় হাড়ে,  
মানুষে ইহারা না মেরে প্রথমে মনুষ্যত্ব মারে!

মনুষ্যত্বহীন এই সব মানুষেরই মাঝে কবে  
হে অতি-মানুষ, তুমি এসেছিলে জীবনের উৎসবে।  
চারিদিকে জাগে মৃত্যুদণ্ড রাজকারা প্রতিহারী,  
এরই মাঝে এলে দিনের আলোক নির্ভীক পথচারী।  
রাজার প্রাচীর ছিল দাঁড়াইয়া তোমারে আড়াল করি'  
আপনি আসিয়া দাঁড়াইলে তার সকল শূন্য ভরি'!  
পয়গম্বর মুসার তবু তো ছিল 'আবা' অদ্ভুত,  
খোদ সে খোদার প্রেরিত—ডাকিলে আসিত স্বর্গ-দূত!  
পয়গম্বর ছিলে না ক' তুমি—পাওনি ঐশী বাণী,  
স্বর্গের দূত ছিল না দোসর, ছিলে না শত্রু-পানি,  
আদেশে তোমার নীল দরিয়ার বক্ষে জাগেনি পথ,  
তোমারে দেখিয়া করেনি সালাম কোনো গিরিপর্বত!  
তবুও এশিয়া আফ্রিকা গাহে তোমার মহিমা-গান,  
মনুষ্যত্ব থাকিলে মানুষ সর্বশক্তিমান!

দেখাইলে তুমি, পরাধীন জাতি হয় যদি ভয়হারা,  
হোক নিরস্ত্র, অস্ত্রের রণে বিজয়ী হইবে তারা।  
অসি দিয়া নয়, নির্ভীক করে মন দিয়া রণ জয়,  
অস্ত্রে যুদ্ধ জয় করা সাজে—দেশ জয় নাহি হয়।  
ভয়ের সাগর পাড়ি দিল যেই শির করিল না নীচু,  
পশুর নখর দন্ত দেখিয়া হটিল না কড়ু পিছু,  
মিথ্যাচারীর ঙ্গকুটি-শাসন নিষেধ রক্ত-আঁধি  
না মানি—জাতির দক্ষিণ করে বাঁধিল অভয় রাখী,  
বন্ধন যারে বন্দিল হ'য়ে নন্দন-ফুলহার,  
না-ই হ'ল সে গো পয়গম্বর নবী দেব অবতার,  
সর্বকালের সবদেশের সকল নর ও নারী  
করে প্রতিজ্ঞা, গাহে বন্দনা, মাগিছে আশিস তারি!

\* \* \*

'এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে' হে ঋষি,  
তেত্রিশ কোটি বলির ছাগল চরিতেছে দিবানিশি!  
গোষ্ঠে গোষ্ঠে আত্মকলহ অজাযুদ্ধের মেলা,  
এদের রুম্বিরে নিত্য রাঙিছে ভারত-সাগর-বেলা।  
পশুরাজ যবে ঘাড় ভেঙে খায় একটারে ধরে আসি'  
আরটা তখনো দিবি মোটায়ে হ'তেছে খোদার খাসি।  
ওনে হাসি পায় ইহাদেরও নাকি আছে গো ধর্ম জাতি,  
রাম-ছাগল আর ব্রহ্ম-ছাগল আরেক ছাগল পানি!  
মৃত্যু যখন ঘনায় এদের কশা'য়ের কল্যাণে,  
তখনো ইহারা লাঙল উচায়ে এ উহারে গালি হানে।

ইহাদের শিশু শৃগালে মারলে এরা সভা ক'রে কাঁদে,  
অমৃতের বাণী শুনাতে এদের লজ্জায় নাহি বাধে!  
নিজেদের নাই মনুষ্যত্ব, জানি না কেমনে তারা  
নারীদের কাছে চাহে সতীত্ব, হায় রে শরম-হারা!  
কবে আমাদের কোন্ সে পুরুষে ঘৃত খেয়েছিল কেহ,  
আমাদের হাতে তারি বাস পাই, আজো করি অবলেহ!  
আশা ছিল, তবু তোমাদের মত অতি-মানুষেরে দেখি',  
আমরা ভুলিব মোদের এ গ্রামি ঝাটি হবে যত মেকী!  
তাই মিসরের নহে এই শোক এই দুর্দিন আজি,  
এশিয়া আফ্রিকা দুই মহাভূমে বেদনা উঠেছে বাজি'  
অধীন ভারত তোমারে স্বরণ করিয়াছে শতবার,  
তব হাতে ছিল জলদস্যুর ভারত-প্রবেশ-দ্বার।  
হে 'বনি ইসরাইলের' দেশের অগ্রনায়ক বীর,  
অঞ্জলি দিনু 'নীলের' সলিলে অশ্রু ভাগীরথীর!  
সালাম করারও স্বাধীনতা নাই সোজা দুই হাত তুলি'  
তব 'ফাতেহা'য় কি দিবে এ জাতি বিনা দু'টো বাধা বুলি!  
মলয়-শীতলা সুজলা এ দেশে—আশিস করিও খালি—  
উড়ে আসে যেন তোমার দেশের মরুর দু'মুঠো বালি।

তোমার বিদায়ে দূর অতীতের কথা সেই মনে পড়ে,  
মিসর হইতে বিদায় লইল মুসা যবে চিরতরে,  
সম্মুখে স'রে পথ ক'রে দিল নীল দরিয়ার বারি,  
পিছু পিছু চলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মিসরের নর-নারী।  
শ্যেন-সম ছোটে ফেরাউন-সেনা ঝাপ দিয়া পড়ে স্রোতে,  
মুসা হ'ল পার, ফেরাউন ফিরিল না নীল নদী হ'তে!  
তোমার বিদায়ে করিব না শোক, হয়ত দেখিব কাল  
তোমার পিছনে মরিছে ডুবিয়া ফেরাউন দজ্জাল!

[ জিজ্ঞাস্য ]

### ভীক

আমি জানি তুমি কেন চাহ না ক' ফিরে।  
গৃহকোণ ছাড়ি' আসিয়াছ আজ দেবতার মন্দিরে।  
পুতুল লইয়া কাটিয়াছে বেলা  
আপনারে ল'য়ে শুধু হেলা-ফেলা,  
জানিতে না, আছে হৃদয়ের খেলা আকুল নয়ন-নীরে,

এত বড় দায় নয়নে নয়নে নিমেষের চাওয়া কি রে?  
আমি জানি তুমি কেন চাহ না ক' ফিরে।

আমি জানি তুমি কেন চাহ না ক' ফিরে।  
জানিতে না আঁখি আঁখিতে হারায় ডুবে যায় বাণী ধীরে!  
তুমি ছাড়া আর ছিল না ক' কেহ  
ছিল না বাহির ছিল শুধু গেহ,  
কাজল ছিল গো জল ছিদ্র না ও-উজল আঁখির তীরে।  
সে-দিনও চলিতে চলনা বাজেনি ও-চরণ-মঞ্জীরে!  
আমি জানি তুমি কেন চাহ না ক' ফিরে।

আমি জানি তুমি কেন কহ না ক' কথা!  
সে-দিনও তোমার বনপথে যেতে পায়ে জড়াত না লতা!  
সে-দিনও বেতুল তুলিয়াছ ফুল  
ফুল বিধিতে গো বিধিনি আতুল,  
মালার সাথে যে হৃদয়ও শুকায় জানিতে না সে বারতা,  
জানিতে না, কাঁদে মুখের মুখের আড়ালে নিসঙ্গতা।  
আমি জানি তুমি কেন কহ না ক' কথা।

আমি জানি তব কপটতা, চতুরালি!  
তুমি জানিতে না, ও কপোলে থাকে ডালিম-দানার লালী।  
জানিতে না ভীক রমণীর মন  
মধুকর-ভারে লতার মতন  
কৈপে মরে কথা কষ্ট জড়িয়ে নিষেধ করে গো খালি,  
আঁখি যত চায় তত লজ্জায় লজ্জা পাড়ে গো গালি!  
আমি জানি তব কপটতা, চুরতালি!

আমি জানি, ভীক! কিসের এ বিশ্বয়।  
জানিতে না কতু নিজেই হেরিয়া নিজেই করে যে ভয়!  
পুরুষ পুরুষ—শুনেছিলে নাম,  
দেখেছ পাথর করনি প্রণাম,  
প্রণাম ক'রেছ লুকু দু'কর চেয়েছে চরণ-ছোয়া।  
জানিতে না, হিয়া পাথর পরশি' পরশ-পাথরও হয়!  
আমি জানি, ভীক! কিসের এ বিশ্বয়।

কিসের তোমার শঙ্কা এ, আমি জানি।  
পরানের ক্ষুধা দেহের দু'-তীরে করিতেছে কানাকানি।

বিকচ বুকের বকুল-গন্ধ  
পাপড়ি রাখিতে পারে না বন্ধ,  
যত আপনারে লুকহিতে চাও তত হয় জানাজানি,  
অপাঙ্গে আজ ভিড় ক'রেছে গো লুকানো যতেক বাণী।  
কিসের তোমার শঙ্কা, এ আমি জানি ॥

আমি জানি, কেন বলিতে পার না খুলি'।  
গোপনে তোমায় আবেদন তার জানায়েছে বুলবুলি।  
যে-কথা শুনিতে মনে ছিল সাধ,  
কেমনে সে পেল তারি সংবাদ?  
সেই কথা বঁধু তেমনি করিয়া বলিল নয়ন তুলি'।  
কে জানিত এত যাদু-মাখা তার ও কঠিন অঙ্গুলি।  
আমি জানি কেন বলিতে পার না খুলি' ॥

আমি জানি তুমি কেন যে নিরাভরণা,  
ব্যথার পরশে হয়েছে তোমার সকল অঙ্গ সোনা!  
মাটির দেবীরে পরায় ভূষণ  
সোনার সোনায়ে কিবা প্রয়োজন?  
দেহ-ক্লম ছাড়ি' নেমেছে মনের অকুল নিরঞ্জন।  
বেদনা আজিকে রূপে তোমার করিতেছে বন্দনা।  
আমি জানি তুমি কেন যে নিরাভরণা ॥

আমি জানি, ওরা বুঝিতে পারে না তোরে।  
নিশীথে ঘুমালে কুমারী বালিকা, বধু জাগিয়াছে ভোরে।  
ওরা সাতারিয়া ফিরিতেছে ফেনা  
ভক্তি যে ডোবে—বুঝিতে পারে না!  
মুক্তা ফলেছে—আঁখির ঝিনুক ভুবেছে আঁখির লোরে।  
বোঝা কত ভার হ'লে—হৃদয়ের ভরাডুবি হয়, ওরে,  
অভাগিনী নারী, বুঝাবি কেমন ক'রে ॥

[ জিহ্বার ]

বাতায়ন-পাশে শুবাক-তরুর সারি

বিদায়, হে মোর বাতায়ন-পাশে নিশীথ জাগার সাধী!  
ওগো বন্ধুরা, পাণ্ডুর হ'য়ে এল বিদায়ের রাত।  
আজ হ'তে হ'ল বন্ধ আমাদের জানালার ঝিলিমিলি,  
আজ হ'তে হ'ল বন্ধ মোদের আলাপন নিরিবিলি।...

অন্ত-আকাশ-অলিন্দে তার শীর্ণ কপোল রাখি'  
কাঁদিতেছে চাঁদ, 'মুসাফির জাগো, নিশি আর নাই বাকী!'  
নিশীথিনী যায় দূর বন-ছায়, তন্দ্রায় ঢুলুঢুলু,  
ফিরে ফিরে চায়, দু'-হাতে জড়ায় আঁধারের এলোচুল।—

চমকিয়া জাগি, ললাটে আমার কাহার নিশাস লাগে?  
কে করে ব্যজন তপ্ত ললাটে, কে মোর শিয়রে জাগে?  
জেগে দেখি, মোর বাতায়ন-পাশে জাগিছে স্বপনচারী  
নিশীথ রাতের বন্ধু আমার শুবাক-তরুর সারি!

তোমাদের আর আমার আঁখির পল্লব-কম্পনে  
সারারাত মোরা ক'য়েছি যে কথা, বন্ধু, পড়িছে মনে!—  
জাগিয়া একাকী জ্বালা ক'রে আঁখি আসিত যখন জ্বল,  
তোমাদের পাতা মনে হ'ত যেন সুশীতল করতল

আমার প্রিয়ার!—তোমার শাখার পল্লব-মর্মর  
মনে হ'ত যেন তারি কণ্ঠের আবেদন সাকাতর।  
তোমার পাতায় দেখেছি তাহারি আঁখির কাজল-লেখা,  
তোমার দেহেরই মতন দীঘল তাহার দেহের রেখা।  
ভব ঝিরু-ঝিরু মিরু-মিরু যে তারি কুণ্ঠিত বাণী,  
তোমার শাখায় ঝুলানো তারির শাড়ীর আঁচলখানি।  
—তোমার পাখার হাওয়া  
তারই অঙ্গুলি-পরশের মত নিবিড় আদর-ছাওয়া!

ভাবিতে ভাবিতে ঢুলিয়া প'ড়েছি ঘুমের শ্রান্ত কোলে,  
ঘুমিয়ে স্বপন দেখেছি,—তোমারি সুনীল ঝালর দোলে  
তেমনি আমার শিখানের পাশে। দেখেছি স্বপনে, তুমি  
গোপনে আসিয়া গিয়াছ আমার তপ্ত ললাট চুমি'।

হয়ত স্বপনে বাড়ায়েছি হাত লইতে পরশখানি,  
বাতায়নে ঠেকি, ফিরিয়া এসেছে, লইয়াছি লাজে টানি'।  
বন্ধু, এখন রুদ্ধ করিতে হইবে সে বাতায়ন!  
ডাকে পথ, হাঁকে যাত্রীরা, 'কর বিদায়ের আয়োজন।'

—আজি বিদায়ের আগে

আমারে জানাতে তোমারে জানিতে কত কি যে সাধ জাগে!  
মর্মের বাণী শুনি তব, শুধু মুখের ভাষায় কেন  
জানিতে চায় ও বুকের ভাষারে লোভাতুর মন হেন?

জানি—মুখে মুখে হবে না মোদের কোনোদিন জানাজানি,  
বুকে বুকে শুধু বাজাইবে বীণা বেদনার বীণাপাণি।

হয়ত তোমারে, দেখিয়াছি, তুমি যাহা নও তাই ক'রে,  
ক্ষতি কি তোমার, যদি গো আমার তাতেই হৃদয় ভরে ?  
সুন্দর যদি করে গো তোমারে আমার আঁখির জল,  
হারা-মোমতাজে ল'য়ে কারো প্রেম রচে যদি তাজ-ম'ল,  
—বল তাহে কার ক্ষতি ?

তোমারে লইয়া সাজাব না ঘর, সৃজিব অমরাবতী!...

হয়ত তোমার শাখায় কখনো বসেনি আসিয়া শাখী,  
তোমার কুঞ্জে পত্রপুঞ্জে কোকিল ওঠেনি ডাকি'  
শূন্যের পানে তুলিয়া ধরিয়া পল্লব-আবেদন  
জেগেছে নিশীথে জাগেনি ক' সাথে খুলি' কেহ বাতায়ন।  
—সব আগে আমি আসি'

তোমারে চাহিয়া জেগেছি নিশীথে, গিয়াছি গো ভালোবাসি'!  
তোমার পাতায় লিখিলাম আমি প্রথম প্রণয়-লেখা  
এইটুকু হোক সাক্ষ্যনা মোর, হোক বা না হোক দেখা।...

তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু, আর আমি জাগিব না,  
কোলাহল করি' সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না।  
—নিশ্চল নিশ্চূপ  
আপনার মনে পড়িব একাকী গন্ধবিধুর ধূপ।—

শুধাইতে নাই, তবুও শুধাই আজিকে যাবার আগে—  
এ পল্লব-জাফরি খুলিয়া তুমিও কি অনুরাগে  
দেখেছ আমাকে দেখিয়াছি যবে আমি বাতায়ন খুলি' ?  
হাওয়ায় না মোর অনুরাগে তব পাতা উঠিয়াছে দুলি' ?

তোমার পাতার হরিৎ আঁচলে চাঁদিনী ঘুমায়ে যবে,  
মূর্ছিতা হবে সুখের আবেশে,—সে আলোর উৎসবে,  
মনে কি পড়িবে এই ক্ষণিকের অতিথির কথা আর ?  
তোমার নিশাস শূন্য এ ঘরে করিবে কি হাহাকার ?  
চাঁদের আলোক বিশ্বাস কি গো লাগিবে সেদিন চোখে ?  
খড়খড়ি খুলি চেয়ে রবে দূর অন্ত অলখ-লোকে ?—

—অথবা এমনি করি'  
দাঁড়ায়ে রহিবে আপন ধ্যানে সারা দিনমান ভরি' ?

মলিন মাটির বন্ধনে বাঁধা হায় অসহায় তরু,  
পদতলে ধূলি, উর্ধ্বে তোমার শূন্য গগন-মরু।  
দিবসে পুড়িছে রৌদ্রের দাহে, নিশীথে ভিজিছে হিমে,  
কাঁদিবারও নাই শক্তি, মৃত্যু-আফিমে পড়িছে ঝিমে!  
তোমার দুঃখ তোমারেই যদি, বন্ধু, ব্যথা না হানে,  
কি হবে রিক্ত চিন্ত ভরিয়া আমার ব্যথার দানে!...

\* \* \*

ভুল ক'রে কভু আসিলে স্মরণে অমনি তা যেয়ো ভুলি।  
যদি ভুল ক'রে কখনো এ মোর বাতায়ন যায় খুলি',  
বন্ধ করিয়া দিও পুনঃ তায়!... তোমার জাফরি-ফাঁকে  
খুঁজো না তাহারে গগন-আধারে—মাটিতে পেল না যাকে!

[ চক্রবাক ]

### পথচারী

কে জানে কোথায় চলিয়াছি ভাই মুসাফির পথচারী,  
দু'-ধারে দু'-কূল দুঃখ-সুখের—মাকে আমি স্রোত-বারি!  
আপনার বেগে আপনি ছুটেছি জন্ম-শিখর হ'তে  
বিরাম-বিহীন রাত্রি ও দিন পথ হ'তে আনু পথে!  
নিজ বাস হ'ল চির-পরবাস, জন্মের ক্ষণ পরে  
বাহিরিনু পথে গিরি-পর্বতে—ফিরি নাই আর ঘরে।  
পলাতকা শিশু জন্মিয়াছি গিরি-কন্যার কোলে,  
বুকে না ধরিতে চকিতে ভ্রিতে আসিলাম ছুটে চ'লে।

জননীয়ে ভুলি' যে-পথে পলায় মৃগ-শিশু বাঁশী শুনি',  
যে-পথে পলায় শশকেরা শুনি' ঝরনার বুনবুনি,  
পাখী উড়ে যায় ফেলিয়া কুলায় সীমাহীন নভোপানে,  
সাগর ছাড়িয়া মেঘের শিতরা পলায় আকাশ-যানে,—  
সেই পথ ধরি' পলাইনু আমি! সেই হ'তে ছুটে চলি  
গিরি দরী মাঠ পল্লীর বাট সোজা বাঁকা শত গলি।

—কোন্ গ্রহ হ'তে ছিড়ি

উদ্ধার মত ছুটেছি বাহিয়া সৌর-লোকের সিঁড়ি!  
আমি ছুটে যাই জানি না কোথায়, ওরা মোর দুই তীরে  
রচে নীড়, ভাবে উহাদেরি তীরে এসেছি পাহাড় চিরে।  
উহাদের বধু কলস ভরিয়া নিয়ে যায় মোর বারি,  
আমার গহনে গাহন করিয়া বলে সন্তাপ-হারী!

উহারা দেখিল কেবলি আমার সলিলের শীতলতা,  
দেখে নাই—জুলে কত চিতাগ্নি মোর কূলে কূলে কোথা!

—হায়, কত হতভাগী—

আমিই কি জানি—মরিল ডুবিয়া আমার পরশ মাগি'।

বাজিয়াছে মোর তটে-তটে জানি ঘটে-ঘটে কিঙ্কিনী,  
জল-তরঙ্গে বেজেছে বধুর মধুর রিনিকি-বিনি।  
বাজায়েছে বেণু রাখাল-বালক তীর-তরুতলে বসি',  
আমার সলিলে হেরিয়াছে মুখ দূর আকাশের শশী।  
জানি সব জানি, ওরা ডাকে মোরে দু'-তীরে বিছায়ে মেহ,  
দীঘি হ'তে ডাকে পদ্মমুখীরা 'খির হও বাঁধি গেহ!'

আমি ব'য়ে যাই—ব'য়ে যাই আমি কুলু-কুলু কুলু-কুলু  
শুনি না-কোথায় মোরই তীরে হায় পুরনারী দেয় উলু।  
সদাগর-জাদী মণি-মাণিক্যে বোঝাই করিয়া তরী  
ভাসে মোর জলে,—'ছল ছল' ব'লে আমি দূরে যাই সরি'।  
আঁকড়িয়া ধ'রে দু'-তীর বৃথাই জড়ায়ে তন্তুলতা,  
ওরা দেখে নাই আবর্ত মোর, মোর অন্তর-ব্যথা!

লুকাইয়া আসে গোপনে নিশীথে কূলে মোর অভাগিনী,  
আমি বলি 'চল্ চল্ চল্ চল্ ওরে বধু তোরে চিনি!  
কূল ছেড়ে আয় রে অভিসারিকা, মরণ-অকূলে ভাসি!'  
মোর তীরে-তীরে আজো খুঁজে ফিরে তোরে ঘর-ছাড়া বাঁশী।

সে পড়ে ঝোপায়ে-জলে,

আমি পথে ধাই—সে কবে হারায় স্মৃতির বালুকা-তলে!

জানি না ক' হায় চলেছি কোথায় অজানা আকর্ষণে,  
চ'লেছি যতই তত সে অর্থই বাজে জল খনে খনে।  
সম্মুখ-টানে ধাই অবিরাম, নাই নাই অবসর,  
ছুঁইতে হারাই—এই আছে নাই—এই ঘর এই পর!  
ওরে চল্ চল্ চল্ চল্ চল্ কি হবে ফিরায়ে আঁধি?  
তোরি তীরে ডাকে চক্রবাকেরে তোরি সে চক্রবাকী!

ওরা সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে যায় কূলের কুলায়-বাসী,  
আঁচল ভরিয়া কুড়ায় আমার কাদায়-ছিটানো হাসি।  
ওরা চ'লে যায়, আমি জাগি হায় ল'য়ে চিতাগ্নি শব,  
ব্যথা-আবর্ত মোচড় খাইয়া বুকে করে কলরব!

ওরে বেনোজল, ছল্ ছল্ ছল্ ছুটে চল্ ছুটে চল্!  
হেথা কাদাজল পঙ্কিল তোরে করিতেছে অবিরল।  
কোথা পাবি হেথা লোনা আঁখিজল, চল্ চল্ পথচারী!  
করে প্রতীক্ষা তোর তরে লোনা সাত-সমুদ্র-বারি!

[ চক্রবাক ]

### গানের আড়াল

তোমার কণ্ঠে রাখিয়া এসেছি মোর কণ্ঠের গান—  
এইটুকু শুধু র'বে পরিচয়? আর সব অবসান?  
অন্তরতলে অন্তরতর যে ব্যথা লুকায়ে রয়,  
গানের আড়ালে পাও নাই তার কোনদিন পরিচয়?

হয়ত কেবলি গাহিয়াছি গান, হয়ত কহিনি কথা,  
গানের বাণী সে শুধু কি বিলাস, মিছে তার আকুলতা?  
হৃদয়ে কখন জাগিল জোয়ার, তাহারি প্রতিধ্বনি  
কণ্ঠের তটে উঠেছে আমার অহরহ রণরণি'—  
উপকূলে ব'সে শুনেছ সে সুর, বোঝ নাই তার মানে?  
বৈধেনি হৃদয়ে সে সুর, দুলেছে দুল হ'য়ে শুধু কানে?

হায়, ভেবে নাহি পাই—

যে-চাঁদ জাগালে সাগরে জোয়ার, সেই চাঁদই শোনে নাই  
সাগরের সেই ফুলে ফুলে কাঁদা কূলে কূলে নিশিদিন?  
সুরের আড়ালে মুহূর্তে কাঁদে, শোনে নাই তাহা বীণ?  
আমার গানের মালার সুবাস ছল না হৃদয়ে আসি'?  
আমার বুকের বাণী হ'ল শুধু তব কণ্ঠের ফাঁসি?

বন্ধু গো যেয়ো ভুলে—

প্রভাতে যে হবে বাসি, সন্ধ্যায় রেখো না সে ফুল তুলে!  
উপবনে তব ফোটে যে গোলাপ—প্রভাতেই তুমি জাগি'  
জানি, তার কাছে যাও শুধু তার গন্ধ-সুখমা লাগি'।

যে কাঁটা-লতায় ফুটেছে সে-ফুল রক্তে ফাটিয়া পড়ি'  
সারা জনমের ক্রন্দন যার ফুটিয়াছে শাখা ভরি'—  
দেখ নাই তারে!—মিলন-মালার ফুল চাহিয়াছ তুমি,  
তুমি খেলিয়াছ বাজাইয়া মোর বেদনার ঝুমঝুমি!

ভোলো মোর গান, কি হবে লইয়া এইটুকু পরিচয়,  
আমি শুধু তব কণ্ঠের হার, হৃদয়ের কেহ নয়!  
জানায়ো আমারে, যদি আসে দিন, এইটুকু শুধু যাচি—  
কণ্ঠ পারায়ে হয়েছি তোমার হৃদয়ের কাছাকাছি!

[ চক্রবাক ]

### এ মোর অহঙ্কার

নাই বা পেলাম আমার গলায় তোমার গলার হার,  
তোমায় আমি ক'রব সৃজন—এ মোর অহঙ্কার!  
এমনি চোখের দৃষ্টি দিয়া  
তোমায় যারা দেখলো প্রিয়া,  
তাদের কাছে তুমি তুমিই। আমার স্বপনে  
তুমি নিখিল-রূপের রাণী—মানস-আসনে!

সবাই যখন তোমায় ঘিরে ক'রবে কলরব,  
আমি দূরে ধেয়ান-লোকে র'চব তোমার স্তব।  
র'চব সুরধুনী-তীরে  
আমার সুরের উর্বশীরে,  
নিখিল-কণ্ঠে দুলবে তুমি গানের কণ্ঠ-হার—  
কবির প্রিয়া অশ্রুযতী গভীর বেদনার!

যেদিন আমি থাকব না ক' থাকবে আমার গান,  
ব'লবে সবাই, 'কে সে কবির কাঁদিয়েছিল প্রাণ?'  
আকাশ-ভরা হাজার তারা  
রইবে চেয়ে তন্মাহারা,  
সংখার সাথে জাগবে রাতে, চাইবে আকাশে  
আমার গানে প'ড়বে মনে আমায় আভাসে!

বুকের তলা ক'রবে রাখা, ব'লবে কাঁদিয়া,  
'বন্ধু! সে কে তোমার গানের মানসী প্রিয়া?'  
হাসবে সবাই, গাইবে গীতি,  
তুমি নয়ন-জলে তিতি'

নতুন ক'রে আমার গানে আমার কবিতায়  
গহীন নিরালাতে ব'সে খুঁজবে আপনায়!

রাখতে যেদিন নারবে ধরা তোমায় ধরিয়া  
শুধু সবাই ভুলবে তোমায় দু'-দিন স্মরিয়া,  
আমার গানের অশ্রুজলে,  
আমার বাণীর পন্থাদলে  
দুলবে তুমি চিরন্তনী চির-নবীনা!  
রইবে শুধু বাণী, সে-দিন রইবে না বীণা!

নাই বা পেলাম কণ্ঠে আমার তোমার কণ্ঠহার,  
তোমায় আমি ক'রব সৃজন এ মোর অহঙ্কার!  
এই ত আমার চোখের জলে,  
আমার গানের সুরের ছলে,  
কাব্যে আমার, আমার ভাষায়, আমার বেদনায়,  
নিত্যকালের প্রিয় আমায় ডাকছে ইশারায়!...

চাই না তোমায় স্বর্গে নিতে, চাই এ ধূলাতে  
তোমার পায়ে স্বর্গ এনে ভুবন ভুলাতে!  
উর্ধ্বে তোমার—তুমি দেবী,  
কি হবে মোর সে রূপ সেবি?  
চাই না দেবীর দয়া, যাচি প্রিয়ার আশির্জল,  
একটু দুখে অভিমানে নয়ন টলমল!

যেমন ক'রে খেলতে তুমি কিশোর বয়সে—  
মাটির মেয়ের দিতে বিয়ে মনের হরষে।  
বালু দিয়ে গড়তে গেছ,  
জাগৃত বৃকে মাটির মেঘ,  
ছিল না তো স্বর্গ তখন সূর্য তারা চাঁদ,  
তেমনি ক'রে খেলবে আবার পাতবে মায়া-ফাঁদ!

মাটির প্রদীপ জ্বালবে তুমি মাটির কুটীরে,  
খুশীর রঙে ক'রবে সোনা ধূলি-মুঠিরে।  
আধখানা চাঁদ আকাশ 'পরে  
উঠবে যবে গরব-ভরে  
তুমি বাকী-আধখানা চাঁদ হাসবে ধরাতে,  
তড়িৎ ছিঁড়ে প'ড়বে তোমার ঝোপায় জড়াতে!

তুমি আমার বকুল যুগী—মাটির তারা-ফুল,  
ঈদের প্রথম চাঁদ গো তোমার কানের পার্শ্ব-দুল।

কুসুমী-রাঙা শাড়িখানি  
চৈতী-সাঁঝে প'রবে রাণী,  
আকাশ-গাঙে জাগবে জোয়ার রঙের রাঙা বান,  
তোরণ-ঘারে বাজবে করুণ বারোয়া মূলতান।

আমার-রচা গানে তোমায় সেই বেলা-শেষে  
এমনি সুরে চাইবে কেহ পরদেশী এসে!  
রঙীন সাঁঝে ঐ আঙিনায়  
চাইবে যারা, তাদের চাওয়ায়  
আমার চাওয়া রইবে গোপন!—এ মোর অভিমান,  
যাচবে যারা তোমায়—রচি তাদের তরে গান!

নাই বা দিলে ধরা আমার ধরার আঙিনায়,  
তোমায় জিনে গেলাম সুরের স্বয়ম্বর-সভায়!  
তোমার রূপে আমার ভুবন  
আলোয় আলোয় হ'ল মগন!  
কাজ কি জেনে—কাহার আশায় গাঁথছি ফুল-হার,  
আমি তোমার গাঁথছি মালা এ মোর অহঙ্কার!  
[ চক্রবাক ]

### বর্ষা-বিদায়

ওগো বাদলের পরী!  
যাবে কোন্ দূরে, ঘাটে বাঁধা তব কেতকী পাতার তরী।  
ওগো ও ঋণিকা, পূব-অভিসার ফুরাল কি আজি তব?  
পহিল ভাদরে পড়িয়াছে মনে কোন্ দেশ অভিনব?

তোমার কপোল-পরশ না পেয়ে পাড়ুর কেয়া-রেণু,  
তোমাতে স্বরিয়া ভাদরের ভরা নদীতটে কান্দে বেণু!  
কুমারীর ভীক বেদনা-বিধুর প্রণয়-অশ্রু সম  
ঝ'রিছে শিশির-সিক্ত শেফালি নিশি-ভোরে অনুপম।

ওগো ও কাজল-মেয়ে,  
উদাস আকাশ ছলছল চোখে তব মুখে আছে চেয়ে!  
কাশফুল-সম শুভ্র ধবল রাশ রাশ স্বেত মেঘে  
তোমার তরী উড়িতেছে পাল উদাস বাতাস লেগে।

ওগো ও জলের দেশের কন্যা! তব ও বিদায়-পথে  
কাননে কাননে কদম কেশর ঝ'রিছে প্রভাত হ'তে।  
তোমার আদরে মুকুলিতা হ'য়ে উঠিল যে বঙ্গরী  
তরুণ কণ্ঠ জড়াইয়া তারা কান্দে দিবানিশি তরি'।

'বৌ-কথা-কও' পাখী  
উড়ে গেছে কোথা, বাতায়নে বৃথা বউ করে ডাকাডাকি।  
চাপার গেলাস গিয়াছে ভাঙিয়া, পিয়াসী মধুপ এসে'  
কাদিয়া কখন গিয়াছে উড়িয়া কমল-কুমুদী-দেশে।  
তুমি চ'লে যাবে দূরে,  
ভাদরের নদী দু'কূল ছাপায়ে কান্দে ছলছল সুরে!

যাবে যবে দূরে হিম-গিরি-শিরে ওগো বাদলের পরী,  
ব্যথা ক'রে বুক উঠিবে না কভু সেথা কাহারেও স্বরি'?  
সেথা নাই জল, কঠিন তুষার, নির্মম শুভ্রতা,—  
কে জানে কী ভাল বিধুর ব্যথা—না মধুর পবিত্রতা!

সেথা মহিমার উর্ধ্ব শিখরে নাই তরুলতা হাসি,  
সেথা রজনীর রজনীগন্ধা প্রভাতে হয় না বাসি।  
সেথা যাও তব মুখের পায়ের বরষা-নুপুর খুলি'  
চলিতে চকিতে চমকি' উঠ না, কবরী উঠে না দুলি'।  
সেথা র'বে তুমি খেয়ান-মগ্ন তাপসিনী অচপল,  
তোমার আশায় কান্দিবে ধরায় তেমনি 'ফটিক-জল'!

[ চক্রবাক ]

### আমি গাই তারি গান

আমি গাই তারি গান—  
দৃষ্ট-দৃষ্টে যে-যৌবন আজ ধরি' অসি স্বরশান  
হইল বাহির অসম্ভবের অভিযানে দিকে দিকে।  
লক্ষ যুগের প্রাচীন মমির পিরামিডে গেল লিখে  
তাদের ভাঙার ইতিহাস-লেখা। যাহাদের নিঃস্বাসে  
জীর্ণ পৃথিবির শুষ্ক পত্র উড়ে গেল এক পাশে।  
যারা ভেঙে চলে অপ-দেবতার মন্দির আগুনা,  
বক-ধার্মিক নীতি-বৃদ্ধের সনাতন তাড়িখানা।  
যাহাদের প্রাণ-স্রোতে ভেসে গেল পুরাতন জগাল,  
সংস্কারের জগদল-শিলা, শাস্ত্রের কঙ্কাল।



মিথ্যা মোহের পূজা-মণ্ডপে যাহারা অকুতোভয়ে  
এল নির্মম—মোহ-মুদগর ভাঙনের গদা ল'য়ে  
বিশি-নিষেধের চীনের প্রাচীরে অসীম দুঃসাহসে  
দু'-হাতে চালাল হাতুড়ি শাবল। গোরস্থানের চ'থে  
ছুড়ে ফেলে যত শব কঙ্কাল বসালো ফুলের মেলা,  
যাহাদের ভিড়ে মুখের আজিকে জীবনের বাসু-বেলা।

—গাহি তাহাদের গান  
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আশ্রয়ান।...

—সেদিন নিশীথ-বেলা

দুস্তর পারাবারে যে যাত্রী একাকী ভাসালো ভেলা,  
প্রভাতে সে আর ফিরিল না কূলে। সেই দুরন্ত লাগি'  
আঁশি মুছি আর রচি গান আমি আজিও নিশীথে জাগি'।  
আজো বিন্দি গাহি গান আমি চেয়ে তারি পথ-পানে।  
ফিরিল না প্রাতে যে জন সে-রাতে উড়িল আকাশ-যানে  
নব জগতের শরসন্ধানী অসীমের পথ-চারী,  
যার ভরে জাগে সদা সতর্ক মৃত্যু দুয়ারে ঘারী।

সাগর গর্ভে, নিঃসীম নভে, দিগদিগন্ত জুড়ে  
জীবনোন্মেষে তাড়া ক'রে ফেরে নিতি যারা মৃত্যুরে,  
মানিক আহরি' আনে যারা বুড়ি' পাতাল যক্ষপুত্রী;  
নাগিনীর বিষ-জ্বালা স'য়ে করে ফণা হ'তে মণি চুরি।  
হানিয়া বজ্র-পানির বজ্র উদ্ধত শিরে ধরি'  
যাহারা চপলা মেঘ-কন্যারে করিয়াছে কিঙ্করী।  
পবন যাদের ব্যজনী দুলায় হইয়া আচ্ছাবাহী,—  
এসেছি তাদের জানাতে প্রণাম, তাহাদের গান গাহি।  
গুঞ্জরি' ফেরে ত্রন্দন মোর তাদের নিখিল ব্যোপে—  
ফাঁসির রজ্জু ক্রান্ত আজিকে যাহাদের টুটি চেপে।

যাহাদের কারাবাসে  
অতীত রাতের বন্দিনী উষা খুম টুটি' ঐ হাসে।

[ সন্ধ্যা ]

জীবন-বন্দনা

গাহি তাহাদের গান—

ধরণীর হাতে দিল যারা আনি' ফসলের ফরমান।  
শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি-তলে

ক্রোড়া ধরণী নজরানা দেয় ডালি ত'রে ফুলে-ফলে!  
বন্য স্বাপদ-সঙ্কুল জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা  
যাদের শাসনে হ'ল সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা।  
যারা বর্বর হেথা বাঁধে ঘর পরম অকুতোভয়ে  
বনের ব্যাঘ্র ময়ূর সিংহ বিবরের ফণী ল'য়ে।  
এল দুর্জয় গতি-বেগ-সম যারা যাযাবর-শিত  
—তারাই গাহিল নব প্রেম-গান ধরণী-মেরীর যীত—

যাহাদের চলা লেগে  
উজ্জ্বল মত ঘুরিছে ধরণী শূন্যে অমিত বেগে।

খেয়াল-খুশীতে কাটি' অরণ্য রচিয়া অমরাবতী  
যাহারা করিল ধ্বংস সাধন পুনঃ চঞ্চলমতি,  
জীবন-আবেগে রুধিতে না পারি' যারা উদ্ধত-শির  
লজ্জিতে গেল হিমালয়, গেল শুষিতে সিদ্ধ-নীল।  
নবীন জগৎ সন্ধান যারা ছুটে মেরু-অভিযানে,  
পক্ষ বাধিয়া উড়িয়া চ'লেছে যাহারা উর্ধ্বপানে!  
তবুও থামে না যৌবন-বেগ, জীবনের উল্লাসে  
চ'লেছে চন্দ্র-মঙ্গল-গ্রহে স্বর্গে অসীমাকাশে।  
যারা জীবনের পসরা বহিয়া মৃত্যুর দ্বারে দ্বারে  
করিতেছে ফিরি, ভীম রণভূমে প্রাণ বাজি রেখে হারে  
আমি মরু-কবি—গাহি সেই বেদে বেদুঈনদের গান,  
যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব-অভিযান।  
জীবনের আতিশয্যে যাহারা দারুণ উগ্রসুখে  
সাধ ক'রে নিল গরল-পিয়াল, বর্শা হানিল বুকে!  
আঘাতের গিরি-নিঃস্রাব-সম কোনো বাধা মানিল না,  
বর্বর বলি' যাহাদের গালি পাড়িল ক্ষুদ্রমনা,  
কূপ-মণ্ডুক 'অসংযমী'র আখ্যা দিয়াছে যারে,  
তারি তরে ভাই গান রচে' যাই, বন্দনা করি তারে।

[ সন্ধ্যা ]

চল চল চল

কোরাস:

চল চল চল!

উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল  
নিম্নে উতলা ধরণী-তল,  
অরুণ প্রাতের তরুণ দল

চল্ রে চল্ রে চল্  
চল্ চল্ চল্ ॥

উষার দুয়ারে হানি' আঘাত  
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,  
আমরা টুটাৰ তিমির রাত,  
বাধার বিক্ষাচল ।

নব নবীনের গাহিয়া গান  
সজীব করিব মহাশ্মশান,  
আমরা দানিব নতুন প্রাণ  
বাহুতে নবীন বল!  
চল্ রে নও-জোয়ান,  
শোনু রে পাতিয়া কান—  
মৃত্যু-ভোরণ-দুয়ারে-দুয়ারে  
জীবনের আহ্বান ।  
ডাঙ রে ডাঙ আগল,  
চল্ রে চল্ রে চল্  
চল্ চল্ চল্ ॥

কোরাস্ :

উর্ধ্বে আদেশ হানিছে বাজ,  
শহীদী-ঈদের সেনারা সাজ,  
দিকে দিকে চলে কুচ্-কাওয়াজ—  
খোল্ রে নিদ্-মহল!

কবে সে খেয়ালী বাদশাহী,  
সেই সে অতীতে আজো চাহি'  
যাস্ মুসাফির গান গাহি'  
ফেলিস্ অশ্রুজল ।

যাক্ রে তখ্-তাউস্  
জাগ্ রে জাগ্ বেহুস ।  
ডুবিল রে দেখ্ কত পারস্য  
কত রোম গ্রীক্ কল্,  
জাগিল তা'রা সকল,  
জেগে ওঠে বীনবল!  
আমরা গড়িব নতুন করিয়া  
ধুলায় তাজমহল!  
চল্ চল্ চল্ ॥

### যৌবন-জল-তরঙ্গ

এই যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবি কি দিয়া বালির বাঁধ ?  
কে রোধিবি এই জোয়ারের টান গগনে যখন উঠেছে চাঁদ ?  
যে সিঁধু-জলে ডাকিয়াছে বান—তাহারি তরে এ চন্দ্রোদয়,  
বাঁধ বেঁধে থির আছে নালা-ডোবা, চাঁদের উদয় তাদের নয়!  
যে বান ডেকেছে প্রাণ-দরিয়ায়, মাঠে ঘাটে বাটে নেমেছে ঢল,  
জীর্ণ শাখায় বসিয়া শকুনি শাপ দিক্ তারে অনর্গল ।  
সারস মরাল ছুটে আয় তোরা! তাসিল কুলায় যে বন্যায়  
সেই তরঙ্গে ঝাপায়ে দোল্ রে সর্বনাশের নীল দোলায়!

খরস্রোত-জলে কাদা-গোলা ব'লে গ্রীবা নাড়ে তীরে জরদগব,  
গলিত শবের ভাগাড়ের ওরা, ওরা মৃত্যুর করে স্তব ।  
ওরাই বাহন জরা-মৃত্যুর, দেখিয়া ওদের হিংস্র চোখ—  
রে ভোরের পাখী! জীবন-প্রভাতে গাহিবি না নব পুণ্য-শ্রোক ?  
ওরা নিষেধের প্রহরী পুলিশ, বিধাতার নয়—ওরা বিধির!  
ওরাই কাকের, মানুষের ওরা তিলে তিলে শুধে প্রাণ-কুধির!

বল্ তোরা নব-জীবনের চল! হোক্ ঘোলা, তবু এই সলিল  
চির-যৌবন দিয়াছে ধরায়ে, গেরুয়া মাটির ক'রেছে নীল ।  
নিজদের চারধারে বাঁধ বেঁধে মৃত্যু-জীবাণু যারা জিয়ায়,  
তা'রা কি চিনিবে—মহাসিঁধুর উদ্দেশে ছোটো স্রোত কোথায়!  
হ্রাণু গতিহীন প'ড়ে আছে তারা আপনারে ল'য়ে বাঁধিয়া চোখ  
কোটরের জীব, উহাদের তরে নহে উদীচীর উষা-আলোক ।

আলোক হেরিয়া কোটরে থাকিয়া চাঁচায় প্যাঁচার, ওরা চাঁচাক ।  
মোরা গা'ব গান, ওদের মারিতে আজো বেঁচে আছে দেদার কাক ।  
জীবনে যাদের ঘনাল সন্ধ্যা, আজ প্রভাতের শুনে আজান  
বিছানায় শুয়ে যদি পাড়ে গালি, দিক্ গালি—তোরা দিস্‌নে কান ।  
উহাদের তরে হ'তেছে কালের গোরস্থানে রে গোর খোদাই,  
মোদের প্রাণের রাঙা জল্‌সাতে জরা-জীর্ণের দাপ্ত নাই!

জিঞ্জির-পায়ে দাঁড়ে ব'সে টিয়া চানা খায়, গায় শিখানো বোল,  
আকাশের পাখী! উর্ধ্বে উঠিয়া কঠে নতুন লহরী তোল!  
তো'রা উর্ধ্বে-অমৃত-লোকের, ছুঁড়ক নীচেরা ধুলাবালি,  
চাঁদেরে মলিন করিতে পারে না কেরোসিনী ডিবে-কালি ঢালি!  
বন্য-বরাহ পঙ্ক ছিটাক, পাকের উর্ধ্বে তোরা কমল,  
ওরা দিক্ কাদা, তোরা দে সুবাস, তোরা ফুল ওরা পত্তর দল!

তোদের শুভ্র গায়ে হানে ওরা আপন গায়ের গলিজ পাঁক,  
যার যা দেবার সে দেয় তাহাই, স্বর্গের শিত সহিয়া থাক!  
শাখা ভ'রে আনে ফুল-ফুল, সেখা নীড় রচি' গাহে পাখীরা গান,  
নীচের মানুষ তাই ছোঁড়ে ঢিল, তরুণ নহে সে অসম্মান!  
কুসুমের শাখা ভাঙে বাদরের উৎপাতে, হায়, দেখিয়া তাই—  
বাদর খুশীতে করে লাফালাফি, মানুষ আমরা লজ্জা পাই!  
মাথার ঘায়েতে পাগল উহার, নিস্নে তরুণ ওদের দোষ।  
কাল হবে খা'র জানাজা যাহার, সে বুড়োর 'পরে বৃথা এ রোষ।

যে তরবারির পুণ্যে আবার সত্যের তোরা দানিবি তখুত,  
ছুঁচো মেরে তার খোয়াসনে মান, ফুরায়ে এসেছে ওদের ওকুত।  
যে বন কাটিয়া বসাবি নগর তাহার শাখার দু'টো আঁচড়  
লাগে যদি গা'য়, স'য়ে যা না ভাই, আছে ত কুঠার হাতের 'পর।

যুগে যুগে ধরা ক'রেছে শাসন গর্বোদ্ধত যে যৌবন—  
মানেনি কখনো, আজো মানিবে না বৃদ্ধত্বের এই শাসন।  
আমরা সৃজিব নতুন জগৎ, আমরা গাহিব নতুন গান,  
সম্রমে নত এই ধরা নেবে অঞ্জলি পাতি' মোদের দান!  
যুগে যুগে করা বৃদ্ধত্বের দিয়াছি কবর মোরা তরুণ—  
ওরা দিক্ গালি, মোরা হাসি' খালি বলিব 'ইন্না... রাজেউন!'

[ সন্ধ্যা ]

### অন্ধ স্বদেশ-দেবতা

ফাঁসির রশ্মি ধরি'

আসিছে অন্ধ স্বদেশ-দেবতা, পলে পলে অনুসরি'  
মৃত্যু-গহন-যাত্রীদলের লাল পদাঙ্ক-রেখা।  
যুগযুগান্ত-নির্জিত-ভালে নীল কলঙ্ক-লেখা!

নীরঙ্ক মেঘে অন্ধ আকাশ, অন্ধ তিমির রাত্রি,  
কুহেলি-অন্ধ দিগন্তিকার হস্তে নিভেছে বাতি,—  
চলে পথহারা অন্ধ দেবতা ধীরে ধীরে এরি মাঝে,  
সেই পথে ফেলে চরণ—যে-পথে কঙ্কাল পায়ে বাজে!

নির্যাতনের যষ্টি দিয়া শত্রু আঘাত হানে,  
সেই যষ্টিরে দোসর করিয়া অলক্ষ্য পথ-পানে

চ'লেছে দেবতা—অন্ধ দেবতা—পায়ে পায়ে পলে পলে,  
যত ঘিরে আসে পথ-সঙ্কট চলে তত নববলে।

চ'লে পড়ে পথ 'পরে,  
নবীন মৃত্যু-যাত্রী আসিয়া তুলে ধরে বুক ক'রে!

অন্ধ কারার বন্ধ দুয়ারে যথায় বন্দী জাগে,  
যথায় বধ্য-মঞ্চ নিত্য রাঙিছে রক্ত-রাগে,  
যথায় পিষ্ট হ'তেছে আত্মা নির্ভুর মুঠি-তলে,  
যথায় অন্ধ গুহায় ফণীর মাথায় মানিক জ্বলে,  
যথায় বন্য স্থাপদের সাথে নখর দস্ত ল'য়ে  
জাগে বিন্দ্র বন্য-তরুণ ক্ষুধার তাড়না স'য়ে,  
যথা প্রাণ দেয় বলির নারীরা যূপকাঠের ফাঁদে,—  
সেই পথে চলে অন্ধ দেবতা, পথ চলে আর কাঁদে,  
“ওরে ওঠ দূরা করি'  
তোদের রক্তে রাজা উষা আসে, পোহাইছে বিভাবরী!”

তিমির রাত্রি, ছুটেছে যাত্রী নিরুদ্দেশের ডাকে,  
জানে না কোথায় কোন্ পথে কোন্ উর্ধ্বে দেবতা হাঁকে।  
তনিয়াছে ডাক এই শুধু জানে! আপনার অনুরাগে  
মতিয়া উঠেছে অলস চরণ, সম্মুখে পথ জাগে!  
জাগে পথ, জাগে উর্ধ্বে দেবতা, এই দেখিয়াছে শুধু,  
কে দেখে সে পথে চোরা বালুচর, পর্বত, মরু ধূ ধূ!

ছুটেছে পথিক, সাথে চলে পথ, অমানিশি চলে সাথে,  
পথে পড়ে চ'লে, মৃত্যুর ছলে ধরে দেবতার হাতে।

চলিতেছে পাশাপাশি—

মৃত্যু, তরুণ, অন্ধ দেবতা, নবীন উষার হাসি।

[ সন্ধ্যা ]

### গান

খাখাজ-পিপু—দাদরা

আমার কোন কূলে আজ ভিড়ল তরী  
এ কোন সোনার গাঁয়।  
আমার ভাটির তরী আবার কেন  
উজান যেতে চায় ॥

আমার দুঃখের কাগজী করি'  
আমি ভানিয়েছিলাম ভাঙা তরী,  
তুমি ডাক দিলে কে স্বপন-পরী  
নয়ন-ইশারায় ॥

আমার নিবিয়ে দিতে ঘরের বাতি,  
তুমি ডেকেছিল ঝড়ের রাতি,  
কে এলে মোর সুরের সাথী  
গানের কিনারায় ॥

ওগো সোনার দেশের সোনার মেয়ে,  
তুমি হবে কি মোর তরীর নেয়ে,  
এবার ভাঙা তরী চলে বেয়ে  
রাজা অলকায় ॥

[ চোখের চাতক ]

ভৈরবী গজল—দাদরা

মোর ঘুমঘোরে কে এলে মনোহর  
নমো নম, নমো নম, নমো নম ।  
শ্রাবণ-মেঘে নাচে নটবর  
ঝমঝম ঝমঝম ঝমঝম ॥

শিয়রে বসি' চুপি চুপি ছুমিলে নয়ন,  
মোর বিকশিল আবেশে তনু  
নীপ-সম, নিরুপম, মনোরম ॥

মোর ফুলবনে ছিল যত ফুল  
ভরি' ডালি দিনু ঢালি', দেবতা মোর ।

হায় নিলে না সে ফুল, ছি ছি বেড়ুল,  
নিলে তুলি' রৌপ্য খুলি' কুসুম-ডোর ।

স্বপনে কী যে ক'য়েছি তাই গিয়াছ চলি,  
জাগিয়া কেঁদে ডাকি দেবতায়—  
প্রিয়তম প্রিয়তম প্রিয়তম ॥

[ চোখের চাতক ]

মান্দ—কাহাব্বা

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে  
অতীত দিনের স্মৃতি ।  
কেউ দুখ ল'য়ে কাঁসে,  
কেউ ভুলিতে গায় গীতি ॥

কেউ শীতল জলদে  
হেরে অশনির জ্বালা,  
কেউ মুঞ্জরিয়া তোলে  
তার শুষ্ক কুঞ্জ-বীথি ॥

হেরে কমল-মৃণালে  
কেউ কাঁটা কেহ কমল ।  
কেউ ফুল দলি' চলে  
কেউ মালা গাখে নিতি ॥

কেউ জ্বলে না আর আলো  
তার চির-দুখের রাতে,  
কেউ দ্বার খুলি' জাগে  
চায় নব চাঁদের তিথি ॥

[ চোখের চাতক ]

ভাটিয়ালী—কাহাব্বা

আমার গহীন জলের নদী!  
আমি তোমার জলে রইলাম ভেসে জনম অবধি ॥

তোমার বানে ভেসে গেল আমার বাঁধা ঘর,  
চরে এসে ব'সলাম রে ভাই ভাসালে সে চর ।  
এখন সব হারায়ে তোমার জলে রে  
আমি ভাসি নিরবধি ॥

আমার ঘর ভাঙিলে ঘর পাব ভাই  
ভাঙলে কেন মন,  
হারালে আর পাওয়া না যায়  
মনের রতন ।

জোয়ারে মন ফেরে না আর রে  
(ও সে) ভাটিতে হারায় যদি ॥

তুমি ভাঙ' যখন কূল রে নদী  
ভাঙ' একই ধার,  
আর মন যখন ভাঙ' রে নদী  
দুই কূল ভাঙ' তার ।  
চর পড়ে না মনের কূলে রে  
একবার সে ভাঙে যদি ॥

[ চোখের চাতক ]

#### ভাটিয়াগী—কাদ্ধা

আমার 'শাম্পান' যাত্রী না লয়  
ভাঙা আমার তরী ।  
আমি আপনারে ল'য়ে রে ভাই  
এ-পার ও-পার করি ॥

আমায় দেউলিয়া করেছে রে ভাই যে নদীর জল  
আমি ডুবে দেখতে এসেছি ভাই সেই জলেরি তল ।  
আমি ভাসতে আসি, আসিনি ক' কামাতে ভাই কড়ি ॥

আমি এই জলেরি আয়নাতে ভাই দেখেছিলাম তায়,  
এখন আয়না আছে প'ড়ে রে ভাই আয়নার মানুষ নাই ।  
তাই চোখের জলে নদীর জলে রে  
আমি তারেই খুঁজে মরি ॥

আমি তারির আশায় 'শাম্পান' ল'য়ে ঘাটে ব'সে থাকি,  
আমার তারির নাম ভাই জপমালা, তারেই কেঁদে ডাকি ।  
আমার নয়ন-তারি লইয়া গেছে রে  
নয়ন নদীর জলে ভরি ॥

ঐ নদীর জলও শুকায় রে ভাই, সে জল আসে ফিরে,  
আর মানুষ গেলে ফিরে না কি নিলে মাথায় করে ।  
আমি ভালোবেসে গেলাম ভেসে গো  
আমি হ'লাম দেশান্তরী ॥

[ চোখের চাতক ]

#### পরজ-একতালা

পরজনমে দেখা হবে প্রিয়!  
ভুলিও মোরে হেথা ভুলিও ॥

এ জনমে যাহা বলা হ'ল না,  
আমি বলিব না, তুমিও ব'লো না!  
জানাইলে প্রেম করিও ছলনা,  
যদি আসি ফিরে, বেদনা দিও ॥

হেথায় নিমেষে স্বপন ফুরায়,  
রাতের কুসুম প্রাতে ঝ'রে যায়,  
ভালো না বাসিতে হৃদয় শুকায়,  
বিষ-জ্বালা-ভরা হেথা অমিয় ॥

হেথা হিয়া ওঠে বিরহে আকুলি',  
মিলনে হারাই দু'-দিনেতে ভুলি,  
হৃদয়ে যথায় প্রেম না শুকায়  
সেই অমরায় মোরে স্মরিও ॥

[ চোখের চাতক ]

#### প্যাক্ট (গান)

কোরাস :

বদনা-গাড়িতে গলাগলি করে, নব প্যাক্টের আসনাই,  
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই ॥

আঁটসাঁট ক'রে গাঁট-ছড়া বাঁধা হ'ল টিকি আর দাড়িতে,  
বস্ত্র আঁটনি ফস্কা পেরো ? তা হয় হোক তাড়াতাড়িতে!  
একজন যেতে চাহিবে সুমুখে, অন্য টানিবে পিছনে,  
ফস্কা সে গাঁট হ'য়ে যাবে আঁট সেই টানাটানি ভীষণে!

বুকে বুকে মিল হ'ল না ক', মিল হ'ল পিঠে পিঠে ? তাই সই!  
মিঞা কন, 'কোথা দাদা মোর ?' আর বাবু কন, 'মিঞা ভাই কই?'  
বাবু দেন মেখে দাড়িতে খেজাব, মিঞা চৈতনে তৈল,  
চার চোখে করে আড়-চোখাচোখি, কি মধু মিলন হইল!

বাবু কন, 'খাই তোমারে তুষিতে ঐ নিষিদ্ধ কুঁকড়ো!'  
মিঞা কন, 'মিল আরো জন্মে দাদা, যদি দাও দু'টো টুকরো।  
মোদের মুগী হ'ল রাম-পাখী, দাদা, তাও হ'ল শুদ্ধি।  
বাদশাহী গেছে মুগীও গেল, আর কার লোভে যুদ্ধি।'

বাবু কন, 'পরি লুপ্তি বি-কল্হ তোমাদের দিল্ তুষিতে!'  
মিঞা কন, 'ফেজে রাখি চৈতনী-ঝাঞ্জা সেই সে খুশীতে।  
আমাদের কত মিঞা ভাই তব বাস করে তোমাদের বারানসীতে,  
(আর) বাত হ'লে মোরা ভাত খাই না ক' আজো ভাই একাদশীতে!'

বাবু কন, 'মোরা চটিকা ছাড়িয়া সেলিমী নাগুরা ধ'রেছি!'  
মিঞা কন, 'গরু জবাই-এর পাপ হ'তে তাই দাদা ত'রেছি!'  
বাবু কন, 'এত ছাড়িলেই যদি, ছেড়ে দাও খাওয়া বড়টা!'  
মিঞা কন, 'দাদা মুগী তো নাই, কি দিয়া খাইব পরটা!'

বাবু কন, 'গরু কোরবানী করা ছেড়ে দাও যদি মিঞা ভাই,  
তারে সিনান করায়ে সিঁদুর পরায়ে মা'র মন্দিরে নিয়া যাই।'  
মিঞা কন, 'যদি আল্লা-মিঞার ঘরে নাই লও হরিনাম,  
বলদ সহিত ছাড়িব তোমারে যাহা হয় হবে পরিণাম!'

'সারা-সারা-সারা' সাহসা অদূরে উঠিল হোরির হরুরা  
শব্দ ছুটিল বধু তুলিয়া, ছকু মিঞা নিল হরুরা!  
লাগে টানাটানি হেঁইয়ো হেঁইয়ো, টিকি দাড়ি ওড়ে শূন্যে—  
ধর্মে ধর্মে করে কোলাকুলি নব প্যাক্টেরি পুণ্যে!

বদনা গাড়তে পুনঃ ঠোকাঠুকি! রোল উঠিল, 'হা হস্ত!'  
উর্ধ্বে থাকিয়া সিন্দী-মাতুল হাসে ছিরকুটি' দস্ত!  
মসজিদ পানে ছুটিলেন মিঞা, মন্দির পানে হিন্দু!  
আকাশে উঠিল চির-জিজ্ঞাসা,—করুণ চন্দ্রবিন্দু!  
[চন্দ্রবিন্দু]

শ্রীচরণ ভরসা  
(সোহিনী—একতাদা)

কোরাস্ :

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়, নিমেষে যোজন ফরসা!  
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা।

পর্বের শির খর্ব মোদের ? চরণ তেমনি লগ্না ?  
শৈশব হ'তে আ-মরণ চলি সবারে দেখায়ে রঙ্গা!  
সার্জেন্ট যবে সার্জেন্ট-মা'র হাতে ক'রে আসে তাড়ায়,  
না হ'য়ে তুচ্ছ পদ-প্রবুদ্ধ সম্মুখে দিই বাড়ায়ে।

কোরাস্ :

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়, নিমেষে যোজন ফরসা।  
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা।

বপু কোলা ব্যাং, রবারের ঠ্যাং, প্রয়োজন-মত বাড়ে গো,  
সমানে আঁদাড়ে বনে ও বাদাড়ে পগারে পুকুর-পাড়ে গো।  
লখিতে চরিতে লজিয়া যায় গিরি দরী বন সিন্ধু,  
এই এক পথে মিলিয়াছি মোরা সব মুসলিম্ হিন্দু।

কোরাস্ :

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়, নিমেষে যোজন ফরসা।  
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা।

কহিতেছে নাকি বিশ্ব, আমরা রণে পশ্চাতে হেঁটে যাই?  
পশ্চাৎ দিয়ে ছুটে কেউ ? হেসে মরিব কি দম ফেটে ছাই!  
ছুটি যবে মোরা সুমুখেই ছুটি, পশ্চাতে পাশে হেরি না!  
সামনে ছোট্টারে পিছু হাঁটা বলো ? রাঁচি যাও, আর দেবী না।

কোরাস্ :

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়, নিমেষে যোজন ফরসা।  
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা।

আমাদের পিছে ছুটিতে ছুটিতে মৃত্যু পড়িবে হাঁপায়ে,  
জিৎ বা'র হ'য়ে পড়িবে যমের, জীবন তখন বাঁ পায়েরে!  
মোরা দেব-জাতি হিন্দু যে একদা, আজো তার স্মৃতি চরণে,  
ছুটি না তো যেন উড়ে চলি নভে, থাকে না ক' ধুতি পরনে।

কোরাস্ :

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়, নিমেষে যোজন ফরসা।  
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা।

বাপ-গিঁতামোর প্রদর্শিত এ পথ মহাজন-পিষ্ট,  
গোস্থামী মতে পরাহেও বাবা এ পথে মিলিবে ইষ্ট,

ম'রে যদি যাও, তা হ'লে ত তুমি একদম গেলে মরিয়াই!  
পলাইল যেই বেঁচে গেল সেই, জনম চরণ ধরিয়াই ॥

কোরাস্ :

ধাকিতে চরণ মরণে কি ভয়, নিমেঘে যোজন ফরসা।  
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা ॥

[ চন্দ্রবিন্দু ]

'দে গরুর গা ধুইয়ে'

কোরাস্ : দে গরুর গা ধুইয়ে ॥

উল্টে গেল বিধির বিধি আচার বিচার ধর্ম জাতি,  
মেয়েরা সব লড়ুই করে, মন্দ করেন চড়ুই-ভাতি।  
পলান পিতা টিকেট ক'রে—  
খুকি তাঁহার পিকেট করে!  
গিন্নী কাটেন চরকা,—কাটান কর্তা সময় গাই দুইয়ে!

কোরাস্ : দে গরুর গা ধুইয়ে ॥

চর্মকার আর মেথর-চাঁড়াল ধর্মঘটের কর্ম-গুরু!  
পুলিশ শুধু করছে পরখ্ কার কতটা চর্ম পুরু।  
চাটুযোরা রাখছে দাড়ি,  
মিঞারা যান নাপিত-বাড়ী।  
বোটকা-গন্ধী বোজপুরী কয় বাঙালীকে—'মৎ ছুইয়ে!'

কোরাস্ : দে গরুর গা ধুইয়ে ॥

মাজায় বেঁধে পৈতে বামুন রান্না করে কার না বাড়ী,  
গা ছুঁলে তার লোম ফেলে না, ঘর ছুঁলে তার ফেলে হাড়ী।  
মেয়েরা যান মিটিং হেদোর,  
পুরুষ বলে, 'রাপ রে দে দোর!'  
ছেলেরা খায় লপসি-হড়ো, বুড়োর পড়ে ঘাম টুইয়ে!

কোরাস্ : দে গরুর গা ধুইয়ে ॥

'দে গরুর গা ধুইয়ে'

ভয়ে মিঞা ছাড়ল টুপি, আঁটল কষে গোপাল-কাছা,  
হিন্দু সাজে গান্ধী-ক্যাপে, লুঙ্গি পরে ফুসী চাচা।  
দেখলে পুলিশ ভঁতায় ঘোড়ে,  
পুরুষ লুকায় বাঁশের কাড়ে!  
খাঁদা বাদুড় রায়-বাহাদুর, খান-বাহাদুর কান খুইয়ে!

কোরাস্ : দে গরুর গা ধুইয়ে ॥

খজ্ঞ নেতা গজনা দেয়, চ'লতে নারে দেশ যে সাধে!  
টেকো বলে, 'টাক ভালো হয় আমার তেলে, লাগাও মাথে!'  
'কি গানই গায়'—ব'লছে কালা,  
কানা কয়, 'কি নাচছে বালা!'  
কুঁজো বলে, 'সোজা হ'য়ে ভতে যে সাধ, দে শুইয়ে।'

কোরাস্ : দে গরুর গা ধুইয়ে ॥

সস্তা দরে দস্তা-মোড়া আসছে স্বরাজ বস্তা-পচা,  
কেউ বলে না 'এই যে লেহি' আসলে 'যুদ্ধ দেহি'র খোঁচা।  
শুণীরা খায় বেতন-পোড়া  
বেতন চড়ে গাড়ী ঘোড়া,  
ল্যাংড়া হাসে ভেংড়ো দেখে ব্যাঙের পিঠে ঠ্যাং খুইয়ে!

কোরাস্ : দে গরুর গা ধুইয়ে ॥

[ চন্দ্রবিন্দু ]

ওমর খৈয়াম গীতি

সিদ্ধু কাফি—কাওয়ালী

সৃজন-ভোরে প্রভু মোরে সৃজিল গো প্রথম যবে  
(তুমি) জানতে আমার ললাট-লেখা, জীবন আমার  
কেমন হবে।

তোমারি সে নির্দেশ প্রভু,  
যদিই গো পাপ করি করু,  
নরক-ভীতি দেখাও তবু, এমন বিচার কেউ কি স'বে ॥

করুণাময় তুমি যদি দয়া কর দয়ার লাগি'  
ভুলের তরে আদমেরে ক'রলে কেন স্বর্গ-ত্যাগী!

ভস্কে বাঁচাও দয়া দানি'  
সে তো গো তার পাওনা জানি,  
পাপীয়ে লও বস্কে টানি' করুণাময় কইবে তবে ॥

ভৈরবী—কাণ্ডালী

তরুণ প্রেমিক! প্রণয়-বেদন  
জানাও জানাও বে-দিল্ প্রিয়ার ।  
ওগো বিজয়ী! নিখিল-হৃদয়  
কর কর জয় মোহন মায়ায় ॥

নহে ঐ এক হিয়ার সমান  
হাজার কা'বা হাজার মস্জিদ,  
কি হবে তোর কা'বার খোজে,  
আশয় তোর খোজ হৃদয়-ছায়ায়  
প্রেমের আলোয় যে দিল্ রওশন্  
যেখায় থাকুক সমান তাহার—  
খোদার মস্জিদ, মুরত-মন্দির,  
ঈসাই-দেউল, ইহুদ-খানায় ॥

অমর তার নাম প্রেমের খাতায়  
জ্যোতি-লেখায় র'বে লেখা,  
নরকের ভয় করে না সে,  
ধাকে না সে স্বৰ্গ-আশায় ॥

[ নজরুল-গীতিকার ]

ঈসাই-দেউল—গির্জা । ইহুদ খানা—ইহুদীদের উপাসনা-মন্দির । কা'বা—মক্কা শরীফের মসজিদ ।  
দিল্—হৃদয় । রওশন—উজ্জ্বল ।



More Novel Download:

**[MyMahbub.com](http://MyMahbub.com)**

01836672102